নমো ভগবতে বিশ্বরূপায়।

মদখাও-নেশাছুটিবে॥

(আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন।)

দ্বিতীয় প্রচার।

মদের আনন্দে যদি হ'তে পার লয়,
দেখিবে, সচ্চিদানন্দে পাইবে আশ্রয়।

শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-দ্বারা বিরচিত।

"শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়" হইতে
শ্রীঅমৃতনাথ চক্রবর্ত্তি-দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা
২৪ নং গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মুদ্রিত।

ফাল্গুন, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ছয় আনা।

উৎসর্গপত্র।

অবিতথ-ভক্তি-ভাজন, সদানন্দ, সন্ন্যাস-প্রাণী, আত্মনিষ্ঠ

শ্রীমন্‌-মন্মথনাথ-শর্ম্ম-দেব-

আত্মারাম-নিবতেষু—

সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি-পূর্ব্বক-নিবেদন—

ভাই মন্মথনাথ !

একদিন তুমি আমায় আদর বা দয়া করিয়া অগ্রজের ন্যায় মান্য করিতে, সেই অভিমানে, এবং এখন তুমি পৃথিবীতে থাকিয়াও জিতেন্দ্রিয় বীরের ন্যায় আত্মারাম-সেবা হেতু, বর্ত্তমানকালে অসাধারণ কঠোর তপস্যায় অমরত্বলাভের উপযুক্ত হইয়াছ বিবেচনায়, এই বিষয়াসক্ত মূঢ় তোমাকে প্রণাম করিয়াও আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে।

ভাই ! প্রথমবারের সেই যে অতি ক্ষুদ্র 'মদ খাও—নেশা ছুটিবে না' পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তুমি আহ্লাদভরে এই অধমকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে ; সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিশ্ববিধাতার কৃপায় তোমার কঠোর একাগ্র সাধন-দর্শনে, এবং আমার

ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে, এখন তুমিই সেই মদ মাতাল হইয়া, আত্ম-বান্ধবগণ-সঙ্গে মিলিত হইতে পা বিবেচিত হওয়ায়, এই 'মদ খাও' পুস্তকখানি তে উপাধিশূন্য পবিত্র 'মন্মথনাথ' নামে উৎসর্গ করিয়া হইলাম। যদি তোমার আত্মনিষ্ঠ চিত্ত, দীনের উৎস নৈবেদ্য বলিয়া এই জড়গ্রন্থ দর্শনার্থ দৃষ্টিকে আকর্ষণ তবেই লেখনী-ধারণ সার্থক হইবে।

ভাই! তুমি ত প্রায় ছয় বৎসর হইল ইঙ্গিত-বি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক সংসারে থাকিয়াও মদ খাইয়া সং সকল জ্বালা জুড়াইবার উপায় পাইয়াছ,—তোমার প্রিয় প্রিয় পঞ্চাননও যেন সেই মদের দোকানের সন্ধান ছুটিয়াছে,—এ অভাগাও ত তোমার আদর ভালবাসার কাব পাইয়া অভিমানী,—এখন কৃপা করিয়া কোন দিন শুভক্ষণে ইহার বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিয়া নার অনুচর করিয়া লইবে না কি? ইতি

তোমার আদরে অভিমা

প্রকাশকের নিবেদন।

প্রায় ছয় বৎসরের পর ভগবান্ বিশ্বরূপের ইচ্ছায়, প্রথমাপেক্ষা পঞ্চগুণ বর্দ্ধিত কলেবরে 'মদ খাও—নেশা ছুটিবে না' দ্বিতীয় বার প্রচারিত হইল। মদ্যপানার্থীর সংখ্যাধিক্যহেতুই হউক,—অথবা 'মদ খাও—নেশা ছুটিবে না' এই নামের আকর্ষণী শক্তিতেই হউক,—ছুই বৎসরেরও অধিক হইল প্রথমপ্রকাশিত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু পূজনীয় গ্রন্থকর্ত্তা অগ্রজ মহাশয়ের দৈহিক অসুস্থতা, (যাতনাদায়ক ব্যাধি হাঁপানীর কৃপা,) জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন-চতুষ্টয়ের পুনঃসংস্করণ-ব্যস্ততা, এবং সর্ব্বোপরি নিঃস্বতা,—প্রযুক্ত বহুপ্রার্থীর এই পুস্তকপ্রাপ্তি-কামনা অপূর্ণা ছিল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এবং কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলা-নিবাসী আমাদের পিতৃতুল্য মাননীয় করুণহৃদয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে, এতদিনের পর ইহা প্রস্তুত হওয়ায়, মদ্যপানার্থিগণকে আবার অর্পণ করিতে পারিব বলিয়াই এত আহ্লাদ।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া, অথবা সুযোগ হয় ত, এই মদ খাইয়া, পাঠক পাঠিকা ইহার দোষ গুণ বিচার করুন। তবে এ সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যাঁহারা প্রকৃত মদ খাইয়া নেশা করিতে বা আনন্দিত হইতে বাসনা করেন,—যাঁহাদের চক্ষুঃ চাঞ্চল্যশূন্য হইয়াছে,—যাঁহাদের জ্ঞান কার্য্যের সদসত্তা বিচার করণে সমর্থ,—গ্রন্থকর্ত্তার গম্ভীর লেখনী তাঁহা-

দেরই জন্য আকুল হইয়া 'মদ খাও।' বলিয়া এই পথে ছুটিয়াছে। ইহা সত্য কি না পরীক্ষা করুন। প্রথম প্রকাশিত পুস্তক-সম্বন্ধে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এবং সংবাদপত্র-সমূহের সমালোচন-পত্র ছিল, বিশেষ প্রয়োজন ও অর্থাভাবে এই নূতন সংস্করণে উহা প্রকাশিত হইল না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করা যাইতেছে যে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক আমাদের ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়, এবং প্রসিদ্ধ গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রের উপযুক্ত মুদ্রাকর (প্রিণ্টর) আমাদের শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য কৃতিরত্ন মহাশয় দয়া ও যত্ন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনকালে পরিদর্শন বা ত্রুটিশোধনপূর্ব্বক বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এখন এই পুস্তক-প্রকাশিত মদ খাইয়া যদি একজনও মদ্যপানার্থী 'পূরামাতাল' হইতে পারেন, তাহা হইলেই দাদার আদেশানুসারে এ অধমের এই-পুস্তক-প্রকাশোদ্যম সার্থক হইবে। ইতি

শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়
কলিকাতা;
ফাল্গুন, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

প্রিয়নাথের অনুজ
অকিঞ্চন অমৃতনাথ,
প্রকাশক।

নির্ঘণ্ট

সতর্কতা।

ভ্রান্তি-শোধন।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	২২	কাটিয়া	ফাটিয়া
৬০	১৮	মা'র	যা'র
৯২	৯	কর,	করিয়াছিলে,

সূচনা।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উপদেশে অবগত হওয়া যায় যে, যে পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাই দুঃখজনক ও নশ্বর, এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাই সুখজনক ও নিত্য। ধীরভাবে বুঝিয়া দেখিলে ইহাকে 'যথার্থ-বাদ' বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, (চক্ষুঃ কর্ণ নাসাদি) ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে সুখদ (কাল্পনিক সুখদায়ী) পদার্থকে পাইবার জন্য বহুদিন হইতে চিত্ত উৎসুক ছিল, অনেক যত্নে তাহাকে পাইবার পরই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শেষভাগে উজ্জ্বল অক্ষরে 'নশ্বর' ও 'দুঃখময়' এই দুইটী কথা লিখিত রহিয়াছে। উল্লিখিত বিষয় যদি কাহারও পক্ষে কিছু কঠিন বোধ হয়, তবে তিনি আরও কিঞ্চিৎ বিশদভাবে ভাবিয়া দেখিলে হয় ত বুঝিতে পারিবেন যে,—দরিদ্র তাহার অভুক্ত যে রাজত্বকে পরম-সুখ-জনক মনে করে, রাজার তাহাতে সুখ নাই;—কামুক তাহার অভুক্ত যে কামিনী-সম্ভোগকে পরম সুখজনক মনে করে, লম্পটের তাহাতে সুখ নাই;—ভ্রষ্টা নারী তাহার অনাচরিত যে বারনারী-বৃত্তিকে পরম-সুখ-জনক মনে করে, বেশ্যার তাহাতে সুখ নাই। এইরূপ যে কোন ভুক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তাকরা যায়, তাহারই পরিণাম নশ্বর ও দুঃখময় বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে।

"তবে কি সংসারে সুখ নাই?—শোকগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তাপিত প্রাণ শান্ত হয়, জরাগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্ব্বহ জীবনভার লঘু হয়, দরিদ্র ব্যক্তির দুর্দ্দমনীয় দারিদ্র্যদুঃখ বিদূরিত হয়, এমন সুখময়—এমন আনন্দময়—পদার্থ কি তবে সংসারে নাই?"—এক দিন সন্ধ্যাকালে কোন ধনবান্ তরুণবয়স্ক বাবুর আবাসে বসিয়া আমার অন্তঃকরণে সহসা এইরূপ প্রশ্ন উদিত হওয়ায় পার্শ্বোপবিষ্ট এক অপরিচিত ব্যক্তিকে উহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রশ্ন শুনিয়া বিজ্ঞের মত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন,—"বাপু! পৃথিবীতে এমন কোন জিনিসই নাই, যাহা মানুষের সকল দুঃখ দূর, সকল বাসনা পূর্ণ, এবং অবিনশ্বর বা অবিরাম আনন্দ প্রদান করিতে পারে। তবে এমন অনেক 'বস্তু' আছে, যাহা ব্যবহার করিলে কিছু কালের জন্য সকল দুঃখ যাতনা, এমন কি নিদারুণ পুত্রশোক পর্য্যন্ত, ভুলিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়।"

আমি আগ্রহসহকারে কহিলাম, "সে কি 'বস্তু' মহাশয়?" এবার কিঞ্চিৎ সরসভাবে উত্তর হইল,—"সে বস্তু আর কিছুই নহে,—মাদক-সেবন; অর্থাৎ যাহা সেবন করিলে মত্ততা জন্মে,—নেশা হয়, সেই বস্তুই কেবল সমস্ত দুঃখ যাতনা ভুলাইতে সমর্থ; বুঝিলে কি?—এই মাদকের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার-ভেদ আছে, তন্মধ্যে মদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বড়ই আনন্দদায়ক; অর্থাৎ মদ খাইলে যেমন আনন্দ হয়, তেমন আনন্দ,—তেমন মজা, আর কোন মাদক-দ্রব্যেই

পাওয়া যায় না। আহা! সেই আঁখি ঢুলু ঢুলু-সদানন্দ-ভাব, সেই রাজসিংহাসন ও নর্দ্দামায় সমানজ্ঞান-ভাব, যে জানে সে ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝিতেই পারে না। একবার খাইয়া দেখ ত বুঝিতে পার, মদ কেমন মজার জিনিস!"

অপরিচিত ব্যক্তির উৎসাহ-প্রফুল্লমুখে মদের এতাদৃশী আনন্দদায়িনী শক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণে, নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া মনটাকে কেমন অস্থির করিয়া তুলিল। কখনও মনে হইতে লাগিল, মদ খাইয়া যদি চিরসন্তপ্ত প্রাণকে বিমলানন্দ ভোগ করাইতে পারা যায়,—মদ খাইয়া যদি যাতনাপূর্ণ সংসারের ভীষণ-দৃশ্য-বিষয়ে অন্ধ হইতে পারা যায়, তবে আমি মদই খাইব। কিন্তু সংস্কার-বলে ও শাস্ত্রপাঠকবর্গের নিকট শ্রবণ-ফলে, তৎক্ষণাৎ মদকে, অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য, এমন কি অস্পৃশ্য বলিয়া মনে উদিত হওয়ায়, এবং যে মদ খায়, তাহার ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিরয়গামী হয় জানিয়া আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায়, আমার সাধের মদ খাওয়ার সঙ্কল্পেই বাধা পড়িল। আর সেই বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। বিবিধ চিন্তা-সমান্দোলিত অথচ আশঙ্কা-সমুত্তেজিত চিত্তে ধীরে ধীরে বাসস্থানে আসিলাম; এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় শয়ন করিলাম।

নিদ্রার্থে শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু বিবিধ-চিন্তা-তাড়নে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হওয়ায় কোনক্রমেই নিদ্রা আসিল না। অনেকক্ষণ শয্যায় শয়ান থাকিবার পর, জাগ্রদবস্থার চিন্তা-জন্যই হউক, অথবা সৌভাগ্যক্রমেই হউক, তন্দ্রাবেশে মদ্যপান-সম্বন্ধে আমি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলাম। সেই অদ্ভুত-

স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাটী মদ্যপানার্থী মাদৃশ ব্যক্তিবর্গকে জানাইবার জন্যই এই ক্ষুদ্র-পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। ইহা যে 'প্রকৃত মাতালের' বিশেষ কোন উপকারে আসিবে, এমন ভরসা না থাকিলেও, যাঁহারা বিষয়বিষপূর্ণ সংসারের দুঃসহ যাতনা ভুলি-বার আশায় মদ খাইয়া মাতাল হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও এই পুস্তিকায় প্রকাশিত বিনা অর্থব্যয়ে লব্ধ-মদিরা অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেবন করিতে পারেন, তাহাহইলেই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা প্রকাশচেষ্টা সার্থক হইবে।

মদখাও-নেশা ছুটিবেনা।

(আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন।)

প্রথম উল্লাস।

প্রণয়ীর পত্র ও মদ অনুসন্ধান।

চৈত্র মাসের সূর্য্যাতপ-প্রভাবে শিমুলের ফল সকল বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যস্থ তূলাস্তবক যেমন শূন্যে উড়িয়া যায়,—ক্রীড়া-কৌতূহল-সময়ে শিশুগণের কর-পিঞ্জর-নির্মুক্ত শিক্ষিত কপোত-কুল যেমন শূন্যে উড়িয়া যায়,—তন্দ্রাবেশ হইবামাত্র স্বপ্নযোগে আমিও যেন সেইরূপ সংসার-পাশ-বিমুক্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সশরীরে শূন্য প্রদেশে উত্থিত হইতে লাগিলাম।

যথন ঊর্দ্ধদিকে অনেক দূর উঠিয়াছি, যথন নিম্নদেশে কেবল শূন্যব্যতীত সংসারের আর কোন বস্তুই দেখিতে পাই-তেছি না, সেই সময় সহসা আমার সম্মুখভাগে একটী চিত্ত-

বিমোহন উপবন দৃষ্টিগোচর হইল। ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে শুনিয়া, চিত্রপট দেখিয়া, এবং গ্রন্থপাঠ করিয়া, তপস্বিজন-সমাশ্রিত তপোবনকে যেরূপ শান্তিজনক স্থান বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম, খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জন্তুগণের হিংসা-দ্বেষাদি-বিরহিত, অনায়াসজাত-ফল-পুষ্পাদি-পরিশোভিত, কলকণ্ঠ বিহগবৃন্দের নিরন্তর সুমধুর সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত ঐ স্থানটী দর্শন করিয়া উহাকে বাস্তবিকই সেই শান্তিপ্রদ তপোবন বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তপোবনমধ্যে লোক-বসতির অস্তিত্ব-সূচক বহু-চিহ্ন-সত্ত্বেও, কি শিশু, কি তরুণ, কি প্রাচীন, কোনপ্রকারের একটীও মানবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না।

যাহা হউক, স্বপ্নযোগে উল্লিখিত তপোবনে উপস্থিতির অব্যবহিত পরক্ষণেই উহার কমনীয় ভাব সন্দর্শনে সহসা সুকুমার শৈশবাবস্থার কথা স্মরণ হওয়ায় তৎকালসম্বন্ধীয় বিবিধ চিন্তা আসিয়া অন্তঃকরণ অধিকার করিল। বাল্য-কালের কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা মনে হইল, শৈশবে আমি আমার কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সহিত সর্ব্বদাই একত্র বাস করিতাম। কেবল একত্র বাস নহে, একমতে কাজ করিতাম, এক উদ্দেশ্যে খেলা করিতাম, এক ভোজ্য ভোজন করিতাম—বলিব কি, তখন আমরা সকলেই এক-দেহ একপ্রাণ হইয়াছিলাম।

সময় নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। সে স্বেচ্ছামত কতপ্রকারেরই খেলা করিতে করিতে অবিরত আপনার সুবিশাল চক্র-পথে ঘুরিতেছে। সেই মহাঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের যে

কত বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, কয়জন তাহার অনুসন্ধান করে? আজ যিনি রাজা, কাল তিনিই ভিক্ষুক; আজ যিনি পাপী, কাল তিনিই সাধু; আজ যেখানে সাগর, কাল সেইখানেই নগর; আজ যেখানে আনন্দ-কোলাহল, কাল সেইখানেই রোদনধ্বনি; এইরূপ বিপর্য্যয়-সঙ্ঘটনই সময়ের খেলা। সে এইপ্রকারে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সেই সতত-শুভাকাঙ্ক্ষী শৈশব-সুহৃদ্বর্গকে আপনার সুবিশাল চক্রের সহিত বাঁধিয়া কোথায় লইয়া গিয়া, এখন তাঁহাদের যে কি দশা করিয়াছে, অদ্যাপি তাহার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। আমি তাঁহাদের সহিত যে খেলা খেলিতাম, যে আনন্দে মাতিতাম, যে গান গাহিতাম, তপোবনে তাহারও কোন চিহ্ন দেখা গেল না; কেবল এইমাত্র স্মরণ হইল যে, "শৈশবে আমরা কতিপয় বন্ধু একত্র ছিলাম।" তাঁহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; ইচ্ছা হইল, সন্ধান পাই ত এখনই আবার তাঁহাদের সহিত সেই একভাবে মিলিয়া এক হইয়া যাই। পাঠক পাঠিকে! বলিতে পারেন ঐ বন্ধুগুলি কে?

* * * * *

যাহা হউক, স্বপ্নযোগে এইরূপ নানা-চিন্তা-নিবিষ্ট-চিত্তে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, অকস্মাৎ সমগ্র তপোবন-ভাগ লোহিত আলোক-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঐরূপ আলোকের কারণ জানিবার আশায় চকিতভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় দেখিলাম, শূন্যে সেই লোহিত আলোক-রশ্মির মধ্যে, দুই তিন বৎসর-বয়স্ক নগ্নশরীর কতিপয় সুকুমার বালক বালিকা প্রফুল্লমুখে ও

সতৃষ্ণনয়নে আমারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তাহাদের দিকে আমার দৃষ্টি পতিত হইতে না হইতেই তাহারা শূন্য হইতে কি একখণ্ড দ্রব্য নিক্ষেপ করিল ও তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা গ্রহণের ইঙ্গিত করিয়া শূন্যেই লীন হইয়া গেল। তাহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোকও অন্তর্হিত হইল।

এই ঘটনার পরই পত্রিকাকৃতি একখণ্ড কাগজ আমার সম্মুখভাগে পতিত দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে উহা গ্রহণ ও পাঠ করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পত্রে যাহা লিখিত দেখিলাম, তাহা এই ;—

"সখে! অনেক দিন হইল, আমরা তোমার অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন-বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি ; সুতরাং আমরা তোমার কোন সংবাদই জানি না। আমরা আর আর সকলেই একত্র আছি, কেবল তুমিই পৃথক্ ; সেইজন্য আমাদের সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয় যে, আবার সকলে একত্র হইয়া একভাবে 'আনন্দ' ভোগ করি। এখন আমরা তোমা হইতে অনেক দূরদেশে আসিয়াছি। এত দূরে আসিয়াছি যে, কেবল একটী উপায় ব্যতীত আমাদিগের সহিত একত্র হইবার অন্য কোন সম্ভাবনা নাই। সে উপায়—'মদ্য পান' ; অর্থাৎ তোমাকে মদ খাইতে হইবে। মদ খাইয়া সকল বিষয় ভুলিবার উপযুক্ত মাতাল না হইলে কেহই এখানে আসিতে পারে না। কিন্তু ভাই! এই মদ খাইবার সম্বন্ধে একটী কথা আছে। বাছিয়া বাছিয়া, চিনিয়া চিনিয়া এমন মদ খাইতে হইবে, যে মদের নেশা কখনই ছুটিবে না ; অর্থাৎ এমন মদ খাইতে হইবে, যাহা একবার খাইলে চিরকাল

সমভাবেই নেশা থাকে; সে নেশা, সে আনন্দ আর কথনই বিনষ্ট না হয়। যদি আমাদের প্রতি তোমার আজিও যথার্থ সেইরূপ ভালবাসা থাকে, তবে অনুসন্ধান করিলেই তুমি সে মদ পাইবে। যদি আন্তরিক চেষ্টা দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া উহা একবার খাইতে পার, তবে নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিবে। আমরা তোমার আগমন-পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি”

এই-পত্র-পাঠে আমি যুগপৎ আহ্লাদিত ও বিস্মিত হই-লাম। আহ্লাদের কারণ দুইটী। প্রথম কারণ, ইতিপূর্ব্বে বাবুর বৈঠকখানায় সেই অপরিচিত ব্যক্তির মুখে মদের আনন্দ-দায়িনী শক্তির সবিস্তর বর্ণনা শুনিয়া আমার মদ খাইবার বাসনা বলবতী হইলেও, শাস্ত্রের শাসনবাক্য স্মরণ হওয়ায় যে বাসনায় বাধা পড়িয়াছিল, এখন মদ খাইতে বাল্যবন্ধুগণের আদেশপ্রাপ্তিতে সেই বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন-সম্ভাবনা; এবং দ্বিতীয় কারণ, দূরদেশ-নিবাসী বান্ধবগণের সহিত বহু-কালের পর পুনর্ম্মিলন হইবার আশা। কিন্তু “মদ না খাইলে কেহই এখানে আসিতে পারে না; এবং এমন মদ খাইতে হইবে যাহার নেশা কখনই ছুটিবে না,” এই সকল কথা পাঠ করিয়া মনে বড়ই বিস্ময় জন্মিল। পাঠক পাঠিকে! এই দেশ কোথায়, এবং এরূপ মদই বা কোথায় পাওয়া যায়, যদি তাহা জানেন, তবে আপনারা কেহ দয়া করিয়া আমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবেন কি?

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল,—কখন ও কিরূপে সেই বান্ধবগণের সহিত সম্মিলিত হইব, ইহা

ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল; সুতরাং মদ খাই-বার জন্য প্রাণের অস্থিরতাও বর্দ্ধিত হইল। আর আমার কিছুই ভাল লাগিল না,—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব তপোবনের তাদৃশ শান্তিপ্রদ বস্তুসমূহের মধ্যে আর আমার কিছুই ভাল লাগিল না। প্রাণ কেবল চাহিতে লাগিল,—মদ! মদ!! মদ!!!

বন্ধুগণের পত্রে দেখিয়াছি, "অনুসন্ধান করিলেই মদ পাওয়া যাইবে"; সুতরাং আমি কেবল তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য, নেশা করিয়া সকল ভুলিবার আশায়, মদের অনুসন্ধানে সেই তপোবন হইতে বহির্গত হইলাম। বাহির হইবামাত্র বোধ হইল, যেন আমি ধরাতলের কোন একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়াছি। এ দেশে উল্লি-খিত তপোবনের ন্যায় আরাম-জনক বিশেষ কোন দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর না হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই অস্থির মন, মদ খাইবার প্রবলতর আকাঙ্ক্ষায় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তদ্দ্বারা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া পথিমধ্যে ভদ্রবেশধারী যাহাকে পাইলাম, তাহাকেই কাতরভাবে ও নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করি-লাম,—"মহাশয়! এ দেশে মদ কোথায় পাওয়া যায়, আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিতে পারেন?" এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমাকে কত লোকে কতপ্রকারে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অনেকেরই নিকট উপহাসাস্পদ হওয়ায় অবশেষে মনে এই ধারণা হইল যে, "হয় ত আমি এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহি বলিয়াই বুঝি এইরূপে সকলে আমাকে পরিহাস করিতেছেন।" মনে এইরূপ সংশয়পূর্ণ ধারণা উপস্থিত হওয়ায়, আমি পথে ঘাটে ভদ্রাভদ্রবেশধারী

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেখানে যাহাকে দেখিতে পাইলাম, অকুতোভয়ে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম,—"ওগো এ দেশে ভাল মদ কোথায় পাওয়া যায়, তোমরা কেহ দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিতে পার গা?" এইবার কেহ আমাকে 'পাগল' বলিয়া গায়ে ধূলা দিতে লাগিল; কেহ আমাকে 'মাতাল' বলিয়া অবজ্ঞা-সূচক ভাব দেখাইতে লাগিল, কেহ 'লম্পট' বলিয়া রূক্ষ ভাষায় তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত হইতে কঠোর আদেশ করিল; এবং কেহ কেহ বা অপেক্ষাকৃত মধুর ভাষায়,—"এরূপ প্রকাশ্যভাবে মদ অনুসন্ধান করা সামাজিক-রীতি-বিরুদ্ধ" ইত্যাদি বলিয়া আমাকে নীতিশিক্ষাও প্রদান করিলেন। ফলতঃ এক 'মদ অনুসন্ধান' আরম্ভ করিয়াই আমি লোকের চক্ষে বিধাতার একটী অভিনব-সৃষ্ট-প্রাণি-রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তাহাতেও মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা মন্দীভূত হইল না।

স্বপ্নের মোহিনী শক্তির মাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে? সে ইচ্ছা করিলে নিজের অসীম-শক্তি-প্রভাবে ক্ষণকালমধ্যে নিজ আশ্রিত ব্যক্তিকে তাহার সুদীর্ঘকাল-সমাচরিত অসংখ্য ভীতিজনক কার্য্য নিমেষ-মধ্যেই প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শন দ্বারা ভয়ে বিহ্বল করিতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিজ আশ্রিত ব্যক্তিকে তাহার চির-প্রার্থিত কোন সামান্য বিষয়ের ছায়ামাত্র দেখাইতেও পারে। স্বপ্নের সেই শক্তিপ্রভাবে মদ অনুসন্ধানার্থ ঘুরিতে ঘুরিতে এবং লোকের তিরস্কার ও বিদ্রূপাদি সহ্য করিতে করিতে যেন আমার তিন চারি দিন কাটিয়া গেল; মদের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ক্রমশঃ মদ খাইবার জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, আহার-বিহারাদি দেহধারণের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যগুলিও আর ভাল লাগিল না। পরে এমন অবস্থা ঘটিল যে ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া গেল এবং শারীরিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন সেই মহাশক্তি-সমুদ্দীপনকারী মদের অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িল; কিন্তু তখনও মদ-অনুসন্ধানার্থ প্রাণপণ চেষ্টার নিবৃত্তি হইল না।

স্বপ্নে আমার যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় (যেন এক-দিন রাত্রিকালে) আঁখি ঢুলু ঢুলু, অবসন্নশরীর এক ব্যক্তি দয়া করিয়া উচ্চ অথচ জড়িত স্বরে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কি বাবা, তুমি মদ খেতে চাও, আমার সঙ্গে এস, যত পার আমি তোমায় মদ খাওয়াচ্ছি; এরই জন্যে এত দুঃখ? ছি!" অপরিচিত ব্যক্তির এইরূপ অযাচিত করুণাপূর্ণ আশ্বাস-বাক্য-শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ যে তখন কিরূপ প্রফুল্ল হইয়াছিল তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষার অভাব।

দ্বিতীয় উল্লাস।

মদ খাইব।

গৃহপালিত ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর যেমন ভুক্তাবশিষ্ট-প্রাপ্তির আশায় লাঙ্গূল-সঞ্চালন করিতে করিতে আচমনার্থ গমনশীল নিজ প্রভুর অনুগামী হয়,--আলস্যপ্রিয় নিরন্ন বঙ্গদেশীয় বিপ্র যেমন কিঞ্চিৎ অর্থ-প্রাপ্তির আশায় চাটুবাদ করিতে করিতে বায়ুসেবনার্থ বিচরণশীল সঙ্গতিশালিব্যক্তির অনুগামী হয়,—মদের আশায় আমিও তদ্রূপ সেই অপরিচিত ব্যক্তির অনুগামী হইলাম।

পথিমধ্যে সেই মাতাল পূর্ব্বের ন্যায় বিজড়িতস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বাবা, তুমি কখনও মদ খেয়েছ কি? ঠিক্ কথা বল্‌বে।" আমি বিনীতভাবে বলিলাম,—"না মহাশয়, আমি আর কখনও মদ খাই নাই, আজ প্রথম খাইব।" তখন মাতাল অধিকতর আহ্লাদ সহকারে আমার পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন,—"তবে একটু পা চালিয়ে চল বাবা, ৯টা বাজ্‌লেই সব আব্‌গারীর দরজা বন্ধ হ'বে, তা হ'লে আজ্ আর মদ মেলা দুর্ঘট।" মাতালের এই কথায় এবং 'মদ খাইতে পাইব' এই আহ্লাদে দ্রুততর-পদে আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর এক বিস্তৃত রাজ-পথের পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাল আমাকে বলিলেন,—"দেখ বাবা, এই মদের দোকান! দেখে চক্ষু সার্থক কর। এখানে কোন রকমে একবার প্রবেশ কর্‌তে পার্‌লেই

স্বর্গের দরজা সর্ব্বদাই খোলা পা'বে; আর এই যে ব্র্যাকেট-সুশোভিনী আরক্তরূপিণী বোতল-নিবাসিনী আনন্দ-দায়িনী দেবীকে দেখ্‌ছ, উহাঁরেই নাম বারুণী-সুন্দরী, যাঁ'কে সাদা কথায় 'মদ' বলে। উনি কৃপা ক'রে একবার যাঁ'র কণ্ঠনালী দিয়ে উদরস্থা হন, তাঁ'র পক্ষে ইন্দ্রত্ব-পদও অতি তুচ্ছ, বেশী আর বল্‌ব কি?—আচ্ছা বাবা, তুমি এখানে একটু ঠিক হয়ে দাঁড়াও, আমি মাল নিয়ে আস্‌ছি।"

মাতাল মহোদয় এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ দিয়া মদ আনিবার জন্য গমন করিলে পর, আমি দেখিলাম, সেই গৃহে নানাবর্ণের তরলদ্রব্যপূর্ণ বহুসংখ্যক বোতল সরল ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, এবং ঐ সকলের মধ্যভাগে একটা উচ্চ কাষ্ঠাসনে হৃষ্টপুষ্ট এক ব্যক্তি বসিয়া বহুসংখ্যক মদ্যপায়ীকে মদ দিতেছেন। যাহারা মদ খাইতেছে, তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা নাই। কেহ নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছে, কেহ বামাকণ্ঠস্বরের অনুকরণে গান করিতেছে, কেহ নানাবিধ রসাভাসের সহিত মদের উপদংশ (চাট্‌) সেবা করিতেছে, কেহ সামান্য কারণে অপরের সহিত তুমুল মল্লযুদ্ধে রক্তাক্তকলেবর হইয়া অবিলম্বেই আবার তাহার পদধারণপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে ক্ষমা চাহিতেছে, কেহ সর্ব্বত্যাগী সাধুর ন্যায় বিকার-বিরহিত ও নিশ্চেষ্ট ভাবে নগ্নদেহে ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে, আবার কেহ বা "আরও দাও! আরও দাও!!" বলিয়া মদের জন্য দোকানদারকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে; ফলতঃ মদের শক্তিতে সকলেই যেন আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান। মদ পাইতে বিলম্ব হওয়ায় মধ্যে মধ্যে আমার মনটা অস্থির হইতেছিল বটে, কিন্তু

উহা প্রাপ্তির আশায় কোনক্রমে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক দোকানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে ঐ সকল অসাধারণ ব্যাপার আগ্রহসহকারে দেখিতেছিলাম।

এমন সময় আমার সঙ্গী সেই মাতাল এক বোতল রক্তবর্ণ মদ এবং অনেকপ্রকার উপদংশ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন,—"এই দেখ বাবা, তোমার খাতিরে আজ্ ভাল মালই এনেছি। এস এইখানে বসেই মা কালীকে নিবেদন করে দিয়ে প্রাণ খুলে প্রসাদ পাওয়া যা'ক।"

আমার নিকট হইতে কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই ("মৌনং সম্মতিলক্ষণং" বুঝিয়াই যেন) মাতাল "জয় কালী!" শব্দে বোতলের মুখ খুলিল, পানপাত্রে মদ ঢালিল, এবং আমাকে দিবার অভিপ্রায়ে হস্তপ্রসারণ করিল। এমন সময় এক ব্যক্তি (বোধ হয়, গ্রামসম্বন্ধে দোকানদারের ভাগিনেয় হইবে) ঊর্দ্ধ-শ্বাসে সেই দোকানে আসিয়া বিকৃতস্বরে দোকানদারকে কহিল,—"মামা,খেতে না খেতেই নেশাটা ছুটে গেল, ব্যাওরা-টা কি বল দেখি? মাতাল মনে করে জল মিশিয়ে পয়সা ক' গণ্ডা ফাঁকি দিলে বাবা—ছিঃ! যা'ক, এবার ভাল দেখে এই আট আনার খাঁটি মাল দাও; যেন দু' তিন ঘণ্টা নেশাটা অটুট্ থাকে। দেখো বাবা অধর্ম্ম করো না।"

সর্ব্বনাশ! আগন্তুক মাতালের মুখে, "খেতে না খেতেই নেশা ছুটে গেল" শুনিয়া ভয়ে যেন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। যে মদ খাইবার জন্য সেইখানে বসিয়াছিলাম, সে মদ, খাওয়া দূরে থাকুক,—তাহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক,—তৎ-প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হইল; আমি সত্বর

সেই স্থান ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া সঙ্গী মাতাল কিঞ্চিৎ বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কি বন্ধু, এমন সময় একবারে চম্‌কে উঠে দাঁড়ালে যে, যাও কোথা?" আমি বলিলাম,—"আমার এ মদ খাওয়া হইল না, যে মদের নেশা ছুটিয়া যায়, সে মদ খাইতে আমার বন্ধুগণের অনুমতি নাই। আমি এমন মদ খাইতে চাই, একবার খাইলেই যাহার নেশা বা আনন্দ চিরকাল সমভাবে থাকে; সে মদ কি এখানে পাওয়া যায় না?"

এই কথা শুনিয়া সঙ্গী মাতাল ভ্রূকুটী করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে চীৎকারপূর্ব্বক কহিলেন,—"কোন্ বেল্লিক তোমাকে এমন কথা বলেছে যে, একবার মদ খেলে, চিরকাল তার নেশা থাকে? তা' হ'লে আর ভাবনা থাক্‌ত না। তুমি গুলি টুলি কিছু খাও বটে? নহিলে গুলিখোরের মত কথায় তোমার এত বিশ্বাস কেন? ব'স, দু' চার পাত্র খাও, তা'র পর এর গুণ আপনিই বুঝ্‌তে পার্‌বে।" সঙ্গীর এইরূপ চীৎকার শুনিয়া আরও দুই চারিজন মাতাল সেইখানে সরিয়া আসিল; এবং সমস্ত কথা শুনিয়া আমাকে সেই ক্রীত মদ খাওয়াইবার জন্য নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। আমি ভয় পাইয়া বিনীতভাবে বলিলাম,—"ভাই সকল! তোমরা আমায় ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাদের কাছে এই গলবস্ত্র হইয়া, যোড়হাত করিয়া, বলিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দাও। যে মদ খাইলে নেশা ছুটিয়া যায়, সে মদ খাইতে আমার বন্ধুগণের আদেশ নাই। যে মদ একবার খাইলে তাহার নেশা আর কখনই ছুটে না, যে মদ একবার খাইলে প্রাণ চিরকালই

আনন্দে উৎফুল্ল থাকে, যদি তোমরা আমাকে সেই মদ খাওয়াইতে পার, তবে আমি নিশ্চয়ই তাহা খাইব ”

আমার এই কথা শুনিয়া মাতালেরা সকলে একবাক্যে আপনা আপনি বলিল,—“দেখ ভাই,এ ব্যাটা নিশ্চয়ই পাগল, এর সঙ্গে মিছে মাথা বকিয়ে আমাদের আমোদ আহ্লাদের সময় নষ্ট করে আর লাভ কি, দাও ব্যাটাকে ছেড়ে দাও।” এই কথায় আমার সঙ্গী মাতাল রুক্ষ স্বরে অথচ ধীরভাবে আমাকে কহিলেন,—“ভায়া, যদি মদ না খাও, যদি তোমার পোড়া কপালে এ সুধাভোগ না থাকে, তবে সোজা সড়ক প’ড়ে আছে, চলে যাও বাবা! আব্‌গারী হজম্ করা কি তোমার মত বেল্লিকের কাজ চাঁদ?

আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল;—মদ খাইলাম না বলিয়া মাতালেরা হয় ত আমাকে প্রহার বা আমার প্রতি আরও কোনপ্রকার অত্যাচার করিবে ভাবিয়া, আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে সকলের কিছুই ঘটিল না। আমি অক্ষুণ্ণশরীরেই সেখান হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

তৃতীয় উল্লাস।

সে মদ কোথায় মিলে ?

নব-নীরদ ঘটা সন্দর্শন করিয়া সুনির্ম্মল সলিলধারা প্রাপ্ত না হইলে চাতকের যেমন পিপাসা বৃদ্ধি হয়,—মিলনাকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপক মলয়ানিল সেবন করিলে বিরহ-কাতর ব্যক্তির যেমন প্রিয়বিরহ-যাতনা বৃদ্ধি হয়,—নিজ-তনয়-সদৃশ অন্য একটী সন্তান দর্শন করিলে পুত্রহারা পাগলিনী জননীর যেমন শোকানল বৃদ্ধি হয়,—অথবা আত্মানন্দজনক সাধু দর্শন করিলে আত্মচিন্তা-তৎপর মহাত্মগণের যেমন প্রাণেশ্বর-পরমেশ্বর-লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়,—এই মদ্যপানোল্লাসিত মাতালদিগকে দেখিয়া আমারও সেইরূপ নিত্যানন্দপ্রদ মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মদ যে কোথায় মিলে, তাহার সন্ধান জানিতে না পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় অস্থির-চিত্তে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

কিছু দিনই যেন এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। অনন্তর একদিন আমি যেন কোন একটী নূতন দেশে উপনীত হইয়া পথিশ্রান্তশরীরে ও হতাশচিত্তে পথিকের আশ্রয়দাতা পূজ্যপাদ পাদপ অশ্বথের সুশীতল তলে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় অলক্ষিত স্থান হইতে কে যেন মধুর অথচ গম্ভীর স্বরে দৈববাণীর ন্যায় কহিলেন;—

"সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব-শরীর-ধারী প্রাণিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐকান্তিক অধ্যবসায়-সহকারে

অসীমশক্তি পরমেশ্বরসদৃশ পূজনীয় হইতে পারে, সেই মানবকেই আবার কার্য্যবিশেষ দ্বারা বিষ্ঠা-জাত বীভৎস কৃমিসদৃশ হেয়ও হইতে দেখা যায়। অভীষ্ট বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক তাহা প্রাপ্তির অনুকূল সাধন করিলে যথাকালে সিদ্ধিলাভ না করিবার কোন কারণই নাই।"

সুগভীর-ভাব-ব্যঞ্জক ভাষায় এইপর্য্যন্ত শ্রবণগোচর হইয়াই সেই অশরীরিণী বাণী স্থগিত হইল। বাণী স্থগিত হইল বটে, কিন্তু উহার অন্তর্গত সারগর্ভ উপদেশ আমারই অবস্থোচিত হওয়ায় অন্তঃকরণে অবিরাম প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার নেশা করিবার বাসনাকে আবার বলবতী করিয়া তুলিল; আমি তরু-তল হইতে উঠিলাম, এবং মদ খাইবার জন্য সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আবার ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই অবস্থায় যেন আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর একদা ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবযোগে আমি আবার একটী রমণীয় প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটীকে কেবল 'রমণীয়' না বলিয়া 'পরম রমণীয়' বলাই সুসঙ্গত। সেখানে লোকালয় এবং তাহার প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই বর্ত্তমান, কিন্তু সে সমস্তই যেন শান্তিরসাভিষিক্ত বা শান্তভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল; অর্থাৎ সেই প্রদেশে শোচ-নীয় হাহাকার নাই,—দুর্দ্দম দারিদ্র্যপীড়ন নাই,—অধঃপাত-সাধক প্রবঞ্চনা নাই,—সমস্তই যেন প্রেমময় প্রশান্ত ও সদানন্দ-পূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইল। তদ্দর্শনে সহসা মনোমধ্য হইতে

কে যেন বলিয়া দিল যে, এই প্রদেশই 'সেই মদ'—সেই আনন্দ দায়িনী সুধা প্রাপ্তির অদ্বিতীয় স্থান। সেই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসহেতু আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না; আপন মনেই ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম।

এইরূপে সেই মহাদেশের* অনেকদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া একটী অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর শব্দ শুনিতে পাইলাম। উহাতে মনও প্রকৃষ্টরূপে আকৃষ্ট হইল। আমি সেই আনন্দোদ্দীপক সুমধুর 'অনাহূত ধ্বনির' উদ্ভবস্থান লক্ষ্য করিয়া পথিশ্রান্ত পান্থের ন্যায় উদ্ভ্রান্তভাবে আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইলে সেই শব্দ যেন পুরুষ ও স্ত্রীর মিলিত কণ্ঠস্বর বলিয়া অনুভূত হইঁল; পরে আরও কিয়দ্দূর গিয়া সেই মিলিত স্বরকে নিম্নপ্রকাশিত ভাষায় পরিণত শুনিতে পাইলাম,—

"কে মদ খাইয়া আনন্দিত হইতে চাও—আইস! কে মাতাল হইয়া, সকল ভুলিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতে চাও—আইস! এ মদ অর্থ দিয়া কিনিতে হইবে না—আইস! এ মদ এক-বার খাইলে আর কখনই ইহার নেশা ছুটিবে না—আইস! যদি অন্তঃকরণকে চিরানন্দ-সাগরে

* ভগবৎ-সংযোগ-প্রার্থী শান্ত ব্যক্তিগণ আত্মস্থ হইলেই এই মহাদেশ কোথায়, তাহা বুঝিতেই পারিবেন। মাদৃশ ব্যক্তির উহার তত্ত্ব-ধারণার শক্তি না থাকায় এবং উহা অপ্রকাশিত থাকিলেও, গল্প-পাঠকের বুঝিবার পক্ষে কোন ক্ষতি হইবে না বোধে, উহা অপ্রকাশিতই রহিল।

ভাসাইতে চাও,—যদি মাতা পিতা, ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজন, সকলে মিলিয়া নিঃসঙ্কোচে নেশা করিতে চাও, তবে আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র আসিয়া—মদ খাও! মদ খাও!! মদ খাও!!!”

আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম! সেই স্বরের মনোমোহকরী শক্তির প্রভাবে শরীর রোমাঞ্চিত ও জড়বৎ স্পন্দবিরহিত হইয়া আসিল; এবং মনোমধ্যে কি যে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। ক্ষণকাল পরে অল্পে অল্পে দৈহিক জড়তা অপগত হইলেও সে ভাবের ব্যত্যয় হইল না। আমি তাদৃশভাবপূর্ণ মনেই অনতিদূরবর্ত্তী সেই স্বরকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আরও অগ্রবর্ত্তী হইলাম।

এইবার কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াই সম্মুখে একটী অতীব সূক্ষ্ম ও অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন পথ দেখিতে পাইলাম। ভীষণ জ্ঞানে সহসা সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহস হইল না; কিন্তু মদ খাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত আহ্বানধ্বনি সেই পথ দিয়াই আসিতেছে এইরূপ বোধ হওয়ায়, সেই পথ দিয়া গেলেই মদের দোকান,—যে মদ খাইলে নিত্যানন্দ লাভ করা যায় সেই মদের দোকান,—পাওয়া যাইবে, এইরূপ ধারণা জন্মিল। তাহাতে ‘অভীষ্ট-সাধন কিংবা শরীর-পাতন” এই মহাশব্দ কয়েকটী একাগ্রমনে অবিরাম ভাবিতে ভাবিতে অকাতরে সেই সূক্ষ্মপথে প্রবেশ করিলাম।

সূক্ষ্ম পথে প্রবেশমাত্রই সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরে (সম্মুখভাগে) একটী জ্যোতির্ম্ময় অথচ সুস্নিগ্ধ আলোক দৃষ্টিগোচর

হওয়ায় উঁহাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া আগ্রহসহকারে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ‘মণিপুর’-নামাঙ্কিত একটী আবাস আমার গতিকে স্থগিত করিল। ঐ আরাম-দায়ক আবাস-তোরণের উভয় পার্শ্বে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী মূর্ত্তি প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরাম উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষায় মদ্য-পানার্থি-ব্যক্তি-বর্গকে আহ্বান করিতেছেন।

আহা! সেই আনতবদনা অঙ্গনার আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াই, কোন্ কারণে জানি না,—আমার অন্তঃকরণ কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন সকল চিন্তা ভুলিয়া কেবল তাঁহারই ধ্যান-রত্নাকরে নিমগ্ন হইল; কিন্তু অধিকক্ষণ সেইভাবে থাকিতে পারিলাম না। সহসা তদীয় দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী সেই সুস্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ-মূর্ত্তির প্রতি নয়ন আকৃষ্ট হওয়ায় অন্তঃকরণ আবার এক অভিনব ভাব-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সূক্ষ্ম-পথে প্রবেশ করিবার পর সম্মুখে যে একটী জ্যোতির্ম্ময় অথচ সুস্নিগ্ধ আলোক দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল,—যাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এতদূরে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম,—এখন দেখিলাম, উহা কোনপ্রকার প্রকৃত আলোক নহে; সেই মহাপুরুষেরই অপার্থিব শরীরের প্রভা। প্রশান্ত-প্রাণ পাঠক পাঠিকে! আপনারা বলিতে পারেন, এই আনন্দ-দায়ক-একাগ্রতা-উদ্দীপনকারিণী অঙ্গনা, এবং আভ্যন্তরীণ-অন্ধকার-নাশক দীপ্তিমান্ মহাপুরুষ কে?”

যাহা হউক, ঐ আবাসের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র সেই আনন্দদায়িনী অঙ্গনা আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক

প্রফুল্লবদনে অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তুমি কি মদ খাইবার জন্য এখানে আসিয়াছ?"—আমার সম্মতিসূচক বিনীত অথচ ব্যগ্রতাপূর্ণ উত্তর শ্রবণমাত্র তৎপার্শ্ববর্ত্তী সেই পুরুষপ্রবর হর্ষ-গদ্গদস্বরে অথচ মৃদুগম্ভীরভাবে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমরা প্রার্থনা করি, তোমার এই শুভ কামনা পরিপূর্ণ হউক।" এইমাত্র বলিয়া সেই অঙ্গনার প্রতি ইঙ্গিত করায় তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই আবাস-তোরণ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াই সম্মুখভাগে অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রথায় সুসজ্জিত চিত্তস্ফূর্ত্তিকর সেই নিরন্তর-প্রার্থনীয় মদ্যের দোকান দেখিতে পাইলাম। আহা! সেই দোকানের কিবা শৃঙ্খলা! সেই মদ্যেরই বা কি মনোহারিণী মূর্ত্তি! এবং সেই দোকান-দারেরই বা কি সদানন্দপূর্ণ প্রশান্ত বদনকান্তি! বলিতে প্রাণে এখনও আনন্দ হয়, শরীর এখনও পুলকিত হয়, স্বপ্ন-যোগে সেই 'মণিপুর'-নামক রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া এবং সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া যেন আমার প্রকৃতই স্বর্গের সুখ অনুভূত হইয়াছিল। ফলতঃ সেখানে যাহা দেখিয়াছিলাম, দ্রষ্টা ব্যতীত—অনাহূত ধ্বনির উদ্ভবস্থানদর্শী চক্ষুষ্মান্ দ্রষ্টা ব্যতীত,—লিখিয়া অন্য ব্যক্তিকে বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা বোধ হয় অদ্যাপি আবিষ্কৃতই হয় নাই।

যাহা হউক, আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই পরমানন্দ-দায়ক-মদ্য-বিক্রেতা মহোদয় আমার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক মধুরগম্ভীরবচনে বলিলেন,—"ভাই! তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ; বিশ্রাম কর। এরূপ শ্রান্তাবস্থায় মদ খাইলে

নেশার কোন বিঘ্ন না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রসাস্বাদে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম কর। শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি পূর্ণরূপে অপনোদিত হইলেই আমি তোমাকে মদ খাওয়াইয়া দিব।” এই কথা বলিয়াই তিনি আমার হস্তধারণপূর্ব্বক সেই রমণীয় স্থানেরই একদেশে উপবেশনের আদেশ করিলেন। তাঁহার সেই অতুলনীয় সুকোমল করস্পর্শে আমার শরীর ও মনের মধ্যে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হইল। আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গঠিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট রহিলাম। প্রশান্তচিন্তাশীল পাঠক পাঠিকে! বলিতে পারেন, এই মদ্যপ্রদাতা মহাপুরুষ কে?

চতুর্থ উল্লাস।

মদ মিলিয়াছে।

প্রবল ঝটিকার অবসান হইলে বসুন্ধরা যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে,—প্রাণিগণ বিরাম-বিধায়িনী নিদ্রার আশ্রয় লাভ করিলে যামিনী যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে,—হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমভাব উদিত হইলে ভক্তের প্রাণ যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে,—সেই মদ্যপ্রদাতা মহাপুরুষের শান্তিময় বিপণিতে কিয়ৎক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিয়া আমার পরিশ্রান্ত বিচলিত হৃদয়ও সেইরূপ প্রশান্ততা লাভ করিল।

ইতিপূর্ব্বে মদ অনুসন্ধান করিতে করিতে একজন মাতালের সঙ্গে আমি আর একটী মদের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকার স্মরণ আছে। সেখানকার মাতালদিগকে মদ্যপান-লালসায় লালায়িত হইয়া যেরূপ কোলাহল ও বিবাদ বিসংবাদ করিতে দেখিয়াছিলাম, এখানে সেরূপ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যাঁহারা এ মদ একবার খাইয়াছেন, দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই স্তিমিতভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া কি যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই বদন প্রফুল্ল, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, মস্তক ঈষদবনত, এবং মূর্ত্তি প্রশান্ত; শুনিলাম তাঁহারাই নাকি পূরা-মাতাল হইয়াছেন।

এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গীন সমস্ত শ্রান্তিই অপসৃত হইল। কেবল "কখন্ মদ খাইতে পাইব," এইমাত্র চিন্তাই চিত্তকে পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল।

এইরূপ অবস্থা দর্শনে আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন সেই সময় দোকানদার নিজের উচ্চাসন পরিহারপূর্ব্বক ধীরপাদবিক্ষেপে আমার সমীপে আগমন করিলেন, এবং উভয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমাকে উঠাইয়া প্রীতিভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—"আইস ভাই! এইবার তোমার মদ খাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" এইমাত্র বলিয়া সেইভাবেই আমাকে লইয়া স্বকীয় (মদ্যপ্রদানকালে ব্যবহৃত) উচ্চ আসনোপরিভাগে উঠিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইবার পর আমার দিকে সস্নেহদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সহাস্যবদনে বলিলেন,—"ভাই! এ দেশের এই অমূল্য মদের মহিমা বা শক্তির কথা

ত তুমি ইতিপূর্ব্বেই* শুনিয়াছ; কিন্তু ইহা খাইবার নিয়ম হয় ত তুমি কিছুই জানিতে পার নাই। এ মদ মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কলত্র, আত্মীয় স্বজন, সকলে একসঙ্গে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে সেবন করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু এখানে পরস্পর কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই; সুতরাং প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ পান-পাত্রের † প্রয়োজন;—তোমার নিকট এইরূপ পাত্র আছে ত?"

পাঠক পাঠিকে! আমার সঙ্গে মদ খাইবার উপযুক্ত পাত্র আছে কিনা প্রয়োজনাভাববশতঃ তাহা আপনাদিগকে জানান হয় নাই। এখন জানিয়া লউন, বরাবরই আমার সঙ্গে উক্ত-প্রকার একটী পাত্র আছে। পাত্রটী সঙ্গে আছে এই মাত্র, কিন্তু উহা যে কোন্ কার্য্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা আমি এতকাল জানিতামই না। কোন অভীষ্ট-সাধনার্থ উক্ত আধা-রের আবশ্যক বোধ হইলে উহাকে অন্যান্য পাত্রাপেক্ষা নিতান্ত ক্ষুদ্র অথচ গুরুভার বিবেচিত হওয়ায়, প্রায় কখনই উহা দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হয় নাই; কিন্তু ঐরূপ অব-স্থায় চিরকালই উহা আমার সঙ্গে আছে। অকর্ম্মণ্য দ্রব্য নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে অনেক সময় ত্যাজ্য মনে হইলেও এক-কালে পরিত্যাগ করা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

* ২০শ পৃষ্ঠাঙ্কের ত্রয়োদশ পংক্তি হইতে ২১শ পৃষ্ঠাঙ্কের চতুর্থ পংক্তি পর্য্যন্ত প্রহরিদ্বয়কর্তৃক মদ্যপানার্থীদিগকে আহ্বানসূচক কথায় ঐ বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

† এই পানপাত্রের নাম উপসংহারে (পরিচয়কাণ্ডে) প্রকাশিত হইবে।

যাহা হউক, এখন মদ্য-প্রদাতা মহাশয় আমাকে মদ খাইতে দিবার জন্য উক্ত আধারের উল্লেখ করায়, আমি অযথা-ব্যবহার জন্য মলিন সেই আধারটী খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আজ এই পাত্রটীকে এমন সুন্দর ও এত লঘু বোধ হইল যে, তাহাতে আমার আহ্লাদ বিমিশ্রিত বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। অধিকন্তু উক্ত আধারকে অগ্রাহ্য বোধ হইলেও, পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিবার শক্তিপ্রদাতা দয়াময় ভগবান্‌কে নিমীলিতনয়নে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

আমি উল্লিখিত কারণে যে সময় নিমীলিতনয়নে উপবিষ্ট আছি, সেই সময় ঐ মদ্যপ্রদাতা মহাজন সস্নেহসম্ভাষণে আমাকে কহিলেন,—"ভাই! আর তোমার নিমীলিতনয়নে থাকিবার প্রয়োজন নাই; নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক তোমার এই সুনির্ম্মল* আধারস্থিত সদানন্দদায়িনী বারুণী-মূর্ত্তি অবলোকন কর; তাহা হইলে নিমীলিতনয়নে যাঁহাকে ভাবিতেছিলে, উন্মীলিত চক্ষুতেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।"

মদ্যপ্রদাতা সাধুপুরুষের আদেশক্রমে আমি নয়নোন্মীলন করিলে পর, তিনি আমাকে পুনর্ব্বার প্রীতিভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; এবং সেই অনির্ব্বচনীয়-সুন্দর-মদ্যপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া সহাস্য-বদনে বলিলেন,—

* এই পাত্রটী পূর্ব্বে যথোচিত ব্যবহৃত না হওয়ায় কলঙ্কিত ছিল, নয়নোন্মীলনমাত্র (মদ্যপ্রদাতা সাধুপুরুষের স্পর্শেই) উহাকে স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল পরিলক্ষিত হইল।

"ভাই! যে সকল উপাদান হইতে এই মদ প্রস্তুত হইয়াছে,—যিনি এই মদ প্রস্তুত করিয়াছেন,—এবং যে শক্তিপ্রভাবে তুমিও এই মদ খাইতে আসিয়াছ,—সর্ব্বান্তঃকরণে প্রথমে তাঁহাদিগকে প্রণাম কর; এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা কর, যেন এই মদ খাইলে তোমার আর কখনই নেশা না ছুটিয়া যায়।"

দোকানদার মহাজনের আদেশানুযায়ি কার্য্য সাধনানন্তর আমি বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিলাম,—"মহাশয়! এই মদের কত মূল্য দিতে হইবে?" গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল,—"অনিত্য অর্থের বিনিময়ে এই নিত্য-মদ পাওয়া যায় না; এবং অধিকারসত্ত্বেও সকলে ইহাকে সেবন করিতে পারে না। কারণ, এ মদ যে আধার স্পর্শ করিলে আনন্দ অনুভূত হয়, সে আধার হয় ত সকলের সুনির্ম্মল নহে। যে ব্যক্তি তোমার মত অভিমানপরিশূন্যমনে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়া তোমার মত পানপাত্র সঙ্গে লইয়া অবিনশ্বর আনন্দের প্রার্থী হয়, সে-ই এ মদ খাইতে পায়।" তখন আমি ব্যগ্রতাসহকারে এবং (কি কারণে জানি না) সম্ভ্রান্ত-সম্ভাষণে কহিলাম,—"দেব! তবে আমাকে এখনই মদ দিউন, আমি খাইব; আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।" আমার আগ্রহ দেখিয়া দোকানদার মহোদয় কহিলেন,—"ভাই! আর একবার নয়ননিমীলনপূর্ব্বক দেখ দেখি, এই বারুণী দেবীকে উন্মীলিতনেত্রে যেরূপ দেখিতেছ, নিমীলিতনয়নেও সেইরূপ দেখিতে পাও কি না?"

দোকানদারের অনুমতিক্রমে নয়ন-নিমীলন ও শান্তভাবে উপবেশন করিলে পর, তিনি আমাকে সেই মদ খাওয়াইয়া দিলেন। সেবনমাত্র কি একপ্রকার আনন্দদায়িনী শক্তি প্রভাবে আমার শরীর ও প্রাণ অননুভূতপূর্ব্ব প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হইল। ঐ সঙ্গে আমিও যেন 'অভিনব জীবন' প্রাপ্ত হইলাম। সে অবস্থা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা নাই। আহা! সেই মদের যে কি সুমধুর আস্বাদ,জগতের কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট স্বাদের সঙ্গেই তাহার তুলনা হইতে পারে না। শুনা ছিল, অমৃত নাকি বড়ই মধুর পদার্থ, এবং ত্রিদিব-নিবাসী দেবগণই সেই অমৃত সেবন করিয়া থাকেন; কিন্তু এই মদের অপেক্ষা সেই অমৃত মধুর কি না তাহাও ঠিক বুঝা গেল না।

যাহা হউক, মদ খাইবার পরক্ষণেই আমার নবীভূত-প্রাণ প্রফুল্ল হইল,—চক্ষুঃ চাঞ্চল্যরহিত হইয়া আসিল,—ঔদ্ধত্য, ব্যাকুলতা, রিপুর উত্তেজনা, সকলই যেন কাহারও ভয়ে দূরে পলায়ন করিল,—কেবল প্রাণিগণের চিরসহচারিণী আকাঙ্ক্ষা 'একমাত্র বস্তু' প্রার্থনা করিতে লাগিল; এবং নাসা কর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গণ যেন কি এক শুভক্ষণ উপস্থিত বুঝিয়া সকলই সম্মিলিতভাবে তাহাদের পরমারাধ্যা দেবী আকাঙ্ক্ষার আদেশ প্রতিপালন জন্য পরিচ্ছন্নবেশে (পবিত্রভাবে) প্রস্তুত হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে, ভাবিতে ভাবিতে, অনেক দিনের আশার নেশা জমিয়া আসিল। ভাজ্‌না খোলার তপ্ত বালিতে ধান দিলে তাহার শস্য যেমন খৈ-রূপে ফাটিয়া বাহির হয়, আমিও মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পরমানন্দে আপনার মনে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, ঐ মদের দোকান

হইতে সেইরূপে বাহির হইয়া যথেচ্ছ পথে চলিতে লাগিলাম। নেশার ঝোঁকে যে দিকে চাহিলাম, যাহা ভাবিলাম, সমস্তই পূর্ণানন্দময় বলিয়া প্রতীত হইল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ভাষা ও উপমাযোগ্য বিষয়ের অভাবে সেই পূর্ণানন্দ প্রকাশ-দ্বারা পাঠক-পাঠিকাকে তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

পঞ্চম উল্লাস।

এ কিরূপ পরীক্ষা?

প্রাতঃসময়ে বুভুক্ষিত শিশু জননীর নিকট হইতে খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ করিয়া যেমন আনন্দোৎফুল্ল হয়,—মধ্যাহ্নসময়ে পিপাসিত পথিক আশ্রয়দাতার নিকট হইতে সুশীতল সলিল প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দোৎফুল্ল হয়,—কিংবা নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-সময়ে অনশন-প্রপীড়িত ব্যক্তি বদান্যজনের নিকট হইতে প্রভূত সুভক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দোৎফুল্ল হয়,—মদ্যপ্রদাতা মহাজনের নিকট হইতে সেই নিত্যানন্দপ্রদ মদ্য পান করিয়া আমিও যেন সেইরূপ আনন্দোৎফুল্ল হইলাম।

আমি মাতাল! মাতাল ব্যতীত এখন কে আর আমার সমকক্ষ হইতে পারে? আমি আপনার মনের আনন্দে স্বেচ্ছা-মত নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, সেই মদের দোকান হইতে যখন অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম, ঐ সময় পথিমধ্যে

সহসা আমার একজন সহচরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, স্ফূর্ত্তিমান প্রাণটা যেন কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া আসিল; কিন্তু নেশার জোর থাকায়, সে ভাব দূরীভূত করিয়া খোলাপ্রাণে তাহাকে মদ্যপানসম্বন্ধীয় সকল কথাই বলিয়া ফেলিলাম।

পাঠক পাঠিকে! আমার এই সহচরটী আপনাদের প্রায় সকলেরই সুপরিচিত। ইহার নাম পরে প্রকাশিত হইলেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন; এখন এইমাত্র জানিয়া রাখুন যে, এই ব্যক্তি আমার প্রায় সমবয়স্ক; এবং সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসে। এমন কি, কোন বিশেষ কারণে অজ্ঞাতসারে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও সে বিশেষরূপ অনুসন্ধানপূর্ব্বক অত্যল্পকালমধ্যেই আবার আমাকে ধরিয়া ফেলে, এবং তিরস্কারও করে। অনেক সময় ইচ্ছা হইলেও, কোন্ কারণে জানি না, আমি তাহার প্রতি বিশেষ বিরাগও প্রদর্শন করিতে পারি না।

যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে (৭।৮ম পৃষ্ঠাঙ্কে) তপোবনে বাল্যবন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎলাভ হইতে এই মদ্যপানানন্তর পর্য্যন্ত এতাবৎকাল আমি উল্লিখিত সহচরের সঙ্গবিরহিত ছিলাম; কিন্তু এখন সে আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

সহচরের সহিত সাক্ষাৎ, এবং তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশিত, হইবার পর, সে উপেক্ষা-ব্যঞ্জক-স্বরে আমাকে কহিল,—"কি ভাই! তুমি মনে কর, আমাকে ছাড়িয়া যে কাজ কর, তাহাতেই আনন্দ পাওয়া যায়; কিন্তু আমাকে ছাড়িলেই যে ঠকের হাতে পড়িয়া ঠকিতে হয়, তাহা ত তুমি একবারও ভাব না! ভাল ভাই, এই যে মদ খাইয়া তুমি অটুট্ আনন্দ

পাইয়াছ বলিলে,—সে মদ নাকি আবার পয়সা দিয়াও কিনিতে হয় না,—তবে আমাদের জন্য তাহা আনিলে না কেন? যদি লইয়া আসিতে,—যদি খাইয়া পরীক্ষা করিতে পাইতাম,—তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে বলা যাইত যে, তুমি প্রতারিত হইয়াছ কি না। ভায়া! আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, মানো আর নাই মানো, কিন্তু আমি যে তোমার কেমন সুহৃৎ, তাহা মনে মনেই বুঝিয়া দেখ।"

সহচরের সাক্ষাৎ পাইবার পর হইতেই আমার কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার এইরূপ সুমধুর তিরস্কার-বচন অসঙ্গত বিবেচনা না হওয়ায়, মনোমালিন্যবশতঃ বোধ হইল,—"সর্ব্বনাশ! কি কুকর্ম্মই করিলাম! আমি একাকীই মদ খাইয়া প্রাণের স্ফূর্ত্তি করিয়া আসিলাম, আর আমার সহচর ও স্বজনবর্গের জন্য মদ লইয়া আসিলাম না!"

এই দুশ্চিন্তায় মনের গতি প্রতিহত হওয়ায়, চরণও আর অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিল না। তখন সহচরকে কহিলাম,—"চল ভাই, আমি এখনই সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই এই নিত্যানন্দপ্রদ মদ খাওয়াইব; এবং অন্যান্য সকলের জন্যও মদ লইয়া আসিব; দেখি, তুমি বিশ্বাস কর কি না!"

গর্ব্ব-গম্ভীর-ভাষায় এইরূপ বলিয়া সহচর-সমভিব্যাহারেই সেই মদের দোকানের দিকে ফিরিলাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আর সে দোকান দেখিতে পাইলাম না। তন্ন তন্ন করিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলাম, অনেককে উহার সন্ধানও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোন উপায়েই সফলকাম হইলাম না।

তখন অন্তঃকরণে লজ্জাজনিত দারুণ বেদনা উপস্থিত হইল।

একে আমি মদ্যপানে উন্মত্ত, তাহাতে আবার এইরূপ বেদনায় কাতর হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ব্যথিতভাবে যথাশক্তি উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম,—"হে নগরবাসী করুণহৃদয় মহোদয়গণ! যদি আপনারা কেহ আমার চতুঃপার্শ্বে থাকেন, এবং আমার এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিতে থাকেন, তবে সেই নিত্যানন্দ-দায়ক অমূল্য মদের দোকান কোথায়, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন! আমি আর একবারমাত্র সেখানে যাইব,—আমার এই অবিশ্বাসী সহচরকে সেই মদের নেশায় বিভোর করিবার, এবং আমার অন্যান্য বান্ধব ও স্বজনবর্গের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মদ সংগ্রহ করিবার, জন্য আমি আর একবারমাত্র সেখানে যাইব;—আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া, অথবা আমার এই সঙ্গীর প্রতিই কৃপা করিয়া, বলিয়া দিউন, সে দোকান কোথায়!"

ব্যাকুলভাবে বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্লান্তিবশতঃই হউক, মদের শক্তিতেই হউক, অথবা কোন্ কারণে জানি না, হঠাৎ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ এবং শরীর কম্পিত ও ভূপতিত হইল। বাহ্যদৃশ্যে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু প্রাণের চৈতন্য অন্তর্হিত হইল না। এই অবস্থায় অকস্মাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট তপোবনে বাল্যবন্ধুগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ সুস্নিগ্ধ লোহিত আলোক-জ্যোতিঃ লক্ষিত হইয়াছিল, শূন্যপ্রদেশ সেইরূপ আলোকময় লক্ষিত হইল; এবং সেই আলোকমধ্যবর্ত্তী অনির্দ্দিষ্ট-স্থানাস্থিত কোন পূর্ব্বপরিচিত কণ্ঠ হইতে শিশু-সমুচিত সুমধুর অথচ গম্ভীর রবে এই কয়েকটী কথা শ্রবণগোচর হইল;—

"ভাই! তুমি ব্যাকুলতা ত্যাগ কর। যাহার

মদ খাইবার একান্ত ইচ্ছা হইবে, সে নিজেই মদের দোকানের সন্ধান পাইবে। সেখানে দুই ব্যক্তি প্রহরী থাকিয়া অবিরাম উচ্চৈঃস্বরে মদ্যপানার্থিগণকে আহ্বান করিতেছেন, তুমি ত স্বকর্ণেই তাহা শুনিয়াছ! নিজে মদ খাইবার পূর্ণ বাসনায় পানপাত্রসহ এই মণিপুরে আসিলে সকলেই ঐ আহ্বানধ্বনি শুনিতে পায়। অন্যের জন্য চেষ্টা করিলে তুমি কখনই সে দোকানের সন্ধান পাইবে না; কেবল পণ্ডশ্রম ও ব্যাকুলতাই সার হইবে; আরামেরও বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। বাল্যবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য তুমি মদ খাইয়াছ, এখন নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল তাঁহাদেরই অনুসরণে প্রবৃত্ত হও, শীঘ্রই সাক্ষাৎ পাইবে। তাঁহারাও তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।”

এইপর্য্যন্ত উচ্চারিত হইয়া ঐ বাণী নীরব হইল। “বাল্যবন্ধুগণ আমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন” আকাশবাণীর এই শেষ অংশ শুনিয়া আমি আনন্দবিস্ময়-গদ্গদবচনে বলিলাম,—“আপনি কে প্রভো! আমাকে আপনার এ কিরূপ পরীক্ষা দয়াময়! হে পরমোপদেশক! আপনি কোথায়, আমি যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; একবার আমায় দর্শন দিউন!

আহা! আমার সেই চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধবগণ এখন কোথায় আছেন? আর কি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব না? তাঁহারা এখন যেখানে আছেন, আপনি তাহা নিশ্চয় জানেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া একবার এই অধমকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করুন; আপনার দর্শনজনিত পুণ্যবলে আমি বন্ধুদর্শনের অধিকারী হই। আমাকে ত্যাগ করিবেন না; আমি এখন হইতে আপনারই দাস হইলাম। আর কখনই আপনার——”

আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, বিগলিত-শুদ্ধ-হিরণ্ময়-কান্তি, সুনির্ম্মল-শ্বেতবাস-পরিবৃত, সদানন্দ-ঢল-ঢল-নয়ন, প্রীতি-প্রফুল্ল-নিরুপম-সুন্দর-বদন, অনুমান ষোড়শবর্ষবয়স্ক এক যুবা-পুরুষ শূন্যস্থ সেই আলোকময় প্রদেশ হইতে আবির্ভূত হই-লেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার আবির্ভাবমাত্র আমার সেই মদ্যপ্রার্থী অবিশ্বাসী সহচর যেন ভীতিবিহ্বলভাবে তথা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও তাহার পলায়ন আমার নিরতিশয় হর্ষজনক হইল।

সে যাহা হউক, তদনন্তর সেই শূন্যপ্রদেশস্থ দেবপুরুষ স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ ও করুণা বিমিশ্রিত বচনে কহিলেন,— “ভাই! আমাকে সম্ভ্রমসূচক সম্ভাষণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার প্রভু নহি—চিরসুহৃৎ মাত্র। তুমি মদ খাইয়া যে বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছ, আমি তাহাদেরই একজন। তোমার অবিশ্বাসী সঙ্গীর উত্তেজনায়, তাহার জন্য পুনর্ব্বার মদ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, অমূল্য ও দুর্লভ শুভ সময় নিরর্থক ক্ষয় করিতেছ দেখিয়া

তোমার বন্ধুবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। আমি কে, তাহা তুমি এখন চিনিতেই পারিবে না; তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, আমরা তোমার নিরন্তর-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; এমন কি তোমার মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল ও আনন্দ। তোমার মঙ্গলসাধনার্থ যে কেবল আমিই এখানে আসিয়াছি, এমন নহে; তুমি মদ খাইয়া আমাদের সহিত মিলিত হও, এই অভিপ্রায়ে, ইতিপূর্ব্বে কেহ গুপ্তভাবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে যথার্থ-পথে আনয়ন, কেহ প্রহরিরূপে থাকিয়া তোমাকে আহ্বান, আবার কেহ বা দোকানদাররূপে তোমাকে মদ্য প্রদান করিয়াছেন। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিলে তুমি অনায়াসে আমাদের সকলকেই চিনিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ফলতঃ তুমি আইস, আর নিরর্থক বিলম্ব করিও না।"

এই বলিয়া, আবির্ভূত পুরুষ সেই আলোকিত শূন্যপ্রদেশমধ্যে লীন হইয়া গেলেন; কিন্তু সেই আলোকজ্যোতির অস্তিত্ব তখনও লুপ্ত হইল না। প্রাণান্তে নিশ্চেষ্ট-শরীর-দর্শন যেমন কেবল শোকেরই কারণ হয়, তাঁহার অন্তর্দ্ধানে ঐ আলোকও আমার সেইরূপ শোকের কারণ হইল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ও কাতরকণ্ঠে গাহিলাম,—

গীত।

"একা সখা, যেও না হে
(আমায় ফেলে যেও না হে)
আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব।

(প্রাণের) আনন্দে সকলে মিলে
(আনন্দে মাতাল হয়ে)
সদাই প্রেমের গান গা'ব ॥
ভুলেছ কি ছেলে-খেলা, (সখা হে)
(একবার) মনে কর এই বেলা,
ফেলে গেলে ভাঙ্গবে মেলা,
তেমন খেলা (তোমাদের ছেড়ে
তেমন খেলা) আর কোথায় পা'ব ॥
সকলি ত জান ভাই,
আমার যে আর কেহই নাই,
তাইতে তোমার সঙ্গ চাই,
আর কা'র মুখ-পানে চা'ব
(নিয়ে চল চল আমার বোলে
আর কা'র মুখপানে চা'ব) ॥
(হ'লাম) আমি তোমার চরণের দাস,
পূরাও আমার এই অভিলাষ,
ফেলে গেলে (ওহে সখা) আর অবকাশ
(এ ছার বিষয় হ'তে আর অবকাশ)
বুঝি আমি নাহি পা'ব ॥"

এই কাতরতাপূর্ণ সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে পা। আবার সেই

আলোকমধ্যপ্রদেশ হইতে আকাশবাণী হইল,—"ভাই! আমি গিয়াছি, তুমি এরূপ মনে করিও না; কারণ, আমি না থাকিলে এই আলোকও এখানে দেখিতে পাইতে না। তবে তুমি ইতিপূর্ব্বে আমার যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলে, উহা কেবল তোমার সাকার-মূর্ত্তি দর্শনের ঐকান্তিক-কামনা-পরিপূরণার্থ, এবং তোমাকে তোমার সেই অবিশ্বাসী সহচর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্তই, সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এখন আর তাহার কোন আবশ্যক নাই; যদি প্রস্তুত থাক, যদি বাল্যবন্ধুগণের সহিত মিলন ব্যতীত এখন তোমার আর কোন কামনাই না থাকে, তবে আমার এই আলোকের অনুসরণ কর, তাহা হইলেই অভীষ্ট প্রদেশে গিয়া আমাদের সকলকেই একত্র প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে। এত ব্যাকুলতা কেন ভাই?"

এই অদ্ভুত আকাশবাণী শুনিয়া আমার আকুল প্রাণে আবার আনন্দের আবির্ভাব হওয়ায়, অবসাদ অন্তর্হিত হইল। এইবার আমি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিত্ত হইয়া বান্ধববর্গের সহিত সম্মিলনাশায় সেই আলোকের অনুবর্ত্তী হইলাম।

আলোকরূপী অজ্ঞাতনামা বান্ধবের পথপ্রদর্শন-সহায়তায়, এবং মদ্যপানজন্য আনন্দের পুনরাবির্ভাব-শক্তিতে, অত্যল্প-কালমধ্যেই আমি সেই নিরন্তরপ্রার্থিত প্রিয়সুহৃদ্বর্গের সহিত মিলিত হইলাম। সাক্ষাৎ হইবার পর ক্রমশঃ সকলকেই পূর্ব্বপরিচিত দর্শনে মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; কিন্তু অনেক দিন পৃথক্ থাকায় সহসা সকলের সহিত অসঙ্কুচিতভাবে আলাপ করিতে সাহস হইল না। অনন্তর দেখিলাম, বন্ধুগণ সকলেই আমার ন্যায় মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছেন। মাতালের

সঙ্গে মাতালের যে কেমন প্রণয়, তাহা বোধ হয় মাতাল পাঠক-বর্গের অবিদিত নাই। সুতরাং বান্ধবগণ মাতাল দেখিয়া নেশার ঝোঁকে বা প্রেমানন্দে প্রমত্তভাবে আমাকে এমন আলিঙ্গন করিলেন যে, তদ্দ্বারা আমি লজ্জা-সঙ্কোচাদি ভুলিয়া যেন তাঁহাদের সহিত একীভূত হইয়া গেলাম। এই অবস্থায় আমাকে এত শক্তিসম্পন্ন বোধ হইল যে, অনেকক্ষণ প্রণিধান-পূর্ব্বক ভাবিয়াও, আমি সেই আমি, অথবা অন্য কোন শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাহা স্থিরই করিতে পারিলাম না।

সে যাহা হউক, পাঠকবর্গ অবগত আছেন, মদ খাইবার পর, আমার যেমন 'একটীমাত্র বস্তু' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়াছিল, এখানে আসিয়া দেখিলাম, আমার এই মিলিত বান্ধবগণেরও সেই 'একবস্তু' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আমার ন্যায় তেমনিই বলবতী। আমরা সকলেই যে বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছি, বান্ধবগণের কৃপায় বুঝিলাম, সে বস্তুতে সক-লেরই সমান অধিকার। অতএব (একটী বস্তু বলিয়া) আমাদের মধ্যে ঈর্ষাদিজনিত কোনপ্রকার অশান্তি নাই। কেন না, আমরা ঐকান্তিক একাগ্রতাসহকারে চেষ্টা করিলে সকলেই সেই বস্তুকে আকাঙ্ক্ষানুরূপ প্রাপ্ত হইব; এবং তৎপ্রাপ্তি দ্বারা সকলেরই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ নিবৃত্তি হইবে।

আহা! মদ না খাইয়া একদিন যে আকাঙ্ক্ষাকে দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ হইত, নেশার ঘোরে এবং বন্ধুগণের কৃপায় এখন তাহাকে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। এমন কি, এখন এমন বোধ হইতেছে যে, আমাদের এই পরম-শুভ-প্রসূতি বা পূর্ণ-শক্তি প্রদায়িনী আকাঙ্ক্ষা যতই

শক্তিমতী হয়,—সেই অক্ষয় অদ্বিতীয় বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে যতই অধিক বর্দ্ধিত হয়,—নিখিল বিশ্ববাসীর পক্ষে ততই মঙ্গল—ততই আনন্দপ্রদ।

সে যাহা হউক, যে সময় আমার ও বন্ধুগণের এইরূপ মিলিত বা প্রায় একীভূত অবস্থা, যে সময় আমাদের আকাঙ্ক্ষা, সেই এক কাম্য বস্তুরই প্রতি ধাবিত হইলেও, মধ্যে মধ্যে (প্রসঙ্গ বা চিন্তান্তর উপস্থিতিজন্য বিঘ্নবশতঃ) অবস্থার পার্থক্য বোধ হওয়ায়, যে সুন্দরী আমাকে মদ খাওয়াইবার জন্য দোকানের দ্বারে দাঁড়াইয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্যান্য বান্ধবগণ সকলেই বিনীতভাবে আমাকে কহিলেন,—"ভাই! আর আমরা নিমেষমাত্রের জন্যও তোমা হইতে পৃথগ্ভাবে থাকিব না; এখন হইতে আমরা তোমার সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হইলাম এবং তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু হইলে। যদি কখন তোমার কোন আদেশ প্রাপ্ত হই, তবে তাহা প্রতিপালনই এখন হইতে আমাদের কার্য্য হইল, নতুবা আমরা নিষ্ক্রিয়ই রহিলাম।"

বান্ধবগণের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই আমার এমন একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দময় প্রশান্ত অবস্থা উপস্থিত হইল, যাহাতে আমি কিয়ৎকাল জড়বৎ অচলতা প্রাপ্ত হইলাম, কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। এই অবস্থায় বোধ হইল, যেন সহসা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড রমণীয় সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর সেই জ্যোতির্মধ্যভাগে অনির্ব্বচনীয়-সুন্দর এক পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, এবং অবিলম্বেই উহা তিরোহিত হইয়া এক অতুলনীয় মনোরম স্ত্রীমূর্ত্তি আবি-

র্ভূতা হইল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই বিশ্ববিমোহিনীর রূপদর্শনজনিত ভাবসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি,—প্রাণ যেন সেই মহাভাবসাগর হইতে আর উত্থিত না হয়, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে,—এমন সময় ধীরে ধীরে সেই প্রকৃতিদেহের দক্ষিণাঙ্গ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গে পরিণত হইল।

আহা! সেই অর্দ্ধার্দ্ধ-সম্মিলিত প্রকৃতি-পুরুষের বিশ্বব্যাপ্ত রূপপ্রভা সন্দর্শনে আমার শরীর পুলকিত ও মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতে লাগিল; এবং প্রাণ আনন্দবিহ্বলভাবে সেই যুগল-শ্রীচরণারবিন্দে প্রণত হইল। এই শুভক্ষণে প্রিয়সুহৃৎ রসনাও আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে না পারিয়া করযুগলকে সংযুক্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল; এবং স্বয়ং প্রাণারাম স্বরে গাহিল;—

গীত।

নমামি পরম-দেব পতিতজন-তারণ
ভজামি জগত-ঈশ সৃজন-লয়-কারণ
ত্বং হি আদি-শক্তি-ধর,
ত্বং হি জীব, শিব, সুর, নর,
ত্বং হি প্রকৃতি, পুরুষবর,
ত্বং ভব-ভয়-বারণ ॥
তত্ত্ব তোমার বুঝিতে কে পারে,
বিনা কৃপা তব জ্ঞান বুদ্ধি হারে,

পারে সে সকলি কর কৃপা যা'রে,
(তোমায়) করে সে হৃদয়ে ধারণ ॥
জানি না আমি মহিমা তোমার,
কর যদি কৃপা, পাই হে 'নিস্তার',
দেখো হে 'দয়াল' নামটী তোমার,
(আমা হ'তে) না যেন হয় অকারণ ॥

সঙ্গীত সমাপ্ত হইবামাত্র সেই প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত-মূর্ত্তির বাহুযুগল প্রসারিত, এবং সেই চিরপ্রসন্ন বদন হইতে নিম্নলিখিত করুণাপূর্ণ বাণী বিনির্গত হইল ;—

"বৎস! আর তোমার কোন চিন্তা নাই ; তুমি আমার কোলে আসিয়া নিত্যশান্তি লাভ কর। আমার যে প্রিয়সন্তান তোমার ন্যায় ঐকান্তিক যত্নবলে এই অমূল্য মদ্যপান দ্বারা বিমলানন্দ লাভ করিয়া,—নিজের প্রকৃত বান্ধবগণের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া,—আমার নাম গান করে, আমার ইচ্ছায় জগতে সে স্বয়ং সদানন্দ-লাভের অধিকারী হয় ; এবং আমারই অনুরূপ পূজ্য হইয়া থাকে। যদি সে প্রার্থনা বা কামনা করে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার এই মিলিত বাহুযুগল অনন্তকালের জন্য তাহাকে

আমার অঙ্কশয্যায় নিস্তার, বিরাম বা চিরশান্তি প্রদান করিয়া থাকে। বৎস! তুমি যখন মদ খাইয়া আনন্দোৎফুল্লমনে আমার নাম গান করিতে সমর্থ হইয়াছ, তখন সশরীরে থাকিলেও তোমার পক্ষে কোন ক্ষতি ছিল না; বরং মর্ত্ত্য-ধামের মহোপকারই সংসাধিত হইত; কিন্তু হে প্রিয় পুত্র! তুমি যখন আমার নিকট 'নিস্তার' বা বিদেহত্বপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছ, তখন আইস, তোমার কামনা পূর্ণ করি।"

প্রকৃতি পুরুষ-মিলিত-মূর্ত্তির প্রসন্ন বদন হইতে এই নিত্য-শান্তিলাভসূচক আশ্বাসবচন শ্রবণ করিয়া, এবং তদীয় প্রসারিত বাহুযুগল প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি তাঁহার অঙ্কগত হইবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইতেছি, এমন সময়—কে যেন বারংবার আমার অঙ্গ সঞ্চালনপূর্ব্বক জাগরিত করিয়া দিল। চাহিয়া দেখি, নিকটে কেহই নাই; আমি বাসস্থানের সেই নিত্যভোগ্য শয়নেই শয়ান রহিয়াছি;—শান্তির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্ন সমাপ্ত।

পরিণাম

স্বপ্নভঙ্গে আবার সেই মালিন্য-মণ্ডিত সংসার-দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রাণে নিরতিশয় ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ঐ শান্তিসূচক স্বপ্নের অবশিষ্টাংশ দর্শনের আশায় নিমীলিত-নয়নে, স্থিরভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলাম; কিন্তু আন্তরিক অশান্তিবশতঃ আর তন্দ্রাবেশও হইল না। নয়ন উন্মীলন ও শয়ন পরিত্যাগমাত্র পরিজনবর্গের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল; কিন্তু কাহারও সহিত কোনপ্রকার বাক্যালাপ করিবার তখন প্রয়োজন বোধ হইল না। মুখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া কেহ কেহ আমাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া আমি নীরবই রহিলাম; কিন্তু অনায়ত্ত নয়নযুগল অবিরল অশ্রুধারা-প্রপাত দ্বারা, সেই নীরবতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আমার আন্তরিক বিষণ্ণতা সর্ব্বসমক্ষে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিল। তথাপি ভাষা দ্বারা তাঁহাদের নিকট মনোগত ভাব প্রকাশের ইচ্ছা না হওয়ায়, আমি তথা হইতে ত্বরিতপদে অনতিদূরবর্ত্তি-ভাগীরথীতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

প্রাতঃকাল। এ সময় কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গাতীরের শোভা (মুক্তিবিধায়িনী বারাণসীতুল্যা না হইলেও) ভাবুকজনের মনোহারিণী। আমি বিবিধ-চিন্তাকুলিত-চিত্তে বাগ্‌বাজার অন্নপূর্ণার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পুত্র কন্যা সকলের প্রতিই যে মা অন্নপূর্ণার সমান স্নেহ, তাহা মর্ত্ত্যবাসীকে সুস্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্যই যেন, তাঁহার ঘাটে স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রই স্নান করিতেছেন। ঐরূপ সকরুণ আচরণে করুণাময়ী জাহ্নবীরও কোন কালে ও কোন স্থানেই আপত্তির কোন কথা শুনা যায় নাই—তাহাতে আবার মা অন্নপূর্ণার অভেদ করুণার অধিকার পাইয়া, গঙ্গার এই ঘাটে, গণিকা কুলবালা, লম্পট তস্কর, নাস্তিক ভক্তিমান্, সকলেই ঘেঁসাঘেঁসি মিশামিশি করিয়া সহর্ষচিত্তে স্নান করিতেছেন। তাঁহাদের স্নানের প্রথা বা স্থূলক্রিয়া দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা কোথায় স্নান করিতেছেন, কেন স্নান করিতেছেন, তদ্বিষয়ের নিগূঢ় চিন্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও অন্তরে নাই। তাঁহারা যে চিন্তা লইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন,—যে চিন্তাপ্রভাবে মৃত্তিকা ম্রক্ষণ, অবগাহন, স্তোত্রপঠন, ইষ্টমন্ত্রোচ্চারণ অথবা সন্ধ্যাবন্দনাদি কালে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—তাহা সরলপ্রাণ সাধুজনের, অথবা মহাজনপ্রকাশিত শাস্ত্রবচনের, অনুমোদিত কি না, না জানিলেও, এরূপ গঙ্গাস্নানকে আমার পাপ-জনক বলিয়া বোধ হইল।

সদাচারপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এ রহস্য বুঝিতেই পারিবেন না; কিন্তু আমার কলুষিত চিত্ত এজাতীয় চিন্তার পোষক বলিয়া আমি উহা বুঝিলাম; এবং নিত্যগঙ্গাস্নায়ী যে সকল ব্যক্তি এইরূপ দূষিত চিন্তাসম্বন্ধে আমার সহযোগী আছেন, তাঁহারাও অনায়াসে ইহার সত্যাসত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, অন্য কোন দিন হইলে গঙ্গাতীরের এরূপ দৃশ্য দর্শন আমার পক্ষে হয় ত অসুখজনক হইত না; কিন্তু

বিগত যামিনীর স্বপ্নদর্শনফলে আজ উহা আমার পক্ষে অতীব অশান্তিদায়ক ও পাপজনক দৃশ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। আমি ঐ কোলাহলপূর্ণ অশান্তিজনক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরের কোন নিভৃতপ্রদেশোদ্দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময় সহসা—"মা, পতিতপাবনি ভাগীরথি!"—এই কাতর-প্রাণশান্তিকর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ এবং অদূরে এক প্রশান্ত মানবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার গমনের শক্তি প্রতিহত হইল। ভক্তি-ভাব-সমুচ্ছ্বসিত-স্বরে উচ্চারিত কলুষনাশিনী সুরধুনীর পবিত্র নাম শ্রবণ-ফলেই হউক, কিংবা সেই গঙ্গাস্নানার্থ সমাগত 'শান্ত'-মূর্ত্তি দর্শন-ফলেই হউক, অথবা কি নিমিত্ত জানি না, আমি ক্ষণকাল স্পন্দবিরহিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

ঐরূপ অবস্থা অপগত হইলে পর, পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন ব্যক্তিকে আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা প্রত্যে-কেই বলিলেন,—"ও একটা পাগল; ঐ রকম ক'রে গঙ্গার ধারে, পথে, ঘাটে, বেড়ায়। কখনও আপনার মনে কত কি বকে, হাসে, কাঁদে, গান গায়,—মাথার ঠিক নাই। বড় মিষ্ট গান করতে পারে; কিন্তু কেহ গাইতে বল্লে গায় না। আপ-নার মনের খেয়ালে গান আরম্ভ করে, খানিক গাহিতে গাহিতে গলা ছাড়িয়া হয় ত এমনই হাসি কি কান্না আরম্ভ করে যে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেও বিরক্তি বোধ হয়। শুনেছি ছোঁড়াটা নাকি পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে,—দেখ না হাড়ী মেথরের হাল হয়েছে। ভালরকম লেখাপড়াও নাকি শিখেছিল; কিন্তু ভগবানের কি বিড়ম্বনা! মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়ে সব ঘী ভস্মেই পড়েছে।"

গঙ্গাতীরস্থ ব্যক্তিবর্গের ঐরূপ উত্তর শুনিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না; বরং কৌতূহল অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। অথচ সহসা সেই লক্ষ্য ব্যক্তিকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না হওয়ায়, প্রচ্ছন্নভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

পাঠকপাঠিকাগণমধ্যে যদি কাহারও এই 'পাগলের' মূর্ত্তি ও ইহাঁর কার্য্য সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে ইহাঁকে দর্শন হইতে এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখা গিয়াছে, তাহাই জানান যাইতেছে।

এই ব্যক্তির বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর। বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম; পরিচ্ছদ একখানি ছিন্ন মলিন কার্পাস বসন; উহারই অর্দ্ধাংশ পরিহিত এবং অপরার্দ্ধাংশ উত্তরীয়রূপে যজ্ঞোপবীত-যুক্ত স্কন্ধদেশে বিশৃঙ্খলভাবে লম্বিত। পাদযুগল পাদুকাবিহীন, কিন্তু সুন্দর। ঈষদবনত মস্তক এবং হাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল, দীর্ঘ, রুক্ষ ও অসংস্কৃত, অথচ সুশ্রী কেশ-শ্মশ্রু-সমন্বিত। শ্রুতি-যুগলস্পর্শী লোচনদ্বয়ের দৃষ্টি প্রশান্ত ও ভূতল-সংলগ্ন। করিহস্ত-সদৃশ-সুদৃশ্য-কর-যুগল স্কন্ধস্থিত উত্তরীয়-বাস-সহ অঞ্জলিবদ্ধ। ধীর-বিনিক্ষিপ্ত চরণযুগল ভাগীরথী-তীরের নির্জ্জন-প্রদেশে-দেশে গমনশীল; এবং রসনা—"মা, পতিতপাবনি ভাগীরথি!"—এইমাত্র বাক্যে নিনাদিত।

প্রথমতঃ এই অদ্ভুত 'পাগলের' মুখে ভক্তিপরিপূরিত স্বরে মা ভাগীরথীর নামোচ্চারণ শুনিয়াই আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহার প্রশান্ত-মূর্ত্তি, এবং বিষয়-বিরাগ বিমিশ্রিত-ভক্তি-ভাব দর্শনে আমার পাপ-সন্তাপ সন্তু-

চিত প্রাণ তাঁহার পুণ্যানন্দ-বিকশিত প্রাণের নিকট প্রণতি স্বীকার করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া যুক্তকরে ও অবনতমস্তকে স্থূলপ্রণতি (কায়িক প্রণাম) প্রদর্শন না করিলেও, (ভগবৎপ্রদত্ত অন্তর্যামিত্বশক্তি-প্রভাবেই যেন) তিনি আমাকে মনে মনে প্রণত বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ আমার দিকে (নিজ পশ্চাদ্দিকে) প্রসন্ন-দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অবনতশীর্ষ হইয়া প্রণতিপ্রদর্শন করিলেন। কিন্তু কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়াই আবার পূর্ব্ববৎ আপনার অভীষ্ট পথে চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে গঙ্গাতীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পর পাগল, বাগ্‌বাজারের অন্নপূর্ণার ঘাট এবং চিৎপুর কাটাখালের (সার্ক্-লার কেনালের) পোলের মধ্যবর্ত্তী একটী নির্জ্জন প্রদেশে * উপস্থিত হইয়া জলের তিন চারি হস্ত দূরবর্ত্তী স্থানে জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, সাধারণপ্রথানুসারে তিনিও প্রথমে গঙ্গাজলস্পর্শনানন্তর স্নানাহ্নিক করিয়া যখন প্রস্থানের উপক্রম করিবেন, সেই সময় আমিও তাঁহার অনুগামী হইব। কিন্তু তাঁহাকে অনেকক্ষণ একস্থানে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলের উত্তেজনায় সভয়-ধীর-পাদ-বিক্ষেপে তদীয় পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার লোচনযুগল জাহ্নবীর প্রতি স্থিরসম্বদ্ধ থাকিয়া অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করি-

* এই স্থানের মধ্যে সাধারণের স্নানাদির জন্য বাঁধান ঘাট না থাকায় কলিকাতার গঙ্গাতীর হইলেও এই স্থানে জনতা অল্পই হইয়া থাকে।

তেছে। বাহ্যজ্ঞান না থাকায়, আমি যে তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছি, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার নিকটে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ তিনি আমাকে দেখিতেছেন না, এই ঘটনায় আমার বড়ই আহ্লাদ জন্মিল। আহ্লাদভরে আমিও তাঁহার অনতিদূরস্থিত পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া কেবল তাঁহার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলাম।

আমার উপবেশনের অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, সেই অদ্ভুত পাগলের লোচনদ্বয় ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসিল, এবং শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অবস্থার পরই তিনি অশ্রুবিগলিতলোচনে ও বাষ্পগদ্গদবচনে বলিলেন,—"মা পতিতজননিস্তারিণি ভাগীরথি! আমি যে পতিত, তা' ত তুমি জানই! গঙ্গে! তোমার নির্ম্মল সুশীতল অঙ্গ স্পর্শ কর্‌লে পাপীর প্রজ্বলিত প্রাণ শীতল হয় শুনেছি, কিন্তু তোমার এই পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তেও যে আমার আতঙ্ক হয়,—অধিকার নাই মনে হয়,—তা'ও ত তুমি জান! আমি নিত্যই আসি, আসিবার সময় মনে করি, 'আজ আর কোন দিকে না তাকিয়ে,—কোন বিষয় না ভেবে,—গিয়ে একেবারেই মার শান্তিময় অঙ্গ স্পর্শ কর্‌ব, এবং মা যদি বাস্তবিক আমার মত মহাপাতকী অধমের নিস্তারিণী হন, তবে তাঁ'র স্পর্শে নিশ্চয়ই আমার তাপের লাঘব হ'বে; তখন স্নান বা অবগাহনের আর প্রয়োজন হ'বে কি না, সে সব তা'র পরের ভাবনা।' কিন্তু মা! তোমার কাছে এলেই কত কি মনে হ'য়ে আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ জড়সড় হয়ে আসে। তোমার এই যে ধীর গম্ভীর ভাব, চওড়া চওড়া আঁকা

বাঁকা ঢেউগুলি দেখে কত লোকে খুসী হ'য়ে কত কথাই ব'লে স্তব করেন, আমার কিন্তু মা, তোমাকে দেখ্‌লেই ভয়ে যেন প্রাণপর্য্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে; পূর্ব্বের সে সাধ আর মিটে না।

তাই বলি মা অভয়ে! আর কত দিনে তুমি আমাকে অভয় দান কর্‌বে? আর কত দিনে এ দীন তোমার পাদপদ্ম-স্পর্শনেরও অধিকারী হ'বে?—একবার বল মা, বারি-রূপিণি! আর কত দিনে তুমি আমার পাপের ময়লা ধুয়ে আমায় কোলে তুলে নেবে? আমি,—মহাপাতকী আমি,—'গঙ্গায় স্নান কচ্চি' ব'লে, লোকের যা' ইচ্ছা হয় বলুক, কিন্তু তুমি বল মা, আমি কবে তোমার কোলে শুয়ে, মনের উল্লাসে হেসে হেসে হাত পা নেড়ে খেলা ক'রে, সকল জ্বালা জুড়াব?"

এইরূপ বলিতে বলিতে পাগলের বাষ্প-গদ্গদ-কণ্ঠের স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল; তিনি অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল বিশ্লেষণপূর্ব্বক জাহ্নবীতটের সেই সৈকতাসনোপরি রাখিয়া তন্মধ্যভাগে (ভূমি-তলে) মস্তক সংলগ্ন করিয়া প্রণত হইলেন।

অনেকপ্রকারের নমস্কার দেখিয়াছি,—সাষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি অনেক প্রকারেরই নমস্কার দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ প্রণতি,—এমন প্রশান্ত-ভাব-প্রণোদিত আন্তরিক প্রণতি,—আর কোন কালেই নয়নগোচর হয় নাই। বলিতে কি, তাঁহার সেই দীর্ঘকালব্যাপি-প্রণামকালীন আন্তরিক ভাব ভাবিতে ভাবিতে আমি এরূপ তন্মনস্ক হইয়াছিলাম যে, ঐ সময়টুকু, আমার নিরন্তর অস্থির মনও আর বাহিরের বিষয় ভাবিবার জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই।

কিয়ৎকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর, সহসা

অনতিদূরবর্ত্তী কি একটা কোলাহল আমার চিত্তের ক্ষণিক একাগ্রতা ভঙ্গ করায় দেখিলাম, জোয়ারে গঙ্গার জল বাড়িয়া প্রণত ভক্তের কেশপাশ আর্দ্র করিয়াছে। আমি তাঁহা হইতে অল্পদূরে ছিলাম বলিয়া,অথবা ভীষ্মজননী সুরধুনী কেবল তাঁহার ভক্তিমান্ তনয়কেই কোলে লইতে আসিতেছেন বলিয়া,তাঁহার পবিত্র সলিল আমার কলুষিত শরীরকে স্পর্শ করে নাই। কল্পনার কৃপায় এইরূপ ভাব এখন মনে উদয় হইতেছে; কিন্তু তখন সলিলে নিজ বসন সিক্ত হইবার আশঙ্কায়, এবং আরও কিঞ্চিৎ জল বাড়িলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভক্তের নাসাকর্ণবিবরে জল-প্রবেশদ্বারা তদীয় অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনায়, ত্রস্তভাবে তাঁহাকে বলিলাম,—"ঠাকুর! করেন কি, উঠুন, ব্রহ্মহত্যা হয় যে, গঙ্গায় জোয়ার এসেছে, আপনার মাথার চুল ভিজে গিয়েছে, আর কিছুক্ষণ এভাবে থাক্‌লে যে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণান্ত হ'বে; উঠুন উঠুন, শীঘ্র উঠুন!"

আমার পুনঃ পুনঃ এইরূপ চীৎকারে ও অঙ্গসঞ্চালনহেতু উত্তেজনায় ব্রাহ্মণের সেই নিশ্চেষ্টতা (সমাহিত ভাব) অপ-নোদিত এবং অল্পে অল্পে বাহ্যজ্ঞান আবির্ভূত হওয়ায়, তিনি সেই কর্দ্দম-সলিলাভিষিক্ত মস্তকে, অথচ অবিকৃতভাবে, ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। এখন তাঁহার সেই মূর্ত্তি এবং সেই দিব্য প্রফুল্লভাব ভাবিলে বোধ হয়, যেন শঙ্কর-মৌলি-নিবা-সিনী করুণাময়ী জাহ্নবী ভক্ত তনয়কে পূর্ণমনোরথ করিবার নিমিত্ত,অথবা তদীয় মস্তককে উপযুক্ত আসন বিবেচনায় তথায় অবস্থিতির সঙ্কল্পে, জোয়ারের ছল করিয়া, তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতেছিলেন; এ মহাপাতকীই যেন তাহার অন্তরায় হইল।

যাহা হউক, উপবেশনানন্তর ব্রাহ্মণ নিজ শীর্ষদেশ-বিগলিত জাহ্নবী-সলিল-সহ ভক্তি-সমুচ্ছ্বসিত নয়ন-সলিলকে মিশাইয়া, প্রশান্তভাবে ও কাতরকণ্ঠে আবার বলিলেন,—"এ আবার তোর কিরূপ ছলনা মা! যদি কোলে নিবি বোলে এলি, তবে নিলি নে কেন মা! এই তুই আমাকে তোর প্রসন্নময়ী মকর-বাহিনী মূর্ত্তি দেখিয়ে,—সম্মুখের হাত দু'খানি বাড়িয়ে,—'আয় বাছা, আমার কোলে আয়! অনেক দিন তোকে কোলে নিই নি, আমার কোলে আয়! আর ভয় নাই, আমি এসেছি, আমার কোলে আয়!'—বোলে, ঢেউয়ের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে, হাস্‌তে হাসতে, আমার কাছে এলি, আমিও তোর পা দু' খানি ধোরে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে, তোর কোলে যা'ব বোলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় জোয়ারের ভয় দেখিয়ে, এ আবার কি রঙ্গ কর্‌লি মা! কোলে নিবি বোলে এলি ত না নিয়ে, এখানে ফেলে, আবার কোথায় গেলি, মা নিস্তারিণি! আমি যে পথ চিনি না, চল্‌তে পারি না, ডাক্‌তে পারি না, কেন আমায় ফেলে গেলি মা পাষাণি!"—বলিতে, বলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, ভাবাবেশে ব্রাহ্মণ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণকে আবার সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া আমার বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এতক্ষণ স্বচ্ছন্দে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিবার সুযোগ ও সাহস হয় নাই। এইবার শুশ্রূষার উপলক্ষ করিয়া, মনে মনে আপনাকে ধন্য মানিয়া, তাঁহার সেই পবিত্র শরীর আলিঙ্গনপূর্ব্বক জলের নিকট হইতে উঠাইলাম; এবং কিঞ্চিদুপরিভাগে (গঙ্গার গর্ভেই) বসাইয়া যত্নপূর্ব্বক ধরিয়া রহিলাম। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষীকরণজন্যই

হউক, অথবা সাধুর সেই ভক্তিভাবপুলকিত পবিত্র শরীর স্পর্শনজন্যই হউক, এই সময় আমারও প্রাণের কেমন এক-প্রকার অবস্থান্তর সঙ্ঘটিত হইল; সর্ব্বশরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ নিস্তব্ধ ও অবসন্নপ্রায় উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু স্থানান্তরিত হইবার পরক্ষণেই উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বলভাবে ইতস্ততঃ লক্ষ্যবিহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উচ্চৈঃস্বরে খল খল হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"গেলি!—ফেলে গেলি!—সত্যি ফেলে গেলি!— তা যা বেটি! আমি যখন তোকে একবার ছুঁতে পেয়েছি,—যখন তুই আমায় কোলে নিতে এসেছিলি দেখ্‌তে পেয়েছি,—তখন আমার আর ভাবনা নাই। এখন আমি যাই মা,—চাকরী কর্ত্তে যাই,—অবকাশ পেলেই আস্‌বো। এসে, তোকে ডেকে, কেমন থাকি বোলে, আবার যা'ব; তার পর যখন ছুটী হ'বে, তখন এসে, তোর কোলে শুয়ে, একবারে ঘুমিয়ে পড়বো;—এখন চল্লুম।"

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ বলপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহার চরণযুগল দৃঢ়রূপে ধারণ করিলাম; কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃক্‌পাতই নাই। চরণে তৃণস্পর্শ হইলেও তৎপ্রতি আমাদের যেরূপ দৃষ্টি পড়ে, সেরূপ দৃক্‌পাতও নাই! আপনার ভাবে বিহ্বল হইয়া, আপনারই মনে বলিতে লাগিলেন,—"ভোলানাথ! দীনবন্ধো! এইবার আমায় মাতাল কোরে সকল ভুলিয়ে দাও ঠাকুর! আর যেন আমি এই কার্‌খানার (সংসারের) কা'রো জন্য ব্যস্ত হ'তে না পারি,—কোন কাজেও আস্‌তে না পারি,—আমায় এমনি নেশা করিয়ে দাও দয়া-

ময়!”—এইরূপ আরও কত কি বলিতে বলিতে গঙ্গাতীরের উপরিস্থ প্রদেশে উঠিলেন। শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত আমি তাঁহার চরণ ছাড়িলাম, কিন্তু সঙ্গ ছাড়িতে পারিলাম না।

পাঠক পাঠিকে! বিগত যামিনীর মদ্যপান-বিষয়ক স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার পর, আমি বিষণ্ণমনে গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলাম, তাহা হয় ত আপনাদের স্মরণ আছে। এখানে আসিয়া এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মানব-মূর্ত্তির দর্শনলাভাবধি এতক্ষণ আমার সেই বিষাদজনক চিন্তা প্রশমিত হওয়ায়, মন ইহাঁর শক্তিতেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এখন ইহাঁর মুখে, মাতাল হইয়া সকল ভুলিয়া অকর্ম্মণ্য (ক্রিয়া বিরহিত) হইবার জন্য দীনবন্ধু ভোলানাথের নিকট প্রার্থনা শুনিয়া, আমার সেই পূর্ব্ব চিন্তা আবার প্রবল হইয়া উঠিল; এবং ঐ সময় ইহাঁর নিকট মদ্যপান সম্বন্ধীয় কোন রহস্য জানিতে পারিব, এরূপ বোধ হওয়ায় স্বার্থপ্রিয় চিত্ত ইহাঁর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, তীরে উঠিয়াই, বাগ্‌বাজারের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইলেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া অবিলম্বেই, গমনশীল সাধুর সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীতবচনে বলিলাম,—“দেব! আমি আপনার শরণাপন্ন সেবক, দয়া করিয়া আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। প্রার্থনা অন্য কিছুই নহে, কেবল আপনার সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য কৌতূহল-প্রপীড়িত মনে কয়েকটা প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। যদি কোন বিশেষ সঙ্কল্পে আবদ্ধ না থাকেন, তবে দয়া করিয়া আদেশ করিলে এ দাস নিজ অভিপ্রায় প্রকাশে সাহসী হয়।

অন্তর্যামিত্ব-শক্তি-প্রভাবে আমার তৎকালীন প্রাণের

অকপটভাবপ্রসূত ভাষা বুঝিতে পারিয়াই হউক, অথবা শান্তি-পিপাসু প্রাণীর প্রার্থনা-পূরণ অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানেই হউক, সাধু গমনে বিরত হইলেন; এবং স্মিতবদনে ও সস্নেহনয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বাঙ্নিষ্পত্তি না করিলেও সাধুর নয়নের সরলতা ও বদনের প্রসন্নতা ব্যঞ্জক ভাব দর্শনে তাঁহাকে আমার প্রশ্ন শ্রবণে সম্মত বুঝিয়া পূর্ব্ববৎ বিনীতবচনে বলিলাম,—"মহাত্মন্! দর্শনমাত্রেই আমার আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। বলুন, আপনি কি নশ্বর বুঝিতে পারিয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন? না আপনার এখানে অবস্থিতির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে? ইহা জানিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি এখানে (কলিকাতায়) আপনার অবস্থিতির নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান থাকে, তবে এ দাস আপনার অবকাশকালে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারে; এবং আপনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, মাতাল করিয়া সংসারের সকল ভুলাইয়া দিবার জন্য 'দীনবন্ধু ভোলানাথকে' উদ্দেশে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট ব্যাকুলভাবে যে কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তদ্বিষয়েও কিছু জানিবার প্রার্থনা করে।"

সাধু এতক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আমার সমস্ত কথাই শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে আমার বাক্য সমাপ্ত হইলে আমাকে উত্তরপ্রাপ্তিজন্য সমুৎসুক দেখিয়া (নিভৃত-স্থানোদ্দেশেই বোধ হয়) রাজপথ হইতে গঙ্গার দিকে কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইলেন; এবং অশ্রুতপূর্ব্ব মধুরবচনে কহিলেন,—"ভাই! মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার বিশেষ

কোন প্রয়োজন হইবে না। তথাপি তোমার ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রাণের আগ্রহ দেখিয়া আমি তোমাকে মনে মনে প্রণাম করিয়াছি; কিন্তু ভাই! অহংভাবসম্পন্ন জীবের প্রতি জগদীশ্বর-প্রযোজ্য বিনতি প্রদর্শন এবং তদুপযুক্ত সম্ভাষণাদি দ্বারা কালক্রমে জগদীশ্বরের প্রতিও সংশয়, অনাস্থা,* এবং তজ্জন্য আত্মার অশান্তি জন্মে এই ভাবিয়া, আমি তোমার সহিত দুই একটী কথা কহিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা দ্বারা হয় ত তোমার প্রশ্নের উত্তরও হইয়া যাইতে পারে।

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তুমি মনের আবেগে বা বিনতি-প্রকাশের সঙ্কল্পে এই ব্যক্তিকে যে 'দেব', 'মহাপুরুষ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ও এই ব্যক্তির উভয়েরই অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, মর্ত্ত্যবাসী হইলেও, যিনি অনুরাগ বিরাগ, স্তব তিরস্কার, এবং সুখ দুঃখকে সমান ভাবিয়া সদানন্দে কালের সহিত লীলা করিতে সমর্থ, তিনিই 'দেব'-পদ-বাচ্য। কোন মন্দিরের দেববিগ্রহ ভাবিয়া দেখিলে এই বিষয় আরও অল্পায়াসে বুঝা যায়। মনে কর, খড়দহের মন্দিরে সেই যে ত্রিভঙ্গ-সুঠাম, করুণা-প্রসন্ন-বদন,

* মর্ত্ত্যবাসী অসাধারণ (গৈরিক) পরিচ্ছদাদি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে স্থূলচক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিয়াই যদি তাঁহাকে 'সাধু', 'মহাপুরুষ', 'ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি' ইত্যাদি বাক্যে সম্ভাষণ করা যায়, এবং ব্যবহার দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে ঐ ভাবের ক্রিয়া দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস, এমন কি পরমেশ্বরে পর্য্যন্ত (কেবল স্থূল চক্ষুর অগোচর বলিয়া) সংশয়, অনাস্থা এবং তজ্জন্য আত্মার অশান্তি হইবার সম্ভাবনা। এইনিমিত্ত যে কোন ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের গোচর হউক না কেন, মনের শক্তি অনুসারে সংযতভাবে, অগ্রে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক পরে তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করাই মনস্বিগণের উপদেশ, সুতরাং কর্ত্তব্য।

সদানন্দ পূর্ণ-নয়ন মুরলীধর শ্যামসুন্দরজী আছেন, দেবভাবে অবিশ্বাসী কোন মোহিত ব্যক্তি তাঁহাকে শক্তিহীন সামান্য প্রস্তরখণ্ড ভাবিয়া উপেক্ষা করিলে, অথবা কোন কারণে কুপিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ, এমন কি তদীয় অঙ্গে আঘাতপর্য্যন্ত করিলেও, যেমন তাঁহার নয়নের সেই প্রফুল্লতা ও বদনের সেই সদয় ভাব বিকৃত হয় না; এবং কোন দেবানুরাগী ব্যক্তি অর্চ্চনার জন্য বিবিধ উপচারসহ গলবস্ত্রভাবে মন্দিরে আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেও যেমন কোনপ্রকারে তাঁহার তুষ্টিপ্রদর্শনের নূতন ভাব প্রকাশিত হয় না, নিন্দা স্তুতি উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান লক্ষিত হয়; সেইরূপ যে ব্যক্তি জীবিত শরীরেই উল্লিখিত প্রকার জীবন্মৃত বা জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'দেব'-পদবাচ্য।

মাদৃশ হীন ব্যক্তির প্রতি উক্তপ্রকার শব্দের অযথা প্রয়োগ করিলে আমাদের কেবল মনের অহং-ভাব বর্দ্ধন, সুতরাং আত্মারও আত্মানুসন্ধানের বিঘ্নরূপ অকল্যাণ সাধন করা হয়; আর তুমি যাহাকে 'দেব'-শব্দে সম্ভাষণ করিলে, কিয়ৎক্ষণের আলাপদ্বারা তাহাতে তোমার মনঃকল্পিত দেবভাবের বিকাশ বা ক্রিয়া দেখিতে না পাইলে, তোমার সেই উৎসাহোৎফুল্ল প্রাণেও যে মালিন্য বা সঙ্কোচভাব উপস্থিত হয়, তাহা তোমারও সামান্য অকল্যাণজনক নহে।

আর দেখ ভাই! প্রশান্তচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, জীবকে শিব-প্রযোজ্য 'মহাপুরুষ' সম্ভাষণ ত দূরের কথা, 'পুরুষ' বলিয়াও আহ্বান করা যাইতে পারে না। অপত্যের উৎপাদনকর্ত্তা,

বনিতার ভরণপোষণকর্ত্তা ইত্যাদি অনিত্য অহঙ্কারের অংশ পরিহার করিলে, জীবের 'পুরুষ' বলিয়াই অভিমানের আর কিছুই থাকে না। পরম-পুরুষ-পদারবিন্দ-ধ্যান-নিরত মহাজন-গণ-প্রকাশিত-শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট শুনা যায়—

"যৎ যৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স 'পুরুষো'লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥"

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অব্যক্ত কারণ অর্থাৎ যাঁহার কারণ বা উদ্ভবের হেতু আর কেহই নাই, যিনি নিত্য বা অবিনাশী, যিনি সৎ ও অসৎ উভয়স্বরূপ, তিনিই একমাত্র 'পুরুষ'; এবং সেই পুরুষই পরব্রহ্ম বলিয়া বিখ্যাত।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি ভাই! তুমি যে মনুষ্যত্ব-বিহীন ব্যক্তিকে একবারেই 'মহাপুরুষ' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে, তাহার প্রতি ঐরূপ সম্ভাষণ সঙ্গত হইয়াছে কি না? শাস্ত্রেরই আর এক স্থানে মহাজনগণ উচ্ছ্বসিত-ভক্তিভরে 'মহা-পুরুষ' বলিয়া যাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে তুল্যভাবে তাদৃশ সম্ভাষণ করা সদসৎ-জ্ঞানাধিকারী শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবের কতদূর হীনতা বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি!

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে 'মহাপুরুষ' তে চরণারবিন্দম্॥"

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বিশ্ববাসীর নিরন্তর ধ্যানা-

স্পদ, যাঁহার নামমাত্র স্মরণে নিখিল পরিভব (পরাজয়) বিদূরিত হয়, যিনি সমগ্র অভীষ্টের পরিপূরণ-কর্ত্তা, যিনি বেদসমূহের আধারভূত, যাঁহার শ্রীচরণ শঙ্কর ব্রহ্মাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক চিরকাল সমভাবে অর্চ্চিত, যিনি জীবসমাজের একমাত্র শরণ্য, যিনি নিজ শরণাপন্ন সেবকের সকল ক্লেশ নিবারণে সমর্থ এবং প্রণতজনের প্রতিপালনকর্ত্তা, যাঁহার শ্রীচরণ ভব-পারাবারের একমাত্র তরণী, তিনিই 'মহাপুরুষ'। সেই মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মই, তোমার, আমার,—কেবল তোমার, আমার কেন,—সকলেরই,—একমাত্র বন্দনীয়।

এই ত গেল তোমার সম্ভাষণ-সম্বন্ধীয় কথা। তা'র পর, তোমার প্রশ্নের মধ্যে তুমি এক স্থলে এই ব্যক্তির পরিচয় শ্রবণ জন্য ইহার 'শরণাপন্ন সেবক' বলিয়া 'দয়া' প্রার্থনা করিয়াছিলে, বোধ হয় স্মরণ আছে। সত্যের অবমাননার ভয়ে, এবং সংযতবাক্ হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা না কহিলে পরিণামে অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনায়, বলিতেছি, ঐ কথাগুলিও তোমার শিষ্টপ্রয়োগ হয় নাই। দেখ ভাই! মর্ত্ত্যধামে সমাবস্থ বা অভিন্নপ্রাণ বন্ধু বড়ই দুর্লভ। আমি দৈহিক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তুমি ঔষধ ও দৈহিক শ্রমাদি দ্বারা শুশ্রূষা করিতে পার, অন্নবস্ত্রাদির জন্য ক্লিষ্ট দেখিলে, অর্থ-সঙ্গতির অভাবে (যথার্থ দয়ার উদ্দীপনা হয় ত) ভিক্ষা করিয়াও সে ক্লেশ দূর করিতে পার। এ সকল তোমার অন্তঃকরণের তৎকালীন সদ্বৃত্তি-প্রণোদিত কার্য্য বলিয়া আমার অন্তঃকরণও (যদি তোমার মনের মত সাময়িক সদ্বৃত্তিপ্রণোদিত হয়, তবে) তোমার সেই সদ্বৃত্তির নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্যানু-

সারে তোমার প্রত্যুপকার করিতে ত বাধ্যই! কিন্তু আমার প্রাণ বা আত্মা তজ্জন্য তোমাকে তাহার অবিচ্ছিন্ন সহচর, বন্ধু বা আত্মীয় রূপে গ্রহণ করিবে কি না, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ। কারণ প্রাণ স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্ভু; দেহ তাহার অধীন, অথবা লৌকিক ভাষায় 'জড়' বলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। অতএব যিনি প্রাণ-সমর্পণ দ্বারা কেবল প্রিয়জনেরই সর্ব্বাঙ্গীন প্রীতিপ্রার্থী, তিনিই প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয়; অধীন বা জড় দেহের ত্রুটিতে প্রাণপ্রিয়ের প্রীতিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।

উল্লিখিতপ্রকারের কোন প্রেমিক ব্যক্তি দূরদেশে অবস্থিতি-কালে তাঁহার অভিমত প্রণয়পাত্রের নিকট হইতে তদীয় স্থূল-দেহের বিরহ-বেদনা-ব্যঞ্জক পত্র পাইয়া সেই পত্রের কেমন চমৎ-কার উত্তর দিয়াছিলেন, শুনিবে? অন্যমনস্ক হইতেছ না ত?"

আমি আগ্রহসহকারে বলিলাম,—"না মহাশয়, আমি মন দিয়া আপনার সকল কথাই শুনিতেছি; আপনি বলুন, এমন ভাল কথা না শুনিয়া অন্যমনস্ক হইব!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"শুন, একটী ক্ষুদ্র কবিতা;—

প্রাণের মন্দিরে মা'র প্রেমের প্রতিমা,
নিরাকার-উপাসনা-মাহাত্ম্য কি তা'র?
ধন্য ধন্য ধন্য প্রেম! তোমার মহিমা,
স্থূলে অধঃপাত, সূক্ষ্মে শুধু অশ্রুধার!
জানে নি পাষাণ প্রাণ 'প্রণয়' কেমন,
পারে নি 'সংশয়'-পণে কিনিতে তাহায়,

হাসি', কাছে আসি', যদি পেত প্রেম-ধন,
তবে কি প্রণয়ী এত কাঁদিত ধরায় ?
— জেন হে প্রণয়ী ! প্রেম অমূল্য রতন,
পূর্ণ-প্রাণ-সমর্পণে হয় উপার্জ্জন।

আহা ! এই দশ পংক্তি কবিতার মধ্যে প্রীতি, বন্ধুতা বা প্রেমের যে কি গভীর রহস্য নিহিত রহিয়াছে, আমরা প্রীতিশূন্য, তাহার রহস্য কি বুঝিব ভাই ! যদি তুমি এই কবিতার চতুর্থ পংক্তি—"স্থূলে অধঃপাত, সূক্ষ্মে শুধু অশ্রুধার"—এই বাক্যটীর অর্থ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া থাক, তবে বল ত, যে ব্যক্তি স্থূলরূপে (বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কোনপ্রকার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি বা উপকার-প্রাপ্তির আশায়, অথবা ঐরূপ কোন স্বার্থ না থাকিলেও, কোন শুভাশুভ বৃত্তির সাময়িক উদ্দীপনায়) কাহাকেও 'বন্ধু' বা 'প্রণয়ী' বলিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে গিয়াছেন, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অণুমাত্র ত্রুটির সম্ভাবনা বুঝিলেই, তাঁহার সহিত বিরহ ঘটিয়াছে কি না ? এবং ঐ সময় প্রীতিপ্রার্থী ব্যক্তির প্রাণ (কালক্রমে পুনর্ব্বার স্ফূর্ত্তিমান্ হইতে পারিলেও) বিষাদ, ভীতি ও লজ্জাদি দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়াছে কি না ? কিন্তু যদি সূক্ষ্ম বা সদানন্দময় প্রাণকেই প্রিয়তম জ্ঞানে তাহারই সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি-সাধন বা সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন সঙ্কল্পে কোন সজীব* ব্যক্তি প্রীতিযোগে তাহার সংযোগপ্রার্থী হইয়া থাকেন, তবে তিনিই জানেন যে, এই নিরন্তর বিরহ(বিয়োগ)পূর্ণ মর্ত্ত্য-নিবাসে কেবল অশ্রুধারাই তাঁহার প্রেমের পুরস্কার কি না ?

* এ 'জীবন' কি, তাহা 'জীবন-পরীক্ষা' গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

এই অশ্রুধারাকে পার্থিব-বিষাদ-প্রসূত ব্যাপার মনে করিয়া তুমি ভয় পাইও না। এইরূপ সূক্ষ্ম প্রাণের প্রেমপ্রার্থী প্রাণী তদীয় প্রিয়তম প্রাণকে প্রাণ দ্বারাই পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া,—পার্থিব সকল অভাবই সম্যক্‌প্রকারে ভুলিয়া,—যে কি ভাবে বিহ্বল হন,—কি আনন্দে মাতাল হন,—অথবা কি অভাবে বিষণ্ণ হন,—স্থূলদর্শী আমরা দেহমাত্র দেখিয়া তাহার রহস্য কি বলিব ভাই! আর অহঙ্কারের প্রভাবে, যদি বা কখন কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছি এরূপ বোধ করি, তবে তাহা কোন উপায়েই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বুঝাইবার শক্তি হয় না। কেবল দেখিতে পাওয়া যায়, সদানন্দময় সুকুমার শিশুর ন্যায় সেই প্রেমিকের কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও সকরুণ রোদন, কখনও পূর্ণ-নিবিষ্ট-ভাবে কোন মহা-চিন্তা-সাগরে নিমজ্জন, এবং অক্ষিযুগলের অবিরাম সহচর—অশ্রুধারা!

তা'ই কবি তাঁহার কবিতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তিতে বলিয়াছেন,—"পাষাণ (নীরস বা কুটিল) প্রাণ সে প্রেমের তত্ত্ব-ধারণায় অশক্ত, সংশয়রূপ মূল্য দ্বারা সে প্রেমামৃত-লাভ, এবং তাহার স্বাদ-গ্রহণ, কোন কালে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই; এবং অবশেষে এক কথায় বলিয়াছেন,—

"যেন হে প্রণয়ী! প্রেম অমূল্য রতন
পূর্ণ-প্রাণ-সমর্পণে হয় উপার্জ্জন।"

আহা ভাই হে! কবে আমরা কুটিলতা পরিহার করিয়া, পূর্ণ-সরল-প্রাণ হইয়া, সেই প্রেমময়ের নিত্যপ্রেমামৃতের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইব! কবে আমাদের সর্ব্বনাশকর 'সংশয়'

তাঁহাকে প্রাপ্তির বিরোধী হইতে বিরত হইবে! কবে সেই অলৌকিক প্রেমাশ্রুধারা আমাদেব চক্ষুর মোহাবরণকে ভাসাইয়া দিয়া আমাদের প্রাণকে সেই সদানন্দনিলয় পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে! কবে আমরা তাঁহাতেই 'পূর্ণ প্রাণ সমর্পণ' করিব!"

এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এ সময় যদি তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্টতা প্রাপ্ত (সমাহিত) হন, তবে ক্ষুৎপিপাসার উত্তেজনায় চিত্ত চঞ্চল হইলে অধিকক্ষণ তাঁহার সেই সারগর্ভ উপদেশসমূহ শুনিতে পাইব না ভাবিয়া, আমি কিঞ্চিৎ কৃত্রিম-কুপিতভাবে বলিলাম,—"মহাশয়! এখন আপনার ব্যাকুল হইবার সময় নহে। আপনি আমার অনেক প্রকৃত ত্রুটি প্রদর্শন করিলেও, দুই একটী অযথা দোষারোপও করিয়াছেন; আমি পরে তাহার প্রতিবাদ করিব। এখন আপনি আমার পূর্ব্বকথিত 'শরণাপন্ন সেবক'-সম্বন্ধীয় কথাপ্রসঙ্গে যে 'প্রকৃত বন্ধুর' বিষয়ে কি কথা বলিতেছিলেন তাহা, এবং তৎপরে আর যাহা বক্তব্য থাকে তাহাও শীঘ্র বলিয়া শেষ করুন; বিলম্বে আমার সঙ্কল্পিত প্রতিবাদ ভুলিয়া যাইতে পারি।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উপস্থিত ব্যাকুলতা কথঞ্চিৎ সংযমনপূর্ব্বক স্মিতবদনে বলিলেন,—"ভাই! 'বন্ধুর' কথা আর বলিব কি বল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মর্ত্ত্যধামে 'প্রকৃত বন্ধু' সুলভ নহে। যদি বিপদে পড়িতে হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়,—যদি সম্পদ্ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়,—যদি নিষ্ঠুররূপে উৎপীড়িত হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়,—যদি সঙ্কল্পিত

মনোহভীষ্ট (সিদ্ধির পূর্ব্বে) প্রকাশিত হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয় ;—তবে প্রাণের পরিচয়গ্রহণের পূর্ব্বে কাহাকেও কথনই একেবারে 'প্রিয়তম' ভাবিয়া আত্মসমর্পণ করিতে যাইও না।

"যদি এরূপ নিষেধ করিবার কারণ জানিবার তোমার কৌতূহল হয়, তবে অগ্রে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,— 'প্রিয়বন্ধু'বলিয়া তুমি যাঁহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, সেই ব্যক্তি তদুপযুক্ত পাত্র কি না, তাহার কিছু পরীক্ষা করিয়াছ কি ?—যে বন্ধুর প্রীতিরসাভিষিক্ত সুমধুর বচনবিন্যাস শ্রবণে তুমি আত্মহারা-প্রায় হইয়াছ, তাঁহার অকপটতার কিছু বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছ কি ?—'বড় ভালবাসি' বলিয়া যিনি বিশ্বাস জন্মাইয়া এখন তোমার দেহের প্রায় নিরন্তর-সহচররূপে বর্ত্ত-মান, একদিন যে তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবেন না, তোমার প্রাণের নিকট তিনি এমন কোন পাকা প্রমাণ দিয়া-ছেন কি ?—তোমার এই অপূর্ণ, অবিকশিত, ছোট খাট মনটীতে যাঁহাকে 'সরলতার অবতার' সাব্যস্ত করিয়া রাখি-য়াছ, তাঁহার হৃদয়ে যে গরল নাই, তাহা কোন উপায়ে, কোন দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলে কি ?—যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের—'না'—এই উত্তর কর, এবং প্রকৃতপক্ষে সজীব থাকিতে চাও, তবে (স্থূলরূপে প্রণয়ভাব রক্ষা দ্বারা সক-লেরই তুষ্টিবিধান, এবং তদনুযায়িনী বৃত্তির অনুমোদিত কার্য্য-সমূহকে অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে প্রতিপালন করিলেও) সাবধান ! বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া এই মোহান্ধকারপূর্ণ মরজগতে 'প্রকৃত বন্ধু'-ভ্রমে একেবারে কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিও না।

"যদি কোন ব্যক্তিকে সম্পদ্, বিপদ্ সর্ব্বকালে ও সমভাবে

তোমার সঙ্গী দেখিতে পাও,—যদি কোন ব্যক্তিকে অধঃপাত-জনক চাটুবচনে তোমার শ্রবণ-তুষ্টি-সাধনে বীতচেষ্ট দেখিতে পাও,—যদি কোন ব্যক্তিকে নির্জ্জনে (কেবল তোমার সমক্ষেই) তোমার দোষ-প্রদর্শনে ও তাহার শোধনোপায়-বিধানে সচেষ্ট এবং জনসমাজে (তোমার পরোক্ষে) তোমার গুণসমূহ কীর্ত্তন করিয়া সন্তুষ্ট বুঝিতে পার,—যদি কোন ব্যক্তিকে তোমার প্রেম-লাভ এবং পবিত্র ভাবে তোমার তুষ্টিসাধন-চেষ্টা ব্যতীত অন্যবিধ স্বার্থ ও কর্ত্তব্য জ্ঞান পরিশূন্য বুঝিতে পার,—তবে জানিও তিনিই তোমার 'প্রকৃত বন্ধু'। যদি সমর্থ হও, তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ কর,—শান্তি পাইবে।

"সংসারে সমাবস্থ অভিন্নপ্রাণ বন্ধুলাভই যখন এত দুর্ঘট হইল, তখন ভাবিয়া দেখ দেখি ভাই! অহঙ্কার-স্ফীত আমরা,—প্রকৃত-প্রীতি, বিনীতি ও দীনতাদির ভাবপরিশূন্য আমরা,—আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন অধিকতর-স্থায়িশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি না বুঝিলে, প্রকৃতভাবে (মৌখিক ভাষায় নহে) কি কাহারও 'শরণাপন্ন সেবক' হইতে পারি? এবং সেই অধিকতর-শক্তিসম্পন্ন প্রভু, সেব্য বা গুরু-পদবাচ্য ব্যক্তি, প্রকৃত অনিত্য-কামনা-পরিশূন্য নিত্যধনগতপ্রাণ মহাজন না হইয়া, তুমি যাহাকে তৎপদাভি-ষিক্ত করিয়াছ, সেই মূঢ় কি তাহার যোগ্য হইতে পারে?

"ফলতঃ যিনি পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে পূর্ণ বিশ্বাসী, যিনি বিশ্বনিয়ন্তার অপরিসীম করুণা নিজ আত্মায় নিরন্তর প্রত্যক্ষের ন্যায় উপলব্ধি করিতে পারিয়া মর্ত্ত্যধামে করুণার অবতাররূপে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দৃষ্টিগোচর হন, তিনিই মর্ত্ত্যবাসী মাদৃশ আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির যথার্থ ভক্তিভাজন, সেব্য

বা গুরু* ; এবং তাঁহার নিকটই 'শরণাপন্ন সেবক' বা শিষ্যভাবে 'দয়া' প্রার্থনাই আমাদের পক্ষে সুসঙ্গত। কারণ, তাঁহার দয়া (দীক্ষা) ব্যতীত আর কোন উপায়েই আমরা দয়াময়ের দয়া-ধারণার উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করিতে পারি না।"

যাহা হউক, তোমার কথার মধ্যে এক স্থলে এই ব্যক্তি গৃহী কি সন্ন্যাসী, তাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে, তাহার উত্তরে বলিতেছি,—আমি গৃহী। গ্রহণ করিবার কামনা (অনিত্য-বিষয়-স্পৃহা) যখন আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—প্রকৃত ত্যাগ, বিরক্তি বা বৈরাগ্য যখন আমাতে নাই,—তখন আমি গৃহী ভিন্ন আর কি হইতে পারি ভাই? তুমি যে কি দেখিয়া আমাকে সন্ন্যাসী অনুমান করিলে, তাহার ত কিছুই বুঝা গেল না। শাস্ত্র-বাক্যে শুনিয়াছি ;—

"সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥"

যাঁহার সদ্যঃপ্রস্তুত ষড়্‌রস-সমন্বিত, উপাদেয় অশন এবং পর্য্যুষিত, দুর্গন্ধযুক্ত, অপকৃষ্ট ভোজ্যে সর্ব্বদা সমজ্ঞান,—যাঁহার দুর্লভ, প্রিয়দর্শন, বহুমূল্য সুবর্ণপিণ্ড এবং সুলভ, কদা-

* শাস্ত্রজ্ঞ জনের নিকট শুনা যায় যে, এই সেব্য সেবক বা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ সুদৃঢ় বা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে গুরু-শিষ্যের কিছুকাল একত্র (গুরুর আবাসে) অবস্থিতি দ্বারা, গুরু নিজ গুরুত্ব-রক্ষণের, এবং শিষ্যের হৃদয় গুরূপদেশ-ধারণার, যোগ্য কি না, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি উভয়ের মধ্যে কাহারও অযোগ্যতা অনুভূত হয়, তবে তাঁহার সেই দুর্ব্বলতা বা অপকৃষ্টতা দূরীকরণোপযোগী সাধনও আবশ্যক। স্থানাভাবে ও অপ্রাসঙ্গিক বোধে এ স্থলে উহার সবিস্তর বর্ণনায় ক্ষান্ত হওয়া গেল।

কার মূল্যহীন (অল্পমূল্য) মৃত্তিকাপিণ্ডে সর্ব্বদা সমজ্ঞান,—তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসি-পদ-বাচ্য।

ফলতঃ যে ব্যক্তি করুণানিধান পরমেশ্বরকেই একমাত্র নিত্য ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বিশ্বাসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত অনিত্য বিষয়কে সম্যগ্‌রূপে তাঁহাতেই ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত 'সন্ন্যাসী' শব্দের উপযুক্ত পাত্র। মাদৃশ ইন্দ্রিয়ভোগলোলুপ ভগবদবিশ্বাসী ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত উল্লিখিত-প্রকার 'সন্ন্যাসীর' তুলনাকল্পনাও অকল্যাণজনক।"

ব্রাহ্মণের এইপ্রকার আত্মহীনতাপ্রকাশক বাক্যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়ায়, তাঁহারই উপদেশানুযায়ী (কোন্ শব্দ-প্রয়োগে আবার কি ত্রুটি হইবে ভাবিয়া) সতর্কভাবে বলিলাম,—"মহাশয়! অনধিকারী বা অপাত্র বুঝিয়া আমার নিকট আপনি আত্ম-গোপন করিতেছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আপনি যে ব্যাপার দেখাইয়াছেন, 'ভগবদবিশ্বাসী' 'ভ্রান্ত' ব্যক্তিতে এরূপ ভক্তি, এরূপ একাগ্রতা, এবং এরূপ প্রেমপূর্ণ ভাব কৈ আর ত কথনও দেখি নাই! আর আপনি যদি আমাদের মত ইন্দ্রিয়-ভোগ-লোলুপই'হইবেন, তবে আপনার দেহে তদনুযায়ী কোন লক্ষণ দেখিতেছি না কেন? ভোগ-লালসার প্রধান লক্ষণ বিলাসিতার চিহ্নও ত এই দীপ্তিময় দেহে দৃষ্ট হইতেছে না! আপনি বলিলেন,—"ত্যাগ বা বৈরাগ্য আমাতে নাই"; কিন্তু বিষয়-বিরাগ যেন পূর্ণ-প্রভাবে আপনার শরীর ও মনে আধিপত্য স্থাপন করায়,আপনাকে সকল অনিত্য বিষয়েই উদাসীন এবং বিলাসসূচক আসক্তি হইতেই মুক্ত বলিয়া তবে আমার প্রত্যয় জন্মিল কেন?

"মহাশয়! আপনি গোপন করিতেছেন কেন? আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, অন্য ব্যক্তির নিকট আপনার পরিচয়প্রার্থী হইয়া জানিয়াছি, আপনি দরিদ্রের সন্তান নহেন। এরূপ অবস্থায় যদি আপনার অন্তঃকরণে বিলাস, সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন-স্পৃহা, ভোগাসক্তি অথবা ধনগর্ব্ব থাকিত, তবে আপনার এমন সুন্দর কেশপাশ সংস্কারাভাবে জটাজূটে পরিণত হইতে পাইত না,—এমন সুন্দর যৌবন-প্রফুল্ল শরীর অঙ্গরাগ-পরিবর্ত্তে ধূলিধূসরিত হইতে পাইত না,—বিত্ত-সঙ্গতি সত্ত্বে এমন ছিন্ন মলিন বসন পরিধান করিয়াও বদনে এরূপ প্রসন্নতা থাকিতে পাইত না;—এবং সত্য কথা বলিতে কি, আপনার এই ভাব প্রকৃত সরলতা ও উদাসীনতা ব্যঞ্জক না হইলে আমার মত কুটিল সন্দিগ্ধচেতা পাষণ্ডের প্রাণকেও আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। এ অবস্থায় আপনি আপনাকে 'গৃহী', 'ভোগী' ইত্যাদি যাহাই বলুন না কেন, আমি যখন আপনাকে পার্থিব সকল বিষয়েই উদাসীনের মত দেখিতেছি, তখন আপনি 'প্রকৃত সন্ন্যাসী' হউন আর না-ই হউন, আমি কিন্তু আপনাকে 'উদাসীন' বলিয়াই প্রণাম এবং আপনার প্রসাদ (প্রসন্নতা) প্রার্থনা করিব। যাঁহার হৃদয় এরূপ সরলতার আধার,—যাঁহার হৃদয় এরূপ বৈরাগ্যের আশ্রয়,—যাঁহার হৃদয় এরূপ অসাধারণ ভক্তির ভাণ্ডার,—এবং যাঁহার হৃদয় এরূপ পাষণ্ডেরও কুটিল হৃদয়কে বিগলিত করিবার মহাদ্রাবক স্বরূপ; তিনি 'ভোগলোলুপ', 'ভ্রান্ত', 'হীন' ইত্যাদি যাহাই হউন না কেন, তাঁহার স্থূল শরীরও আমার নিরন্তর পূজনীয়।" এই বলিয়া আমি সেই সদানন্দ, সাধু, ব্রাহ্মণের পাদযুগল ধারণপূর্ব্বক প্রণত হইলাম।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ (আমার সহিত কথোপকথনকালে) গঙ্গা-গর্ভের অনতিদূরে (সাধারণ গমনপথের নিম্নদেশে) দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি যখন অবনতমস্তকে তাঁহার চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক প্রণত ছিলাম, ঐ অবস্থায় তাঁহার শরীর মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত হইতেছে বুঝিয়া তদ্দর্শনের নিমিত্ত অনতিবিলম্বেই তদীয় পদ-রজঃ-গ্রহণপূর্ব্বক যেমন উপবিষ্ট হইয়াছি, অমনি (মহাভাবা-বেশ-বশতই বোধ হয়) তিনি প্রবল-বায়ু বিতাড়িত পাদপের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। আমিও ত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলাম; এবং নিবিষ্টচিত্তে ও নির্নিমেষ-নয়নে তদীয় আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

এই সময় সহসা ঐ স্থানে তিন জন লোক ত্বরিতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং কম্পিতস্বরে কহিলেন,—"এই যে গুণধর এখানে! আমরা এতক্ষণ চারিদিকে ঘুরে কেবল পণ্ডশ্রম করলাম। আঃ! সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা, কাপড়খানা ভিজা, এই রকমে কোন্ দিন কোথায় প'ড়ে কি সর্ব্বনাশ করবে দেখ্ছি।—উঠাও চোবেজী! দেখ্‌তা কেয়া খাড়া হোকে? ধীরে উঠানা।—গোপাল! তুই যা, শীগ্‌গির একখানা গাড়ী নিয়ে আয়; আমরা ততক্ষণ ধীরে ধীরে ইহাকে রাস্তার উপর উঠাই।"

এই তিনটী লোক কে, এবং ইহাঁদের আকার প্রকার ভাব ভঙ্গীই বা কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য পাঠক-পাঠিকা-বর্গের কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা। আমারও ইহাঁদের পরি-চয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সুযোগ হয় নাই। তথাপি

ইহাঁদের যথাদৃষ্ট আকৃতি কথঞ্চিৎ বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রথম বা বক্তা বিপ্রের বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম; দেহটী বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, ক্ষুদ্র-কেশ-বিশিষ্ট শীর্ষদেশে অগ্রবদ্ধ শিখা বিলম্বিত, মুখমণ্ডল গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিরহিত, কণ্ঠদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা শোভিত বক্ষঃ, বাহু ও ললাটদেশে গোপীচন্দন দ্বারা হরির নাম ও চরণযুগল মুদ্রিত, বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ বৎসর। মূর্ত্তিদর্শনে গোস্বামিবংশের সন্তান বলিয়াই বোধ হইল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—গোপাল, প্রথম ব্যক্তির পরিবারভুক্ত স্বজন বলিয়াই প্রতীতি জন্মিল। ইনি যুবা পুরুষ; বর্ণ শ্যাম, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অদৃশ্যপ্রায় সূক্ষ্ম শিখা থাকিলেও সম্মুখভাগে সীমন্ত রেখা বর্ত্তমান, শরীর বলিষ্ঠ, গঠন বড় প্রশংসার যোগ্য নহে। বদনে গুম্ফ শ্মশ্রু যত্নরক্ষিত হইলেও, তদ্দর্শনে, বিশেষতঃ নয়নভঙ্গিতে, সরলতার অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না; কণ্ঠদেশ গুরু-পরিজনবর্গের একান্নবর্ত্তিতার অনুরোধে ত্রিকণ্ঠী তুলসীমাল্য বেষ্টিত থাকিলেও, উহা অপাত্রস্থ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। গোপালের বয়ঃক্রম অনুমান ২৪ বৎসর।

তৃতীয় সুদৃঢ়কায় ব্যক্তি চৌবেজী। বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫ বৎসর। ভালে রক্তচন্দনের তিলক ও গণ্ডে চৌপাট্টা। এই ব্যক্তিকে গোঁসাইজীর দ্বারবান্ বলিয়াই বোধ হইল।

সে যাহা হউক, গোসাঁইজীর আদেশপ্রাপ্তিমাত্র গোপাল কহিল,—গাড়ী আন্‌ব, উনি গাড়ীতে উঠ্‌বেন ত? উত্তর হইল,—সে খবরে তোর দরকার কি, তুই যা না। গোপাল নিরুত্তর হইয়া গাড়ী আনিতে গেলে পর, তিনি এবং তাঁহার চৌবেজী উভয়ে ভাব-বিহ্বল সন্ন্যাসীর উভয় বাহু ধারণপূর্ব্বক

ধীরে ধীরে সাধারণপথে লইয়া আসিলেন। আমিও সকলের অনুগামী থাকিয়া সাধুর পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে আরও কতিপয় পথিক আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী একদিকে, একভাবে, এক-দৃষ্টিতে, স্থাণুবৎ স্পন্দবিরহিতের ন্যায় দণ্ডায়মান।

প্রথম দর্শন হইতে এতাবৎকাল মধ্যে গোসাঁইজী কয়েক বার আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন মাত্র, কোন কথাবার্ত্তা কহেন নাই। কিন্তু আমাকে সঙ্গত্যাগ করিতে না দেখিয়া গম্ভীরভাবে আমার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন,—"তুমি কেহে বাপু? এঁর সঙ্গে তোমার কিসের পরিচয়? চ্যালা ট্যালা হয়েছ না কি? পাঁচ জনে মিলে আমারই হাতে দড়ী দিয়ে সর্ব্বনাশটা করবার মতলব্ করেছ বটে? যাও, এখন আর দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখ্‌বার সময় নয়; আপনার কোন কাজ কর্ম্ম থাকে ত দেখ গে—যাও।"

গোসাঁইজীর বাক্যবিন্যাস সমাপ্ত হইতে না হইতেই চৌবেজী রক্তিমলোচনে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহার মাতৃভাষায় বলিলেন, "হিঁয়া খাড়া হোকে সব্ বাওরাহা দেখ্‌তা, না কেয়া? চ্যলা যাও হিঁয়াসে, গোলমাল মৎ ক্যরো।"

চৌবেজীর ভ্রূকুটিসংযুক্ত স-রস বচনরাজী শ্রবণে দর্শক ব্যক্তি-বর্গের মধ্য হইতে দুই চারি জন, মানহানির ভয়েই যেন, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু আমি দাঁড়াইয়াই রহিলাম।

আমাকে অটল ও নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, এবং গোস্বামী-প্রভুর দৃষ্টি পুনর্ব্বার আমার প্রতি নিপতিত হইতে দেখিয়া, চৌবেজী রোষ-কষায়িতলোচনে আমার সমীপ-

বর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"বাৎ মান্‌তেহো নহি বুড়্‌বক্‌, দিল্লেগি পায়া—না? যাও চ্যলা জল্‌দি হিঁয়াসে, নহি ত আপ্‌মান হো যাওগে।" ইহা বলিয়াই চৌবেজী কম্পিতকলেবরে আমার হস্তধারণপূর্ব্বক বলপ্রয়োগ দ্বারা গমনের পথপ্রদর্শন করিলেন।

করুণহৃদয় সাধু আমার আকুল লোচনযুগলকে তৎপ্রতি নিবিষ্ট দেখিয়া, এবং অন্তঃকরণকে তাঁহার সেবানুরক্ত বুঝিয়া, কিন্তু শরীরকে তাঁহার সঙ্গত্যাগে বাধ্য জানিয়া, স্মিতবদনে ধীর ভাষায় বলিলেন,—"যাও ভাই, কোন চিন্তা নাই, প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই আবার পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে।"

আমার প্রাণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল,—পুনঃসাক্ষাৎ ঘটিবে কি না, জানিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল; আশা পাইয়া শান্ত হইল;—সাধুর প্রসন্ন বদন হইতে অকস্মাৎ আমার এই মনোগত প্রশ্নের সদুত্তর নিঃসৃত হওয়ায়—পুনর্দর্শনপ্রাপ্তির আশা পাইয়া প্রাণ শান্ত হইল। কিন্তু কখন, কোথায়, এবং কি উপায়ে যে তাঁহার দর্শন পাইব, একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও গোসাঁইজীর গঞ্জনার ভয়ে এবং চৌবেজীর চটুল-মাতৃভাষা-প্রকাশিত চমৎকার বচনসুধাপানে তৃপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মনে মনে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া চরণ আর চলিল না। সুতরাং অবশিষ্ট ব্যাপার দর্শনের আশায়, উহাঁদের অলক্ষিত একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম।

অল্পক্ষণমধ্যেই গোপাল একখানি শকট সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। গোসাঁইজী প্রভৃতির অনুরোধসত্ত্বেও সাধু শকটারোহণে প্রথমতঃ যেন অসম্মতিরই ভাব প্রকাশ করিলেন

বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু অবশেষে তাঁহাদের শারীরিক চেষ্টায় সন্ন্যাসী শকটারোহণে বাধ্য হইলেন। গাড়ী চিৎপুরের বড় রাস্তা দিয়া সভাবাজারের দিকে ছুটিল। যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, আমি গাড়ীখানির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলাম; তদনন্তর শূন্যমনে বাসস্থানাভিমুখে চলিলাম।

এই সময় সহসা সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় বোধ হইল, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। ঐ সময় পথিপার্শ্বস্থ একটী অট্টালিকা-মধ্য হইতে 'ঠাং' করিয়া ঘড়ীতে একটা বাজার শব্দও শুনা গেল। চিত্ত পার্থিবচিন্তা-চালিত হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ত্বরিতপদে আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। স্নানাহারাদিতে এবং বিষয়-সেবায় দিনমান অবসান হইল।

উপসংহার।

রজনী সমাগমে জীবগণ দিবসজাত শ্রান্তিভার অপনোদনের জন্য, অবশ্যকর্ত্তব্যসমূহ সাধনানন্তর, ক্রমশঃ সকলেই বিরাম-বিধায়িনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইল। আমিও শয়ন করিলাম, কিন্তু নিদ্রা আমার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। গৃহের নির্জ্জনতা, যামিনীর স্নিগ্ধ সমীরণ, নয়ন-নিমীলন প্রভৃতি কোন-উপায়েই নিদ্রার কৃপালাভ হইল না। সুযোগ বুঝিয়া, নিদ্রার পরিবর্ত্তে সেই চিন্তা—সেই জাহ্নবী-তীর-দৃষ্ট ভগবচ্চরণামৃত-পানানন্দ-বিহ্বল সাধুর সন্দর্শন হইতে অদর্শন কাল পর্য্যন্ত ঘটনার চিন্তা—আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। এবং সেই চিন্তার সঙ্গে পূর্ব্ব যামিনীর স্বপ্নদৃষ্ট মদ্যপানসম্বন্ধীয় আদ্যোপান্ত ঘটনাবলীও আসিয়া সম্মিলিত হওয়ায়, প্রাণ আবার পূর্ব্বের মত অস্থির হইয়া উঠিল।

স্বপ্নযোগে মদ্যপান করিয়া সে সময় যে আনন্দ বোধ হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দ-বিহ্বল অবস্থায় নিমীলিতনয়নে সেই বান্ধবগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে চিনিয়াছিলাম, এখন আর তাহার কিছুই স্মরণ হইল না। এখন আমি গভীর চিন্তায় ক্ষীণ,ও নিবিড় বিষাদান্ধকারে মলিন, সঙ্কুচিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

এই অবস্থায় মনে হইতে লাগিল,—"হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! যদি বা কোন সুকৃতি-ফলে এমন একজন বিগত-ভোগস্পৃহ, মদ্যপানানন্দিত সাধুর দর্শন পাইলাম, তবে নিরর্থক

বাগ্‌বিতণ্ডায় কালক্ষয় না করিয়া প্রকৃত কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলাম না! সেই মদের কথা,—সে মদ কোথায় পাওয়া যায় তাহার ঠিকানার কথা,—সেই চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধবগণ, যাঁহারা এ অভাগাকে মদ খাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, অলক্ষিতরূপে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, মদ খাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয়-কথা,—এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময়-প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত অনন্তশক্তি—যিনি মদ খাইয়া মাতাল দেখিয়া সদয়ভাবে এ অধমকে নিত্য-শান্তি-প্রদানার্থ বাহুযুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক আপনার শান্তিময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই দেব তত্ত্ব-কথা,—জিজ্ঞাসা না করিয়া কেন অকারণ কালহরণ করিলাম! হায় হায়! কেন আপনার-ব্যথিত হৃদয়ে আপনিই নিদারুণ আঘাত করিলাম!!

আর তাহার দর্শন পাইব কি?—আর তাঁহাকে পাইয়া, হৃদয় খুলিয়া, সকল কথা জানাইয়া, তাহার সদুত্তরে সেই মদের সন্ধান পাইব কি?—যে মদ খাইলে আমার সেই বান্ধবগণের সহিত মিলন হইবে,—যে মদ খাইলে আমার সেই আনন্দময়-আনন্দময়ীর মিলিত অঙ্কে নিত্যনিলয় লাভ হইবে,—তাহার সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য সেই সদানন্দ সর্ব্বত্যাগী সাধু এ পতিত দীনকে আর দর্শন দিবেন কি?

দেখিব,—অনুসন্ধান করিয়া দেখিব। যতক্ষণ দেহে শোণিত থাকিবে,—চরণে বল থাকিবে,—চক্ষুতে পলক থাকিবে,—নাসিকায় শ্বাস থাকিবে,—এবং অন্তরে সাধুর শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ সেই হারানিধির অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

যদি যত্ন করিয়াও সফলকাম হইতে না পারি,—যদি সেই সদানন্দ সদ্গুরুর কৃপায় পরমতত্ত্বের সন্ধান পাইতে না পারি,—যদি সেই মদ খাইয়া আনন্দবিহ্বলভাবে নাচিতে নাচিতে সেই প্রকৃতি-পুরুষের শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয়লাভ করিতে না পারি,—তবে এই কলুষভারাক্রান্ত শরীর পাত করিব। পতিতপাবনী সুরধুনীর নির্জ্জন পুলিনে বসিয়া, সেই বিষয়-বিরাগী সদানন্দ তপস্বীকে উপলক্ষ করিয়া, এবং সেই অদ্বিতীয় প্রকৃতি পুরুষের নিত্যশান্তিময় চরণযুগলে লক্ষ্য রাখিয়া প্রায়োপবেশনে এই পাপশরীর পাত করিব। দেখিব, অভীষ্টসাধন হয় কি না।

চিন্তাকুলিত চিত্ত কিঞ্চিৎ স্থির হইল।—উল্লিখিত সঙ্কল্প দৃঢ়ীভূত, এবং হয় সাধুর দর্শন, অন্যথা সেই সচ্চিদানন্দময় প্রকৃতি পুরুষের উদ্দেশে শরীর-সমর্পণ, উভয়ই আরামজনক বলিয়া প্রতীত হওয়ায়, চিন্তাকুলিত চিত্ত কিঞ্চিৎ স্থির হইল। অনতিবিলম্বেই অবসাদে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল দেখিয়া তন্দ্রাও আসিয়া নয়নপল্লবকে নিমীলিত করিয়া দিলেন।

বলিতে শরীর এখনও পুলকিত হয়, তন্দ্রাভিভূত হইবার অল্পক্ষণ পরেই স্বপ্নের কৃপায় দেখিলাম, আমি যেন সাধু-দর্শনে ব্যর্থকাম ও প্রায়োপবেশনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া প্রয়াগতীর্থবাহিনী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের অপরতীরে একটী নির্জ্জন দেশে উপবিষ্ট আছি। সময়—যেন শারদীয়া শুক্লা যামিনী। একদিকে ভাগীরথীর প্রাবৃট্-গৈরিক বসন তখনও বিমুক্ত হয় নাই, অপরদিকে যমুনা নবঘনশ্যাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শনাবধি সেই যে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে,—সেই যে শ্যামলতায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াছে,—তাহারও বড় রূপান্তর বোধ হইল না।

স্বপ্নের কৃপায় সহসা শারদ-কৌমুদী-রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা হাস্যময়ী অদৃষ্টপূর্ব্বা গঙ্গা-যমুনার মিলন দর্শনে মনে কত প্রকারেরই ভাবোদয় হইতে লাগিল। একবার মনে হইল, যেন ধরাতলে শ্যাম-গৈরিক বর্ণের দুইখানি তরঙ্গায়িত নক্ষত্র-রত্নমণ্ডিত মেঘ উদিত হইয়া বায়ুবশে উড়িয়া যাইতেছে—আর আমি তাহার মধ্যে পড়িয়া ভাসিতেছি। আবার মনে হইল, যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিমানিনী শ্রীমতী রাধার বিরহে ব্যথিত হইয়া, বংশী-দণ্ড-সম্বল ব্যতীত সমস্ত বিষয় বিভব শ্রীমতীর নামে সমর্পণপূর্ব্বক দণ্ডী-সন্ন্যাসী সাজিয়া, গোপনে এই নিশীথ-সময়ে প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়াছেন; এবং কেবল কটিদেশে গঙ্গা-গৈরিক-বসন পরিধানপূর্ব্বক কুলকুল ধ্বনিতে, অথবা ব্রজরঙ্গিণী-চিত্ত-চঞ্চলকারিণী বংশীর ধ্বনিতে, "রাধে, কূল দাও! তোমার কালাচাঁদ অকূলে ভাসিয়া চলিল, কূল দাও!!" বলিতে বলিতে অবাধে প্রেমজলধির দিকে ধাবিত হইয়াছেন।

বড়ই আহ্লাদ হইল।—বিষয়ী মলিন মনের এই সৎ-চিন্তা-প্রসূত ফল ভোগ করিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। এবার গঙ্গা-যমুনার মিলিত-প্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায়, মন যেন বৃন্দাবনে গিয়া দেখাইল, রাধাপ্রেমসন্ন্যাসী রাধারমণের অভিমানিনী শ্রীমতী রাধিকা,—"রূপ, গুণ, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সকল পাইলাম, কিন্তু দেখিয়া সুখী হইবে বলিয়া, যে আমাকে সাজাইল, তাহাকে সকল সময়ের জন্য পাইলাম না কেন!" এই বলিয়া অভিমানিনী রাধিকা,—তাঁহারই জন্য, প্রাণকৃষ্ণের উল্লিখিত কঠোর তপস্যার সঙ্কল্প জানিয়া, অবিলম্বেই উন্মাদিনীর মত গঙ্গারূপে তাঁহার বামপার্শ্বে আসিলেন,

এবং যমুনারূপী শ্যামের সেই কূলপ্রার্থি-গীতগায়ক বাঁশীটি ধরিয়া,—"চল চল নাথ, ফিরে চল!"—কল কল মৃদুতরঙ্গে এই গীত গাহিয়া শ্যামেরই অনুগামিনী হইতেছেন।

মরি মরি কি অপূর্ব্ব রমণীয় দৃশ্য! গঙ্গাযমুনা-রাধাশ্যামের কি মনোহর সঙ্গীত! এ কোথায় আসিলাম রে! আহা! এ সময় যদি আমার সেই সদানন্দ সাধু থাকিতেন, তবে এই অপূর্ব্ব-দৃশ্য গঙ্গাযমুনার অপার্থিব মিলন* দেখিয়া, সেই ভক্ত ভাবুকের না জানি কি মহাভাবেরই আবেশ হইত! আর যদি তিনি এ সময় এখানে ধ্যানস্থও থাকিতেন, তবে ধ্যান ভঙ্গ হইলে, আমি উল্লিখিতরূপ দেখিয়া যাহা ভাবিলাম, তাহা বলিলেও উহা শুনিয়া, ভক্তিভাবাবেশে কত ভাল কথাই বলিতেন! হায়! আর তেমন সদানন্দ বৈরাগীর রূপ দেখিতে পাইব কি? আর কি তাঁহার উপদেশমত পথে গিয়া সেই মদের——

আমাকে চকিত ও স্তম্ভিত করিয়া হঠাৎ আকাশপথ আলোকিত হইয়া উঠিল। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্না নিশায় ঝটিকা-প্রপীড়িত পথিভ্রান্ত পথিক সৌদামিনীর হাসি দেখিয়া পথ পাইবার আশায় যেমন উল্লসিত হয়,—আকাশপথ আলোকিত দেখিয়া, এবং সেই আলোকে অদূরে একটা মানবরূপ দর্শনে আমার হৃদয়ও সেইরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিল। দর্শনমাত্র

* শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট শুনা যায়, প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল—ত্রিবেণী 'যুক্তবেণী', এবং কলিকাতা ও শান্তিপুরের মধ্যগত উক্ত নদীত্রয়ের পার্থক্যস্থল—ত্রিবেণী 'মুক্তবেণী', তীর্থ নামে বিখ্যাত। কিন্তু আমাদের আর তেমন ভক্তি নাই বলিয়াই হউক, অথবা কাল-মাহাত্ম্যেই হউক, কোনখানেই সরস্বতীর অস্তিত্ব বোধ হয় না বলিয়াই আমরা গঙ্গা ও যমুনারই(জলস্রোতোমাত্র বিশ্বাসে)মিলন দেখিয়া থাকি।

আমি আর স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতে পারিলাম না। যেন কোন আত্মীয়ের প্রাণগত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম; এবং সমীপবর্ত্তী হইয়াই আনন্দ বিস্ময়-বিহ্বল-ভাবে সেই মূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলাম।

পাঠক পাঠিকে! এই আগন্তুক ব্যক্তি কে, বুঝিয়াছেন কি? ইনিই সেই সাধু। কলিকাতার গঙ্গাতীরে সেই যে প্রেমোন্মত্ত সাধুকে আপনারা একবার দেখিয়াছিলেন,—যাঁহার পুনর্দ্দর্শন-লাভানন্তর মদ্যপ্রাপ্তির আশায় এই ব্যক্তি এত ব্যাকুল, এমন কি প্রাণত্যাগে পর্য্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল,—ইনিই সেই সংসার-বিরাগী পরমার্থ-প্রিয় সদানন্দ সাধু।

সাধু, পদতলে পতিত দেখিয়া আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক ব্যগ্রতাব্যঞ্জক অথচ ধীরস্বরে কহিলেন,—"ভাই! তোমার একাগ্রতাপূর্ণ আহ্বান-বলে আমি আর দূরে থাকিতে পারিলাম না। উঠ, ব্যাকুলতা ত্যাগ কর; আমার নিকট বিনতিপ্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। বল, কিজন্য আমায় স্মরণ করিয়াছ।"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।—'কাতরের প্রতি করুণাময়ের কৃপার সীমা নাই' ভাবিয়া,—পূর্ব্বের সেই মিলনসুখ হইতে বিরহ-যাতনা পর্য্যন্ত ভাবিয়া, সেই মদের আনন্দ এবং প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যশান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় লাভ পর্য্যন্ত ভাবিয়া, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বাক্‌স্ফূর্ত্তিও হইল না।

আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই দয়ালু সাধু সদয়-ভাবে বলিলেন,—"ভাই! আর ভাবিও না। এখন তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর। হৃদয় এমন ব্যাকুল না হইলে,—প্রাণকে পূর্ণানন্দপ্রদ-মদিরায় মাতোয়ারা করিবার জন্য এমন

পিপাসা না হইলে,—সেই মদ পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি, জীবনপর্য্যন্ত ত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে,—কি দয়াময়ের দয়া লাভ করিয়া এত আনন্দ হয়?"

আর থাকিতে পারিলাম না। হৃদয়ের জ্বালা না জানাইয়া, প্রাণের কামনা না প্রকাশ করিয়া, রসনাও আর স্থির থাকিতে পারিল না। কম্পিতকণ্ঠে কহিলাম,—"ঠাকুর! আর পাপীকে বঞ্চনা কেন? এ সময় আমার আর কি ছার কামনা আছে প্রভু! আমার অন্তরের যাহা একমাত্র কাম্য,—যাহা হইতে আনন্দলাভ করিয়া আপনি এমন উল্লসিত হইতে পারিয়াছেন—যাহার নেশার শক্তিতে সদানন্দ-সদানন্দময়ীর মিলিত কোলে আশ্রয় পাওয়া যায়,—এবং সে দিন স্বপ্নযোগে বান্ধবগণের কৃপায় আমি যে আনন্দদায়িনী সুধার আস্বাদ পাইয়াছি,—সেই মদিরার সন্ধান ব্যতীত আমার যে আর এখন কোন কামনাই নাই, তাহা ত আপনি বুঝিতেই পারিয়াছেন। নতুবা আপনার রসনা এখন ঐ প্রসঙ্গ প্রকাশ করিবে কেন?"

সাধু হাসিয়া বলিলেন,—"ভাই! গুরুত্ব জগদ্‌গুরুতেই অর্পণ কর। শক্তি, ঐশ্বর্য্য, অধিকার, সর্ব্বস্ব তাঁহারই। তাঁহার কৃপা-সৃষ্ট-ক্রীড়নক এই মানব-যন্ত্র হইতে তুমি যদি কিছু শুনিবার বাসনা কর, তাঁহারই শক্তিতে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। সৌভাগ্য-দৃষ্ট-স্বপ্ন-যোগে ও বান্ধবগণের কৃপায় মদের স্বাদ পাইয়া চঞ্চল হইয়াছ দেখা যাইতেছে,—মদ খাইয়া সকল ভুলিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে বিরামলাভ করিতে চাও বোধ হইতেছে,—তাহা আমিও চাই। এখন তদ্বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাস্য কি বল।"

আহা, স্বপ্ন! ভাই! তোমাকে এমন মনোহর কুহকমন্ত্র কে শিখাইল? তুমি সংসারী জীবকে আপনার মোহ-গ্রন্থি-সম্বদ্ধ সুবিশাল জালে ঘেরিয়া, আবার তাহারই অভ্যন্তরে নূতন নূতন স্বপ্ন দেখাইয়া একবার হাসাইতে, আবার তৎক্ষণাৎ কাঁদাইতে পার,—কোন্ কুহকী তোমাকে এ কুহক শিখাইল? তিনি যিনি হউন, তাঁহার কৃপায় তুমিও ধন্য হইয়াছ! তোমার এক কুহকদৃশ্যে, কি এক অপূর্ব্ব মদ খাইবার বাসনা হওয়ায়, পরদিন প্রাতে কলিকাতার গঙ্গাতীরে গিয়া শেষ কি মর্ম্মবেদনা পাইয়াই কাঁদিয়াছিলাম!—আবার সেই তোমারই আর এক দৃশ্যে, প্রয়াগতীর্থের গঙ্গাযমুনা-মিলনস্থলের কি মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া, কাহার সঙ্গে, কি ভাবে দাঁড়াইয়া, কিসের কথা শুনিয়াই, আনন্দে অভিভূত হইতে পারিয়াছিলাম!—আবার এখন এই বর্ত্তমান জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থাতেই বা তুমি আমাকে কি ভাবে বাঁধিয়াছ! কেমনে বুঝিব এ কাহার চক্র!!

পরিচয়-কাণ্ড।

দূর হউক স্বপ্নের মাহাত্ম্যবর্ণন। স্বপ্নযোগে সদানন্দ সাধুর অভয়-সূচক আদেশ পাইবার পর উভয়েই সেই সংসারকোলাহলশূন্য মিলিতগঙ্গা-যমুনা-তীরে বসিলাম। অনন্তর স্থিরভাবে সেই স্বপ্নদৃষ্ট পরমোল্লাসজনক মদ্যলাভোদ্দেশে গমনের সহায় বান্ধবগণের, মদ্যের, এবং মদ্যপানানন্তরকালীন ঘটনার, তত্ত্ব জানিবার জন্য সেই স্বপ্নের প্রথম উল্লাস হইতে সঞ্চিত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর! সেই তপোবনে উপস্থিত হইয়া (৭।৮ম পৃষ্ঠাঙ্ক) শূন্যে, শৈশব সুহৃদ্রূপী যে নগ্নশরীর শিশুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাঁহারা শূন্যদেশে একবার মাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়াই, আমাকে তাঁহাদের দীর্ঘ বিরহ ও মদ্যপান দ্বারা তাঁহাদের সহিত পুনর্মিলনের কথা একখানি পত্র দ্বারা অবগত হইবার ইঙ্গিত করিয়াই, চপলার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কে? এবং কেনই বা ঐভাবে দর্শন দিয়া অত শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন? বলিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করুন।"

আমার আগ্রহ দর্শনে সাধু সহাস্যবদনে বলিলেন,—"ভাই! বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গণকেই আমরা আমাদের শরীর ও মনোরাজ্য-পালনের নিরন্তর-সহচর কর্ম্মচারিরূপে বিধাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে সুমতি, দয়া, সত্য, বিবেক, উপচিকীর্ষা, ভক্তি প্রভৃতি শুভবৃত্তিগুলিই আমাদের

নিরন্তর-সহচর বান্ধব। কাম-ক্রোধাদি কর্ম্মচারিগণ এই বান্ধব-গণের অনুগত থাকিয়া শরীর ও মনোরাজ্যের কার্য্য সাধনকালে যদিও অসদ্ব্যবহার করিতে পারেন না বটে, কিন্তু ইহাঁরা যদি কোন সুযোগে উক্ত বান্ধবগণের উপর আধিপত্য করিতে পান, তবে বিষম শত্রুরূপে রাজ্য বিশৃঙ্খল,এমন কি বান্ধবগণকে রাজ্য-চ্যুত ও বিদূরিত করিতেও যে সমর্থ তাহা ত আর আমাদের অজ্ঞাত নাই ভাই! শত্রুর প্রবলতায়, বান্ধবগণের অধিকার-হীনতায়, আমরা যেরূপ মলিন ও নিরানন্দ হইয়াছি, তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ! প্রাণ যে আর নিরানন্দ-জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, মদ খাইয়া আনন্দ-লাভের জন্য কেমন ব্যাকুল হই-য়াছে তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ! দুর্গতি দূরীভূত করিয়া সদানন্দে বাস করিতে সকলেরই বাসনা। কিন্তু দুর্গতি বা দুঃখ-জ্বালা ও আনন্দ* এই উভয়কে প্রকৃত ও পূর্ণরূপে যাঁহার উপ-লব্ধি হয়, বেদনার বেদনা এবং আনন্দের আনন্দ উপলব্ধি, বা আস্বাদ করিবার মত যাঁহার শক্তি আছে, তিনিই জ্বালা জুড়াই-বার জন্য সরলপথে আনন্দের দিকে অগ্রবর্ত্তী হন, এবং ক্রমে সেই মদ খাইয়া আনন্দ লাভ করিয়া জুড়াইতে পান। কিন্তু যাঁহারা শত্রুর অধিকারভুক্ত হইয়া শক্তিহীন চেতনাশূন্য অথবা আত্মবিস্মৃত হইয়া যান, তাঁহাদের সে মদ খাইয়া নিত্যানন্দ-লাভের আশার সফলতা বহুকালসাপেক্ষ।

ভগবানের ইচ্ছায়, সুমতি-সখীর একান্ত চেষ্টায় এবং কোন সুকৃতিফলে, আনন্দদায়িনী মদিরাপানে তোমার প্রকৃত অনুরাগ

---

* প্রকৃত আনন্দ কি, এবং কিরূপে উহা লাভ হয়, তদ্বিবরণ 'আনন্দ-তুফান' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হওয়ায়, নিশীথকালে স্বপ্নযোগে সত্য, বিবেক, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি তোমার অন্যান্য হৃদয়বান্ধবগণ, একবার তোমাকে দর্শন দিয়া ও মদ খাইবার আদেশপত্র প্রদান করিয়া, তোমার সহিত মিলনের কামনা ও উপায় জানাইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এখন বান্ধবগণের পরিচয় পাইলে ত?”

আমি আহ্লাদিত হইয়া বলিলাম,—“ভাল, মহাশয়! বন্ধুগণ শূন্যে শিশুরূপে ও নগ্নশরীরে দর্শন দিলেন কেন?

সাধু উত্তর করিলেন,—“তোমার সৌভাগ্যক্রমে সুমতি সখী যখন তোমার মদ খাইয়া নিত্যানন্দে হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার কামনা বলবতী করেন, তখন তোমার হৃদয়াধিকারী বিপক্ষ সহচর বা শত্রুগণ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রবলাবস্থায় তাহারা যত স্থান অধিকার করিয়াছিল, সঙ্কুচিত হওয়ায় সেই স্থানের উপরিভাগ ‘শূন্য’ না হইয়া আর কি হইবে ভাই? এবং ঐ শূন্য স্থান দেখিয়াই তোমার বান্ধবগণ আপনাদের অতুলনীয় তেজঃপ্রভায় সেই শূন্যদেশ আলোকপূর্ণ করিয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। যেথানে রিপুগণ সঙ্কুচিত হয়, সেইখানেই তাঁহাদের সমুজ্জ্বল প্রকাশ। আর যখন তোমার প্রাণ সুমতির চেষ্টায় মদ খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তখন উহা শিশুর প্রাণের ন্যায় সরল, নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার ও সদানন্দ ছিল বলিয়াই, তাঁহারা সদানন্দপ্রফুল্ল নগ্ন শিশুরূপে তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। এখন বুঝিয়াছ?

আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। মনে মনে ঐ মাতাল ব্রাহ্মণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ভাল ঠাকুর! এও ত একপ্রকার বুঝিলাম। আচ্ছা, বান্ধবগণ

সেই মদ খাইবার আদেশপত্রের এক স্থানে (৮ম পৃষ্ঠাঙ্কে) বলিয়াছেন,—'এখন আমরা তোমা হইতে অনেক দূরদেশে আসিয়াছি—অনুসন্ধানপূর্ব্বক মদ খাইতে না পারিলে আমাদের সহিত মিলন অসম্ভব।' এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই দেশই বা কোথায়? এবং সেই মদই বা কোথায় পাওয়া যায়? বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।"

সাধু বলিলেন,—"ভাই! সে দেশ আর কোথাও নহে—তোমার হৃদয়রাজধানীর অন্তর্গত আনন্দনগরই সেই দেশ; এবং সেই আনন্দনগরই তোমার প্রার্থিত মদ্যপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় নিকেতন। তবে যে বান্ধবগণ 'দূরদেশে আসিয়াছি' বলিয়াছেন, তাহার কারণ হৃদয়াধিকারী রিপুগণের অধীনতায় প্রাণিগণ এমন অধোগত হয় যে, হৃদয়রাজধানীস্থ আনন্দনগরকে তাহারা বহু-দূরবর্ত্তী বোধ করে, এবং সদ্বৃত্তিরূপ উন্নত বান্ধবগণকে পাই-বার জন্য অধ্যবসায় ও সুমতির সাহায্যে ধীরে ধীরে অধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচনপূর্ব্বক (উন্নত হইয়া) সেই আনন্দনগর-গমনে সমর্থ হইলে মদের দোকানের সন্ধান পাওয়া যায়। এখন তুমি বান্ধবগণের পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ, এখন বেশ বুঝিয়াছি। পূর্ব্বে এ ব্যাপার যত বিস্ময়জনক ও দুঃসাধ্য ভাবিয়াছিলাম, এখন তদপেক্ষা অনেক সহজও মনে হইতেছে। ভাল মহাশয়, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—মদ অনুসন্ধান করিতে করিতে যখন (১৯শ পৃষ্ঠাঙ্ক) আমি একটী 'পরম-রমণীয়' প্রদেশে বা আপনার কথিত আনন্দ-নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময় সেই স্থান হইতে প্রথমে একটী মধুর শব্দ শুনিয়া শেষে

উহা স্ত্রীপুরুষের মিলিত কণ্ঠস্বর বোধে তন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম, এবং তাহা মদ্যপানার্থিগণের আহ্বানসূচক ধ্বনি(২০।২১পৃষ্ঠাঙ্ক) জানিয়া, সানন্দে অভীষ্টলাভোদ্দেশে 'মণিপুর' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্ত্রীপুরুষমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, তাঁহারা কে ? বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।"

সাধু বলিলেন.—"ভাই ! যে সুমতির কৃপায় তুমি প্রথমে শূন্যে বা উচ্চপ্রদেশে সত্য-বিবেকাদি বান্ধবগণের দর্শন ও মদ্যপানের আদেশপত্র পাইয়াছিলে, ঐ স্ত্রীমূর্ত্তি তোমার সেই পরমোপকারিণী সখী 'সুমতি' ; এবং ঐ পুরুষ সুমতির স্বামী 'সত্য'। সুমতি ও সত্য মদ্যপানার্থিবর্গকে মদ খাওয়াইয়া, সকল জ্বালা ভুলাইয়া, সদানন্দ-প্রদানের জন্য নিরন্তরই আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহার মদ খাইবার একান্ত কামনা হয়, এবং যে ব্যক্তি শত্রুসমাজের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সেই 'সূক্ষ্ম' বা সাধন পন্থা অবলম্বনে সমর্থ হয়, সেই তাঁহাদের আহ্বান শুনিতে পায়,—বুঝিয়াছ ত ?"

"নিত্যানন্দদায়িনী মদিরা পানে আহ্লাদিত করিবার জন্য সুমতি ও সত্য জীবগণকে সর্ব্বদাই আহ্বান করিতেছেন"—এই ব্যাপারের রহস্য সাধু-মুখে সুস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াই আহ্লাদে আমার শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, সাধু নিশ্চয়ই সেই মদ্যপানে আনন্দিত হইয়াছেন, নতুবা এ পাষণ্ডকে এ তত্ত্ব এমন করিয়া আর কে বুঝাইতে পারে ? মনে মনে আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম,— "ঠাকুর ! আপনার অনুগ্রহে সুমতি ও সত্যের ত পরিচয় পাইলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, সত্যের ইঙ্গিতে সুমতি যখন

(২৩শ পৃষ্ঠাঙ্ক) আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই 'মণিপুর' নামক আবাস-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে গিয়া আমি সেই নিরন্তর-প্রার্থনীয়-মদ্যপূর্ণ সুশৃঙ্খলে সজ্জিত দোকান দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই দোকানের অধিকারী সানন্দ-প্রশান্ত-বদন যে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষমূর্ত্তি সস্নেহবচনে আমাকে 'শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি অপনোদিত হইলেই মদ খাওয়াইয়া দিব' এই আশ্বাস দিয়া আমার হস্তধারণপূর্ব্বক সেই রমণীয় স্থানেরই একদেশে উপবেশনের আদেশ করিয়াছিলেন, যাঁহার সেই পবিত্র করস্পর্শে আমার শরীর ও মনের মধ্যে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হওয়ায় নিশ্চেষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই দয়ালু ব্যক্তিটী কে? বলিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সুস্থ করুন।"

সাধু হাসিয়া বলিলেন,—"ভাই! একটু ভাবিলে তুমি আপনিই ঐ মদ্যপ্রদাতা ব্যক্তিটীকে চিনিতে পারিতে। যে ব্যক্তি সুমতি ও সত্যের শক্তি ও গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে আদর করিতে পারেন, মদ্যপ্রদাতাকে চিনিবার জন্য তাঁহার আর অন্যের সাহায্য-গ্রহণ আবশ্যক হয় না। তবে তুমি যখন ঐ মদ্যপ্রদাতার পরিচয় পাইবার জন্য ভাবিবার শ্রমটুকু স্বীকার না করিয়াই, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন শুন,—ঐ মদ্যপ্রদাতা দয়ালু লোকটীর নাম 'বিবেক'। সুমতি ও সত্যের আহ্বানে জীবাত্মা বা প্রাণ যখন নিত্যানন্দলাভ-লালসায় মদ খাইতে আসিয়া ঐ বিবেক-বান্ধবের শরণাপন্ন হন, তখন বিবেক প্রীতিপূর্ণভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করেন; অথবা আপনিই তৎকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া থাকেন; এবং

যদি আগন্তুক মদ্যপানার্থীর চিত্ত বিষয় চিন্তায় অথবা দুষ্কৃতি-জ্বালায় তখনও চঞ্চল দেখেন, তবে মদের 'প্রকৃত রসাস্বাদ জন্য' তাঁহাকে সেই আনন্দনগরেই কিয়ৎকাল স্থির, শান্ত, সমাহিত বা একচিত্ত ভাবে বিশ্রামার্থ উপবেশনের আদেশ করিয়া থাকেন। বিশ্রামলাভের পর মদ খাইলে আর কোনপ্রকার বিঘ্নেরই সম্ভাবনা থাকে না। মদ্যপ্রদাতা বিবেকের এই অভিপ্রায়; বুঝিয়াছ ভাই?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ, এখন বুঝিয়াছি। বিবেক মহাশয়ের কৃপা ব্যতীত কেহই যে মদ খাইতে পায় না, তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাহাদের প্রাণ সুমতি ও সত্যের আহ্বানে বিবেক বন্ধুর সমীপস্থ ও শরণাগত হয়, তাহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির নিজের পৃথক্ পান-পাত্র না থাকে তবে কি সে মদ খাইয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে পাইবে না?"

সাধু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"না। সে মদ মাতাপিতাদি সকলে একসঙ্গে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে সেবন করা যায় বটে, কিন্তু পরস্পর কাহারও উচ্ছিষ্ট পান-পাত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। এই পান-পাত্রের নাম কি জান?—'সরলতা।' জীব এই সরলতারূপ পান-পাত্রের সাহায্যে মদ্যপান করিয়া নিত্যানন্দ লাভ কবিবে, এই অভিপ্রায়ে দয়াময় বিধাতা সকলকেই উহা দান করিয়াছেন। ব্যবহারদোষে নিষ্প্রভ বা অকর্ম্মণ্য হইলে বিবেক-বান্ধব উহা নির্ম্মল ও লঘু* করিয়া দিতে পারেন;

---

* মাদৃশ দুষ্কৃতি-নিরত ব্যক্তিগণ সরলতার সদ্ব্যবহার করিতে অশক্ত। কারণ আমাদের হৃদয়রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর রিপুগণ সরলতার সদ্ব্যবহারের সম্পূর্ণবিরোধী। সুতরাং রিপুর অনুমোদিত কোন কার্য্য

কিন্তু শত্রুকর্ত্তৃক সরলতা-পানপাত্র অপহৃত (বিকারহেতু কুটিলতায় পরিণত) হইলে উহার পুনর্লাভকাল পর্য্যন্ত আর মদ্যপানের কোন পন্থা থাকে না। এই ভয়েই যাঁহার মদ থাই-বার একান্ত বাসনা, তিনি বিবেক-বান্ধবের শরণাগত থাকিয়া, সরলতারূপ সুনির্ম্মল পান-পাত্রটী নতভাবে পাতিয়া, একচিন্ত-চিত্তে আনন্দনগরস্থ মণিপুরের মদের দোকানে বসিতে পারেন; এবং মদ থাইয়া নিত্যানন্দলাভের অধিকারী হন। ইহা অপেক্ষা আর সরল করিয়া বলিতে পারি না। বুঝিয়াছ ভাই?"

আমি কহিলাম,—"ঠাকুর! আপনি এখন আমার সম্মুখে বিরাজিত থাকিয়া শরীর ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অশ্রুতপূর্ব্ব কথা সকল বলিতেছেন বলিয়াই আপনার সুগভীর-ভাব-প্রসূত ভাষা একপ্রকার বুঝিতেছি বটে, কিন্তু আপনাকে হারাইলে আমার আর এরূপ ধারণাশক্তি থাকিবে কি? যাহা হউক, মদ্যপ্রদাতা দয়ালু বিবেক-বান্ধব ত আমাকে সমাদরে আপনার পার্শ্বে কিছুক্ষণ বসাইয়া বিশ্রামের পর সেই অমৃত-মদ থাওয়াইয়া দিলেন (২৯শ পৃষ্ঠাঙ্ক), আমারও সকল জ্বালা জুড়াইয়া 'নবীভূত' প্রাণে আনন্দের উদয় হইল,—অনেকদিনের আশার নেশা জমিয়া আসাতে আকাঙ্ক্ষাও একমাত্র-কাম্য বাল্যবন্ধুগণের সহিত মিলন-প্রার্থনায় নৃত্য করিতে লাগিল; কিন্তু অমন সুসময় সেই বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিয়া সেই আনন্দনগরেই 'পূরা-মাতা-

---

করিয়া, তাহা আমরা সরলভাবে প্রকাশ করিতে শক্তি পাই না; সরলতাও এইজন্য মলিন, নিষ্প্রভ ও গুরুভার বোধ হয়। কিন্তু বিবেক-দেবতার কৃপা হইলে আমরা অনায়াসেই সরলভাবে আমাদের দুষ্কৃতি সাধারণের নিকট স্বীকার ও তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি। এই উপায়ে সরলতা-পান-পাত্র নির্ম্মল ও লঘু হইয়া আসিলে আনন্দনগরে বসিয়া সকল শ্রান্তি অপনোদনানন্তর সেই মদ্য পানে নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারি।

লের’ ন্যায় শান্তভাবে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া যাইতে পারিলাম না কেন ? ভাজ্‌নাখোলার তপ্ত বালুকায় নিপতিত ধান্যের শস্য যেমন খৈ-রূপে ফাটিয়া বাহির হইলে, আর কোনক্রমেই তাহাকে পূর্ব্বের আধার—তুষের মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায় না, মদ খাইয়া আমি আনন্দনগর হইতে কোন্ তাপে সেইরূপ ছুটিয়া বাহির হইয়া বহু যত্নেও আর তথায় প্রবেশ করিতে পারিলাম্ না ? সেই মণিপুরের অমূল্য মদের দোকান ও বিবেক-সখার সঙ্গ ছাড়িয়া যখন অনেকদূরে—অনেক নীচে—আসিয়া পড়িলাম, তখন সেই যে আমার কৃষ্ণবর্ণ বাল্যসহচরটী, যাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আনন্দনগরে গিয়া বিবেকের কৃপা-প্রদত্ত মদ খাইয়াছিলাম, সেই দুষ্ট সঙ্গীই বা আবার কোন্ সাহসে আমাকে আক্রমণপূর্ব্বক, তেমন আনন্দে বাধা দিতে পারিল ? আমি ত মদ খাইয়া বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিয়া সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ প্রকৃতি-পুরুষের নিত্য-শান্তিময় অঙ্কাশ্রয়ই প্রার্থনা করিতেছিলাম, তবে দয়ালু বিবেক বান্ধব কেন আমাকে সেই আনন্দনগরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না ? আমি যে দুর্ব্বল, অন্তর্যামীর ত আর তাহা অজ্ঞাত নাই, তবে এ অধমের প্রতি অমন সময়েও আবার দয়াময়ের কিরূপ পরীক্ষা হইল মহাশয় ? বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শরণাগত কাঙালের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াও, অভাগার কোন্ কর্ম্মদোষে আবার পাষাণ হইলেন ?—ঠাকুর ! আমার এই শেষ সন্দেহ কয়টী ভঞ্জন করিয়া দিন ; আর কোন প্রার্থনা নাই।”

ভ্রান্তের এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শুনিয়াই হউক, অথবা কোন্ কারণে জানি না, সাধু ক্ষণকাল স্থির ও গম্ভীর ভাব ধারণ

করিলেন। আমি ভয় পাইলাম,—সদানন্দ-প্রফুল্ল সাধুর বদন চিন্তায় গম্ভীর দেখিয়া,—আমি ভীত হইলাম। কিন্তু ক্ষণবিলম্বেই তিনি আমার সেই ভয়-ভঞ্জন-সঙ্কল্পেই যেন, ধীর-মধুর-স্বরে বলিলেন,—"ভাই! চঞ্চল হইও না। ধীরভাবে তোমার প্রশ্ন-সমূহের উত্তর শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং আবার এখনও বলিতেছি, আমার এই শরীর বিধাতার কৃপাসৃষ্ট ক্রীড়নক জড় যন্ত্র মাত্র—ইহার যন্ত্রী তিনিই। এই যন্ত্র হইতে যদি কিছু মধুর স্বর শুনিতে পাও, বুঝিও ইহা তিনিই বাজাইতেছেন। অতএব সেই শক্তিমান্ সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বেশ্বরকেই বিশ্বাস করিয়া, আমাকে ভুলিয়া যাও,—অক্ষুণ্ণ ধারণাশক্তি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

"সুমতি ও সত্যের আহ্বানে তুমি মণিপুরের মদের দোকানে গিয়া বিবেকের প্রসাদে মদ খাইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলে বটে,—'বান্ধবগণের সহিত মিলিয়া', পূর্ণানন্দে বিহ্বল হইয়া, তোমার চিত্ত সে সময় অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-লাভেরই কামনা করিয়াছিল তাহাও স্বীকার করি,—কিন্তু ভাই! নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত-নয়নে স্বপ্নযোগেই ঐ ঘটনা হইয়াছিল—জাগ্রদবস্থায় নহে। জাগ্রৎ, জীবিত, বা জ্ঞান-নেত্র-বিকসিত অবস্থায় যদি তোমার ঐ মহা-সৌভাগ্যোদয় হইত—ঐ পূর্ণানন্দবিধায়িনী মদিরা পান করিতে পারিতে, তবে দেখিতে, নেশায় বিভোর হইয়া,—পূরা মাতাল হইয়া,—অননুভূতপূর্ব্ব নিত্যানন্দভরে অবনত, প্রফুল্ল ও প্রশান্ত ভাবে অভিভূত হইতে, এবং সেইখানেই চিরদিনের মত ঢলিয়া পড়িতে; কোন তাপই আর তোমাকে তাড়না দ্বারা,—দূরী-

ভূত করা দূরে থাকুক,—আসনচ্যুত করিতেও পারিত না; আর উঠিবার, এমন কি নড়িবারও, শক্তি থাকিত না।

"আচ্ছা ভাই! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, স্বপ্নযোগে মদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, যখন তুমি উন্মত্তভাবে সেই মণিপুরের দোকান হইতে বহির্গত হইয়াছিলে,—যখন তোমার সেই কৃষ্ণবর্ণ কুটিল বাল্য-সহচর তোমার মদ্যপানানন্দের সংবাদে অবিশ্বাস করায় (৩১।৩২শ পৃষ্ঠাঙ্ক) তুমি সেই সঙ্গীর বিশ্বাসোৎপাদন-জন্য আবার মদ্য সংগ্রহের সঙ্কল্পে দোকানের উদ্দেশে ভ্রমণ কর, এবং ঠিকানা হারাইয়া ব্যাকুলভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে সকলের কৃপা ভিক্ষা করিয়াও মদ্যলাভে সিদ্ধমনোরথ হইলে না, তখন তোমার সেই সহচরকে কি উপায়ে তুষ্ট করিয়াছিলে তাহার কিছু স্মরণ আছে কি?"

আমি আগ্রহসহকারে কহিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ, বিশেষ স্মরণ আছে (৩২।৩৩শ পৃষ্ঠাঙ্ক)। আমি মদ খাইবার পর, নাচিতে নাচিতে আনন্দনগর-সীমা হইতে বাহির হইলে পর, কোন্ পাপে জানিনা, পথে আমার সেই কৃষ্ণবর্ণ সহচরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহার অনুরোধে তাহাকে, এবং তজ্জাতীয় স্বজনবর্গকে সেই মদ খাওয়াইয়া আমারই মত আনন্দিত করাইবার দুরাশায়, দোকানের 'প্রকৃত পথ' হারাইয়া, সেই নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই, ব্যাকুলভাবে বারংবার 'সেই মদের' সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, শ্রান্তিবশতঃই হউক, অথবা কোন্ কারণে জানি না, হঠাৎ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; আমি মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলাম।

"মোহিত অবস্থায় বোধ হইল, সেই তপোবনে বাল্যবন্ধুগণের

দর্শনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে, আকাশে যেরূপ আলোক দেখিয়াছিলাম, শূন্যদেশ আবার সেইরূপ আলোকিত হইয়াছে। কেবল আলোকিত আকাশই দেখিলাম, কোন বন্ধু বান্ধব, ঠাকুর দেবতা, বা অন্য কিছুরই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। অবিলম্বেই কে যেন দৈববাণীর মত অনেক উপদেশ দিয়া আমাকে সেই মদ্যসংগ্রহের উদ্যমে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। শেষে বলিলেন—'বাল্যবন্ধুগণের সঙ্গে মিলনের জন্য মদ খাইয়াছ, এখন অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে তাঁহাদেরই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও; তাঁহারাও তোমার সহিত মিলনজন্য চঞ্চল হইয়াছেন (৩৪শ পৃষ্ঠাঙ্ক)।'

"দৈববাণী হইতে এই মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ,—বিশেষতঃ'বাল্যবন্ধুগণ আমার জন্য চঞ্চল হইয়াছেন'—শ্রবণে, আমি তথনকার মদ্য-সংগ্রহের চিন্তা ভুলিয়া,—কোন্ দেবতার কৃপায় এই দৈববাণী শুনিলাম? এবং আমার সেই বাল্যবন্ধুগণই বা কোথায়?—জানিবার আশায়, আগ্রহপূর্ণ বিনীত ভাবে সেই অদৃষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলাম; অবশেষে তাঁহারই অনুগত ভাবে বান্ধব-মিলনার্থ যাইবার সঙ্কল্পে তদীয় দর্শন ভিক্ষা করিলাম।

"আমার প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে বিশুদ্ধকাঞ্চনপ্রভ শ্বেতবাসপরিহিত প্রীতিপ্রফুল্ল-সুন্দর-বদনকান্তি একটী সুকুমার কিশোর পুরুষমূর্ত্তি—না জানি কোন্ দেবতা,—সেই শূন্যস্থ আলোক-মধ্যে দর্শন দিলেন। আমার চৈতন্য হইল (৩৫শ পৃষ্ঠাঙ্ক)।—ঠাকুর! তিনি কোন্ দেবতা, কাঙালের প্রতি এত কৃপা করিলেন, বলিয়া দিবেন কি? আচ্ছা পরে বলিবেন, অগ্রে আমার কথা শেষ করি।

"মোহান্তে চৈতন্যলাভ করিয়া চাহিয়া দেখিলাম,—কি আশ্চর্য্য!—আমার সেই কৃষ্ণবর্ণ কুটিল সঙ্গী আমার বিনা চেষ্টাতেই, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও, সেই ক্রূর আমার সঙ্গ ত্যাগ করায় আমি যেন তখন মৃতদেহে নূতন জীবন পাইলাম।"

আমার কথাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া, সাধু বলিলেন,—"এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শুন। তোমার সেই কুটিল সহচর ও পরিজনবর্গকে মদ খাওয়াইবার জন্য, 'প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও মদের দোকানের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যর্থকাম হইবে' বলিয়া যে দেবতা অলক্ষিতভাবে তোমাকে উপদেশ এবং শেষে দর্শন দিয়া চৈতন্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'বিশ্বাস', এবং তোমার সেই কুটিল সঙ্গীর নাম 'সংশয়'। বিশ্বাস তোমার প্রাণের প্রিয় বান্ধব। তুমি তাঁহাকে 'প্রভু' ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত সম্ভাষণাদি করিয়াছিলে বলিয়া, তিনি তোমায় 'সুহৃদ্' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও সংশয়ের সহবাস-হেতু তখন তাঁহাকে চিনিতে পার নাই। পরে যখন 'বিশ্বাস' তোমার প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া, কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে দর্শন দিলেন, তখন তাঁহারই ভয়ে 'সংশয়' তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।

"এখন তুমি জানিতে চাও, মদ খাইবার পর কোন্ কারণে তুমি আনন্দনগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলে, এবং বহু চেষ্টা-তেও কেন আবার আনন্দনগরে প্রবেশ করিতে পার নাই, আর কেনই বা বিবেক তোমাকে তথায় ধরিয়া রাখেন নাই? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন নহে। স্বপ্নযোগে তুমি বিবেক-প্রদত্ত মদ খাইয়াছিলে, জাগ্রদবস্থায় নহে—স্মরণ রাখিও। জাগ্রদ-

বস্থায় বা এই বর্ত্তমান সময়ে তোমার প্রাণের যেরূপ অবস্থা,—যেরূপ বিষয়াসক্ত বা রিপুবশীভূত, সুতরাং শোক, তাপ, বেদনা, জ্বালা, মালিন্যাদি মিশ্রিত অবস্থা,—স্বপ্নে সত্য-বিবেকাদি প্রসন্ন হইয়া মদ্য প্রদান করিলেও, প্রাণে সঙ্কুচিতভাবে ঐ সকলের মূল বা বীজ থাকায়, মদ খাইবার পর তাহার নেশা বা আনন্দ প্রগাঢ় হইবার পূর্ব্বেই, প্রাণের মধ্য হইতে প্রচ্ছন্নভাবে ধীরে ধীরে 'সংশয়' স্ফূর্ত্তিমান্ হওয়ায়, 'এ নেশা স্থায়ী হইবে কি না?' 'বাল্যবন্ধুগণের দর্শন পাইব কি না?' এইরূপ মন্ত্রে প্রাণকে কলুষিত বা আন্দোলিত করায়*, আনন্দনগরে শান্তভাবে অবস্থিতির বা আনন্দসম্ভোগের অনুপযুক্ত বোধে, অথবা নিম্নকর্ম্মচারী সংশয়ের সহিত বিবেক মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা না থাকায় সেই সংশয়েরই সহচর জানিয়া, অনধিকারি-বোধে বিবেক তোমাকে আনন্দনগরে ধরিয়া রাখেন নাই। তাঁহার শক্তি নাই, ইহা ভাবিও না। তার পরও যতক্ষণ না বিশ্বাস-সখার দর্শন পাইয়া সংশয় মুক্ত হইতে পারিয়াছিলে, ততক্ষণ বহু চেষ্টা, চীৎকারেও আর আনন্দনগরে প্রবেশ করিতে পার নাই। আনন্দ নগরের পথ আমরা যত সরল মনে করি, বাস্তবিক তত নহে। তার পর, সদয় 'বিশ্বাস'-বন্ধুর অনুগত ভাবে 'প্রকৃত পথ' পাইয়া আনন্দনগরে পুনর্গমন, বান্ধবগণের সহিত মিলন এবং তদনন্তর যে সকল ঘটনা (৩৭ হইতে ৪৩ পৃষ্ঠাঙ্ক) ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে আর তোমার ত কোন সন্দেহ নাই! এখন বুঝিয়াছ

---

* এইপ্রকার আন্দোলনই তাপ ও পাপ-জনক।

ভাই? বল, আর কোন সন্দেহ থাকে ত বল—নতুবা আমায় এখন অবকাশ দাও।”

আমি সাধুর বিদায় প্রার্থনার কথা তখন কর্ণে স্থান না দিয়াই বলিলাম,—“তপোধন! এখন আপনার কৃপায় আমার অন্যান্য প্রায় সকল সন্দেহই দূরীভূত হইয়াছে। স্বপ্নযোগে শত্রু সঙ্গ-পরিহার ও বান্ধব-মিলন অভিপ্রায়ে কে আমাকে মদ খাইতে উপদেশ দিলেন, কে দোকানের পথ প্রদর্শন করিলেন, কে খাইতে আহ্বান করিলেন, কেই বা খাওয়াইয়া দিলেন, তাহা ত আমি আপনার প্রসাদে সকলই বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু সেই অমূল্য মদ যে কি পদার্থ, তাহার ত এখনও কোন পরিচয়ই পাইলাম না।”

সাধু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—“ভাই! ঐ মদিরা-দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা কর নাই বলিয়াই আমি তোমার ‘আরও কোন সংশয় আছে কি না’ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, স্বপ্নযোগে তুমি যে মদ খাইয়াছিলে, আমার নিকট হইতে পরিচয় পাইলে, জাগ্রদবস্থায়ও কি সেই মদ খাইতে চাও? যে মদ খাইলে এই ভীষণ ক্লেশময় ভব-কারাগার শান্তি-নিকেতন হইয়া উঠে,—যে মদের অসীম শক্তি দ্বারা আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান বা মায়ার প্রলোভন চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়,—যে মদ খাইলে বিষয়াসক্তি বাস্তবিকই বিষময় বলিয়া বোধ হয়,—যে মদ খাইলে প্রাণ সেই প্রাণানন্দ-নিদান পরমধন পরমেশ্বরের প্রেমানন্দলাভে পূর্ণানন্দিত হইতে পায়,—যে মদ খাইলে ক্ষুদ্র তুমিও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বয়ংই ‘সর্ব্বেশ্বর’ হইতে পার,—এবং যে মদ খাইলে,

যত দিন সেই পরম-মদ-প্রস্তুতকর্ত্তা সচ্চিদানন্দে আত্মসমর্পণ করিতে না পার, তত দিন তাহার মত্ততা বা আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে,—তুমি কি সেই মদ খাইতে চাও? যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি নেশা করিয়া প্রেমানন্দে মাতিবার বাস্তবিকই বাসনা হইয়া থাকে, তবে সন্ধান কর,—প্রকৃত পথে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিয়া, হৃদয় ও দেহ রাজ্য-পালনের পরম সুহৃৎ সুমতি, দয়া, সরলতা, সত্য, বিবেক, বিশ্বাস প্রভৃতি বান্ধববর্গের অনুগত হইয়া, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কর্ম্মচারিবর্গকে প্রীতিসূত্রে বাধ্য রাখিয়া, অনুসন্ধান কর,—আনন্দনগরস্থ সেই মদের দোকানের ঠিকানা পাইবে। তখন ঐ মদ যে অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে হয় না, উহা খাইবারও যে কোন কালাকাল নির্দ্দিষ্ট নাই, এবং উহা যে তোমার ন্যায় উপযুক্ত প্রার্থীর পক্ষে অমূল্য ও নিত্য সুলভ, তাহা নিজেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে। সেইজন্য আবার আরও সরল করিয়া বলিতেছি,—ভাই! যদি ঐ অমূল্য মদ খাইবার আন্তরিক ইচ্ছা হইয়া থাকে,—যদি অচ্যুতানন্দ-সাগরে ভাসমান হইবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে,—তবে তোমার বান্ধবগণ-সুশাসিত হৃদয়নগর-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্থিরনেত্রে চাহিয়া দেখ, নির্ম্মল-পান-পাত্রপূর্ণ সুন্দর মদ তোমারই জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। ইহার নাম 'ভক্তি-মদিরা।' এই ভক্তি-মদিরাই সেই অব্যয় সচ্চিদানন্দ পদার্থ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ শক্তি (নেশা) প্রদান করে; এবং যতদিন না সেই কাম্য পদার্থকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়, ততদিন আর এ মদের নেশা ছুটে না।

ভক্তি মদিরা পান করিয়া মাতাল হইলে দুঃসহ ক্লেশ-সঙ্কুল সংসারেও যে 'আনন্দ' লাভ করা যায়, তাহা মাতাল ব্যতীত আর কেহ,—বলাও দূরের কথা,—বুঝিতেও পারে না; এবং যে সময় এই নেশা ছুটিয়া যায়, মাতাল তখনই সেই নিত্যানন্দময় পরমপদার্থ প্রাপ্ত হন, অথবা তাঁহাতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বহুকালের জন্ম, মরণ ও ভব-কারাগারের দুর্ব্বিষহ অবরোধ-যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

ভাই হে! যদি তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আর বিলম্ব করিও না। সৌভাগ্য-স্বপ্ন-যোগে বিবেকের কৃপায় যে মদের আস্বাদ করিতে পাইয়াছিলে, জাগ্রদবস্থায় বান্ধবগণের শরণাপন্ন হইয়া কোনরূপে একটীবার, ঐ ভক্তিমদ খাইয়া দেখ, তোমার অভীষ্টদেবতা সেই সদানন্দ-সদানন্দময়ীর নিত্যশান্তিময় অঙ্কে চিরদিনের মত আশ্রয়লাভ করিতে পাও কি না। অনেক স্বপ্ন অমূলক হইতে পারে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি মদ খাইবার যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ইহা নিশ্চিন্তভাবে দেখিবার অবকাশ পাইবেন, তাঁহাকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে—ইহা 'আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন।'

এই বলিয়াই সেই সাধু তৎপ্রভায় প্রদীপ্ত আলোকস্থ শূন্য মধ্যে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সংসার আবার অন্ধকার-পূর্ণ দেখিলাম। কলিকাতার গঙ্গাতীরে সাধুকে প্রথম দর্শন হইতেই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার আমার সাধ ছিল; সে সাধ আর পূর্ণ হইল না। সাধুর অন্তর্দ্ধানের পর পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।—সুখের স্বপ্ন আবার ভাঙ্গিয়া গেল।

যথাশক্তি সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত গ্রন্থসমূহের

বিজ্ঞাপন।

মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

দ্বিতীয় প্রচার।

মূল্য।৵০ ছয় আনা।

আনন্দ-তুফান

বা

আধ্যাত্মিক শারদীয়া উৎসব-লীলা।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

যে হিন্দুসন্তান বর্ষাপগমে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর-মূর্ত্তি-দর্শনে, মা দুর্গতিনাশিনী আনন্দময়ীর শরৎকালীন আবাহনকাল সম্মুখীন বুঝিয়া, সহর্ষমনে (নিজ প্রকৃতির অনুমোদিত হর্ষ-সহকারে) তৎকালোচিত আয়োজনে ব্যাপৃত হন, "আমার ভবনে মা আনন্দময়ী আসিবেন" বলিয়া, যে আবাসস্থানী (নগর, গ্রাম ও ধনী, দরিদ্র ভেদে) কত প্রকারেরই আয়োজনে অর্থব্যয় করেন, এবং যথাকালে নয়নরঞ্জিনী প্রতিমারূপিণী আনন্দময়ীকে (নিজ-হৃদয়ে মা'কে সপ্রকাশ বুঝিবার উপযুক্ত ধ্যানে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে) মৌখিক মন্ত্র-দ্বারা আবাহন, লৌকিক উপচার-দ্বারা পূজা, মহিষ-ছাগাদিকে বলিদান, (ছেদন,) ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার-দ্বারা কেবল নিয়মরক্ষা বা কর্ত্তব্য-পালন করেন, এই পুস্তকে তাঁহাদের শিক্ষা-প্রদান সঙ্কল্পে,

ভক্তের নিত্যানন্দোদ্দীপক প্রথায়, বিশ্বরূপিণী পরমেশ্বরীকে অন্তর-চণ্ডী-মণ্ডপে বসাইয়া পূজা করিবার নিমিত্ত 'দুর্গা'-নামে তাঁহার 'আবাহন',—ভক্তি-চন্দন-সিক্ত মানস কুসুম দ্বারা 'পূজা',—রিপুগণকে পাপরূপ রক্তবস্ত্র পরাইয়া 'বলিদান',—জ্ঞানের হস্তে পঞ্চভূতরূপ পঞ্চপ্রদীপ প্রদান-দ্বারা 'আরতি',—ভব-বন্ধন-পরিত্রাণ প্রার্থনায় প্রেমপূর্ণ স্তোত্র-পাঠ দ্বারা 'প্রণাম', এবং ঐরূপ প্রথায় 'বরণ', 'বিসর্জ্জন', 'সিদ্ধিপান' ও 'শান্তি' প্রভৃতি অভিনব আধ্যাত্মিক-প্রক্রিয়া বর্ণন-দ্বারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তা নিজভাবুকহৃদয়োৎপন্না চমৎকারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকের কতকগুলি সমালোচন-লিপি সংগৃহীত আছে; কিন্তু এস্থলে তাহা প্রকাশের স্থান-প্রয়োজনাভাব।

জীবন-পরীক্ষা

বা

ভীষণ স্বপ্ন-চতুষ্টয়।

দ্বিতীয় প্রচার।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

মানব যে বিষয়কে বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষা করিতে অশক্ত হয়, তাহাকেই অলীক, মায়া, বা 'স্বপ্ন' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সংসারাসক্ত আত্মবিস্মৃত মানব, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা জীবন, বা জীবনস্বরূপ জগদীশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া, তাহাদের অন্তর্জ্ঞান-লাভের সহায় হইবার জন্য এই জীবন-পরীক্ষা চারিটী স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার

প্রথম স্বপ্ন—নির্ব্বেদ, অর্থাৎ নশ্বর-জ্ঞানবশতঃ সংসারে ঔদাসীন্য। দ্বিতীয় স্বপ্ন—সংগ্রাম, অর্থাৎ সংসারে বর্ত্তমান শরীর-লাভানন্তর ‘সুমতির’ সহায়তায় ‘মায়া’ ‘পাপ’ ‘কুচিন্তা’ এবং উহাদের প্রিয় সহচর ‘কাম’ ‘ক্রোধ’ প্রভৃতি রিপুগণের সহিত সংগ্রাম। তৃতীয় স্বপ্ন—প্রার্থনা, অর্থাৎ নিজকৃত কুকর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্ত বা আত্মগ্লানিপীড়িত হইয়া প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা বা আত্মানুসন্ধানশক্তি প্রার্থনা। চতুর্থ স্বপ্ন—শান্তি, অর্থাৎ অনুতপ্ত প্রাণিগণের সকরুণ প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, ‘কৃতান্ত’ নামক অন্তিম-বন্ধুর সহায়তায় তাঁহাতে তাহাদের আত্মসমর্পণ বা লীন হওন।—সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে, এই গ্রন্থে সংসার, জীবন, জীব, জীবের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, হৃদয়, প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির বিকৃতি বা রিপু, আমাদের প্রতি রিপুর আচরণ, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়া, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, মৃত্যু, সূক্ষ্ম-শরীর, যমালয়, যমালয়স্থ জীবের অবস্থা, নরক, স্বর্গ, সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্ত্তা, অনন্তশক্তি, একশক্তি, শক্তিলয় বা শান্তি প্রভৃতি বিষয় সকল আনন্দজনক গল্পচ্ছলে বিবৃত হইয়াছে।

জীবন-পরীক্ষা জনসমাজে পূর্ণ প্রচারের পূর্ব্বে কলিকাতা, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও কাশীধাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বহুজনপরিচিত বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মগণ(যথা বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সূর্য্যকুমার ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, মথুরানাথ তর্করত্ন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, জগদ্বন্ধু মোদক, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ

বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ঘোষাল, মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অনেক..ব্যক্তিই) এই পুস্তক-সম্বন্ধে একবাক্যে যে সমস্ত উদার অভিপ্রায়পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশের স্থানাভাব। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কালের বিচিত্র শক্তিতে আত্মবিস্মৃতি-বশে বঙ্গদেশ-বাসিগণ এ গ্রন্থের সমুচিত আদর করিতে পারিলেন না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চিত্ত যে সকল পদার্থ পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সে সকল ইহাতে নাই। জীবন-পরীক্ষায় যাহা আছে, তাহা কেবল অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধীয় ব্যাপার। সেখানে সত্য বিবেকাদির অধিকার,—সুমতি দয়া শান্তির নিত্য-নিলয়। সেখানে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহার কোন কালে ধ্বংস বা বিকৃতি নাই,—সেখানে জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, তাপ আদি নাই, কিন্তু মোহান্ধতা ও আত্মবিস্মৃতি বশতঃ আমরা কিরূপে সেই নিত্য নিলয়ের আনন্দ অনুভব করিতে পারিব?—কুসংসর্গ যাহাদের আনন্দ-প্রদায়ক,—কুরুচিপূর্ণ পুস্তক যাহাদের সহচর,—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যাহাদের ধর্ম্ম,—প্রতারণা যাহাদের ব্যবসায়,—জীবন-পরীক্ষায় বিবৃত 'কে আমরা? কেন এখানে আসিয়াছি? এবং কি করিতেছি?'—ইত্যাদি প্রশান্ত চিন্তাজনক বিষয়সমূহ তাহারা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে?

গ্রন্থের বিষয়ে আমাদের অধিক কিছু বলা ভাল দেখায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বঙ্গীয় সন্তান মাতৃভাষাকে আদর করেন,—ভাবময়ী কবিতাকে আদর করেন,—সুললিত ভগবৎ-সঙ্গীতকে আদর করেন,—যাঁহারা সমাজ-ঘটিত জাতিভেদ, লোকাচার ও কুসংস্কারাদির

আদি-কারণ জানিতে ইচ্ছা করেন,—অথবা এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের অভিনব আভ্যন্তরীণ রহস্য জানিতে অভিলাষ করেন,—তাঁহারা দ্বিতীয় বার প্রচারিত, ভক্ত-জন-সমাদৃত এই (৩৭২ পৃষ্ঠা) পুস্তকখানি একবার দেখিবেন কি ?—এই গ্রন্থে 'ভব-কারাগার', 'স্বর্গ-রাজ্য', 'কৃতান্ত-পুর' ও 'মহাপ্রলয়' নামক চারিখানি অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্র এবং গ্রন্থকর্ত্তার একখানি প্রতিমূর্ত্তিও প্রদত্ত হইয়াছে।

আহ্নিক-ক্রিয়া

বা

সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য।

মূল্য ৶০ তিন আনা।

পাঠক পাঠিকে! আপনাদের মধ্যে যদি কেহ মাদৃশ আত্ম-বিস্মৃত থাকেন,—যদি এই সংসার, বাসস্থান, আত্মা, বিস্মৃতি, জীব ও জীবের আত্মবিস্মৃতিকালীন কর্ত্তব্য অবগত হইয়া, যথা-নিয়মে প্রাতর্মধ্যাহ্নাদি দিবসের সন্ধিকালত্রয়ে, এবং বিপদ্, সম্পদ্, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি সকল অবস্থায়, আত্মারাম ভগবানের পূজোপাসনার সরল, স্বাভাবিক ও অল্লায়াস-বোধগম্য মন্ত্র-বলে, এবং তদীয় প্রসন্নতাফলে, ইহলোকেই বিমলানন্দ-লাভের অভি-লাষ করেন, এই 'আহ্নিক-ক্রিয়া' পুস্তক তাঁহার বড়ই আদ-রের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই।

কুমার-রঞ্জন।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

বিদ্যালয়ে সুকুমারমতি শিশুগণের নীতিশিক্ষোপযোগী কবিতা-পুস্তকের অসদ্ভাব না থাকিলেও, কিঞ্চিদধিকবয়স্ক বালকবৃন্দের প্রীতিজনক গল্পাদিচ্ছলে কর্ত্তব্যশিক্ষা, চিত্তোৎকর্ষ-সাধন, কবিতামৃত-রসাস্বাদন এবং তৎসঙ্গে (উহাদিগের পক্ষে যতদূর সম্ভব) ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ প্রভৃতির উপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাব আছে বলিয়া, কলিকাতা-নগরীস্থ রাজকীয়-বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য কোন কোন অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিভাগ-সংসৃষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে এই কুমার-রঞ্জন পুস্তক মুদ্রিত হয়। মুদ্রণের পর উহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আশানুরূপ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য, কলিকাতা ও মফঃস্বলের কতিপয় কলেজ ও স্কুলের অধ্যাপক এবং সংবাদপত্র সম্পাদকগণের মতামত প্রার্থনা করায়, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কুমার-রঞ্জনকে 'বিদ্যালয়ের সুপাঠ্য গ্রন্থ' বলিয়া আপনাদের অভিপ্রায়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর, কলিকাতা রাজকীয় পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী-সভা-কর্ত্তৃক ইহা মধ্যশ্রেণী বঙ্গবিদ্যালয়ের (ছাত্রবৃত্তি স্কুলের) তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বলিয়া স্থিরীকৃত, এবং ঐ সংবাদ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী সার্কেলের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাতেও প্রকাশিত, হইয়াছিল।

জীবনকুমার।

পূর্ব্বভাগ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই গ্রন্থ একটী ক্ষুদ্র পৌরাণিক বা প্রাচীন করুণরসপ্রধান, কিন্তু বীভৎস ব্যতীত, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত বীর, হাস্য, অদ্ভুত, শান্ত প্রভৃতি অন্য সকল রস-সমন্বিত একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা উপলক্ষে লিখিত। আমাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, যদি কেহ ইহা অন্তরের সহিত মিশাইয়া পাঠ করিবার অবকাশ পান, তবে তিনি বাস্তবিকই সুখী হইবেন এবং অনেকপ্রকার শিক্ষাও লাভ করিবেন। বস্তুতঃ, গ্রন্থকর্ত্তা উপন্যাসচ্ছলে তাঁহার জীবনকুমার-সাহিত্যে, বিশুদ্ধ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় এমনই লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্থূলতঃ ইহা একাকীই কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি নানারূপে, বিশুদ্ধ বিভিন্ন-রসপ্রার্থী ব্যক্তিবর্গকে অন্ততঃ কিয়ৎকালের নিমিত্তও বিমোহিত করিতে সমর্থ। আর ইহার মধ্যে যদি কোন সূক্ষ্ম বা অপার্থিব ভাবের সন্নিবেশ থাকে, সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণই তাহা ধারণার ও তজ্জনিত আনন্দলাভের অধিকারী।

জীবন্ত-পিতৃদায়।

মূল্য বা ভিক্ষাদান—পাঠান্তে পাঠকের ইচ্ছাধীন।

ইহা একখানি নূতনপ্রকারের পুস্তক। দেখা দূরে থাকুক, ইহা কেহ কখনও ভাবেন নাই যে, পিতার বর্ত্তমানে কোন পুত্রের জীবন্ত-পিতৃদায় হইতে পারে। ইহাতেও শ্রাদ্ধকরণা-

নন্তর শুচি হইবার বাসনায় অশৌচ-গ্রহণ, উত্তরীয়-ধারণ, এবং (প্রতিমূর্ত্তি-যোগে) দ্বারস্থ হওন পর্য্যন্ত আছে। ..ব্যাপার সম্পূর্ণ প্রকৃত, এমন কি গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণ-মধ্যে প্রায় সকলেই অদ্যাপি জীবিত, এবং সামাজিক উপন্যাসপ্রিয় পাঠকবর্গের জন্য মনোহর গল্পচ্ছলেই লিখিত। যাঁহার অণুমাত্রও সদাশয়তা ও পরদুঃখ-সহানুভূতি আছে, ভিক্ষুক গ্রন্থকর্ত্তার এই জীবন্ত-পিতৃদায়রূপ হৃদয়বিদারিণী আখ্যায়িকা তাঁহার অবিরত অশ্রু-ধারা দর্শন না করিয়া ক্ষান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এই বিষাদপূর্ণ জীবন্ত-পিতৃদায়কাণ্ড হৃদয়বান্ ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তিবর্গের [illegible]বগতি-নিমিত্ত দায়োদ্ধার-সঙ্কল্পে অর্পণজন্যই প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]র মূল্য বা ভিক্ষাদান আদ্যন্ত পাঠান্তে পাঠকের ইচ্ছাধীন। [illegible]াকে [illegible]ঠাইতে হইলে মাশুল ৵৹ এক আনা লাগিয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

'জীবন্ত-পিতৃদায়' ব্যতীত উল্লিখিত পুস্তকসমূহ কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহে এবং ২২৫ নং অপর সর্কিউলার রোড "শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়ে" পাওয়া যায়; এবং 'জীবন্ত-পিতৃদায়' কেবল "শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়েই" প্রাপ্তব্য।

শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়
কলিকাতা
ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

নিবেদক
শ্রীঅমৃতনাথ চক্রবর্ত্তী।